শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগায়ত্রী-মন্ত্র-বিবৃতি

[অগ্নি-পুরাণান্তর্গত শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী-ব্যাখ্যা (শ্রীজীব-কৃতা টীকা-যুক্তা), অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র-ব্যাখ্যা, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী ও শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-কৃতা শ্রীকামগায়ত্রী-ব্যাখ্যা, পরিশিষ্টে শ্রীগুরুমন্ত্র- গায়ত্রী ও শ্রীগৌরমন্ত্র-গায়ত্রী-ব্যাখ্যা সমন্বিতা ।]

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদানুকম্পিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিয়ামক প্রতিষ্ঠাতাচার্য্য
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

অনুসৃতধারাবস্থিত সমিতির বর্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক গোস্বামী মহারাজ

কর্তৃক সম্পাদিতা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট-এর পক্ষে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ :—

শ্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী

৩০ গোবিন্দ ৫৩০ শ্রীগৌরাব্দ,

২৮ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার (১১।৩।২০১৭)

গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঃ ।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)।

৩। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, শক্তিগড় (জলপাইগুড়ি)পোঃ শিলিগুড়ি।

৪। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪

৫। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

৬। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাসুগাঁও (কোকরাঝাড়) আসাম।

৭। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।

৮। শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, (বর্দ্ধমান)।

মুদ্রণে—

শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা প্রেস ,

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

নবদ্বীপ, নদীয়া ।

এই গ্রন্থ কাহার পাঠ্য—

যাঁহারা শ্রীব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণব-গুরুর চরণাশ্রয়-পূর্ব্বক হরিভজনে ব্রতী হইয়াছেন, এই গ্রন্থ কেবল তাঁহাদের পাঠ্য। তাঁহারা প্রতিদিন নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রজপ করেন, তাঁহাদের জন্য মন্ত্রার্থ-জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। এই গ্রন্থ কেবল তাঁহাদের জন্যই। যাঁহারা ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত, তাঁহাদের পক্ষেও যদি সহায়ক হয়, তবে এই গ্রন্থ তাঁহাদেরও পাঠ্য। কৌতূহল-নিবৃত্তি-বশে এই গ্রন্থ পঠনীয় নহে।

মন্ত্র অন্যের নিকট যেমন প্রকাশ্য নহে, তদ্রূপ মন্ত্রব্যাখ্যাও। সুতরাং যিনি যে-মন্ত্র শ্রীগুরু হইতে প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার পক্ষে সেই মন্ত্রব্যাখ্যা-পাঠে অনধিকার- চর্চ্চা-রূপ দোষ ঘটিয়া থাকে।

[ঘ]

নিবেদন

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অশেষ কৃপায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে মন্ত্রার্থ-জ্ঞাপক ‘শ্রীগায়ত্রী-মন্ত্র-বিবৃতি’ নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য অস্মদীয় জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নির্দেশ-অনুসারেই মূলতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। এই গ্রন্থভুক্ত অগ্নিপুরাণ-অন্তর্গত গায়ত্রী-ব্যাখ্যা, শ্রীশ্রীল জীব- গোস্বামী-দ্বারা উক্ত পুরাণোক্ত ব্যাখ্যার উপর কৃতা ‘বিবৃতিঃ’-নাম্নী টীকা, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃতা কামগায়ত্রী-পর‘মন্ত্রার্থ-দীপিকা’,শ্রীশ্রীল প্রবোধ নন্দ সরস্বতী-পাদ কৃতা কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা প্রভৃতি তাঁহার উদ্যোগেই সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার অশেষ কৃপায় অবশেষে লোকলোচন-গোচর হইল।

যদিও মন্ত্র ও মন্ত্র-ব্যাখ্যা সর্ব্ব-সাধারণ সম্মুখে আলোচ্য নহে, কিন্তু মন্ত্রার্থ-জ্ঞান বিনা মন্ত্রজপ সুষ্ঠু হয় না বলিয়া কেবল তাঁহাদের হরিভজনের সহায়ার্থই এইরূপ গ্রন্থ-প্রকাশ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই গ্রন্থ অন্যের আলোচনীয় নহে—ইহা গ্রন্থের প্রারম্ভেই ‘এই গ্রন্থ কাহার পাঠ্য?' শিরোনামে সতর্ক করা হইয়াছে। যাঁহারা প্রতিদিন মন্ত্রজপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেবল এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া মন্ত্রার্থ অবগত হইতে পারিবেন । তাঁহারা ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই ।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে শেওড়াফুলী-বাসী ও উক্ত স্থানীয় শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠে যাঁহার অক্ষয় অবদান আছে, সেই পরম ভজনশীল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাসাধিকারী (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ) মহাশয় অর্থানুকূল্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই প্রার্থনা ।

শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস

৩০ গোবিন্দ, ৫৩০ গৌরাব্দ **শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্যটক**

বিষয়-সূচী

অবশ্য জ্ঞাতব্য — পৃষ্ঠা-8

প্রথম বিভাগ — শ্রীব্রহ্ম-গায়ত্রী — পৃষ্ঠা-17

১। প্রাক্কথন — 17

২। প্রণব, গায়ত্রী ও চতুঃশ্লোকীর একতাৎপর্য্যপরতা — 23

৩। অগ্নি-পুরাণান্তর্গতা গায়ত্রী ব্যাখ্যা ও
শ্রীজীব-গোস্বামি-কৃতা বিবৃতি — 52

অগ্নিপুরাণে কৃতা গায়ত্রী-ব্যাখ্যার সার

৪। শ্রীভাগবত-প্রতিপাদ্য বিষয়ই গায়ত্রীর তাৎপর্য্য

দ্বিতীয় বিভাগ — অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র — পৃষ্ঠা-82

১ । প্রাক্কথন

২। অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর

৩। শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষৎ অনুসারে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র-ব্যাখ্যা

তৃতীয় বিভাগ — শ্রীকাম-গায়ত্রী — পৃষ্ঠা-92

১ । প্রাক্কথন

২। মন্ত্রার্থ-দীপিকা (শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা)

৩। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃতা শ্রীকামগায়ত্রী-ব্যাখ্যা

৪। জপ-প্রক্রিয়া

পরিশিষ্ট — পৃষ্ঠা-114

১। শ্রীগুরু-মন্ত্র ও শ্রীগুরু-গায়ত্রী

২। শ্রীগৌর-মন্ত্র ও শ্রীগৌর-গায়ত্রী

৩। মন্ত্রজপ ও মানস-অর্চ্চন

[চ]

"বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন।।
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্য সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ।।
মুখ্য-গৌণবৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।"

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং
ধ্যায়েৎ তং রসয়েৎ তং ভজে।"

(শ্রীগোপালতাপনী উপনিষৎ)

"সৎপুণ্ডরীক-নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞান-মুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
গোপ-গোপী-গবাবীতং সুরক্রম-তলাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজ-মধ্যগম্॥
কালিন্দী-জল-কল্লোল-সঙ্গি-মারুত-সেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥"

(শ্রীগোপালতাপনী উপনিষৎ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগায়ত্রী-মন্ত্র-বিবৃতি

অবশ্য জ্ঞাতব্য

মঙ্গলাচরণ—

“বন্দে গুরুপদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দ-সমন্বিতম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দ-সহোদিতম্॥
শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে রাধিকা-চরণদ্বয়ম্।
গোপীজন-সমাযুক্তং বৃন্দাবন-মনোহরম্॥”

‘মন্ত্র’-শব্দের তাৎপর্য্য

“ওঁকারাদি-সমাযুক্তং নমস্কারান্ত-কীর্ত্তিতম্।
স্বনাম সর্ব্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে॥”

(ব্রহ্মপুরাণ))

ওঁকার (ক্লী, শ্রীং ইত্যাদি) প্রারম্ভে যুক্ত হইয়া ও অন্তে নমঃ (স্বাহা ইত্যাদি) সহকারে কীর্ত্তিত সর্ব্বদেবতাগণের স্বনাম (৪র্থী বিভক্তি-যোগে) ‘মন্ত্র’ বলিয়া কথিত হয় ।

“মন্ত্রোঽষ্টাদশবর্ণাদিঃ স্বেষ্টদেব-বপুর্মতঃ।” (প্রমেয়-রত্নাবলী) অর্থাৎ মন্ত্র—স্বীয় ইষ্টদেব-বপুঃ স্বরূপ।

‘মন্ত্রে’র আবশ্যকতা

'মন্ত্র' অবশ্যই গ্রহণীয়, কিংবা না গ্রহণ করিলেও হয়—সে-সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৪ অনুঃ) জানাইয়াছেন—

"ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃ শব্দাদ্যলঙ্কৃতা শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিত-শক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ: প্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যের পরম-পুরুষার্থ-ফলপর্যন্ত-দানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোহপ্যধিক- সামর্থ্যেহলব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি-সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতি-রাত্রার্চ্চন-মার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি।"

মন্ত্রসমূহ ভগবৎনামাত্মক; তদুপরি বিশেষতঃ নমঃ, স্বাহা প্রভৃতি শব্দদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণ-কর্তৃক বিশেষরূপে সমর্পিত-শক্তিযুক্ত হইয়া মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ--বিশেষ প্রতিপাদন করেন। অপরদিকে কেবল যে ভগবন্নামসমূহ, তাঁহারা কোন কিছুর অপেক্ষা করেন না এবং পরম পুরুষার্থ 'প্রেম'-ফল পর্য্যন্ত প্রদানে সমর্থ। অতএব মন্ত্রসমূহে নাম-অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য পাওয়া যাইতেছে না, সুতরাং মন্ত্রদীক্ষার অপেক্ষা কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—যদিও তত্ত্ববিচারে দীক্ষার আবশ্যকতা নাই, তথাপি জীবগণ জড়দেহাদি-সম্বন্ধে স্বভাবতঃ কদর্য্যশীল এবং বিক্ষিপ্তচিত্ত বলিয়া তত্তৎপ্রবৃত্তির সঙ্কোচের জন্য কোথাও কোথাও কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

সেই সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

ভক্তিসন্দর্ভের উক্ত অনুচ্ছেদে শ্রীগোস্বামিপাদ আরও জানাইয়াছেন—

“মর্য্যাদা যথা ব্রহ্মযামলে—‘শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।' ইত্থমেবাভিপ্রেতং শ্রীপৃথিব্যা চতুর্থে (ভাঃ ৪।১৮।৩-৫) ‘অস্মিংল্লোকেহথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃ প্রসিদ্ধয়ে ।। তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্। অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপায়ান্ বিন্দতেহঞ্জসা ।। তাননাদৃত্য যো বিদ্বানথানারভতে স্বয়ম্। তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ।।’ ইতি।”

অর্থাৎ মর্য্যাদা-বিষয়ে ব্রহ্মযামল-বাক্য যথা—শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র ও পঞ্চরাত্র-বিধিহীন হইয়া অনুষ্ঠিত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ-স্কন্ধে শ্রীপৃথিবী-দেবী-কর্তৃকও 'এইরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, যথা—ইহ ও পরলোকে মানবগণের পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিগণ শাস্ত্র হইতে নানাবিধ উপায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অজ্ঞ ব্যক্তিও যদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্ব্বর্তন মুনিগণের প্রদর্শিত উপায়সমূহ সম্যরূপে অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে অনায়াসে উপেয়-ফলসমূহ লাভ করেন। অপরদিকে সেই উপায়সমূহকে অনাদর করিয়া (বিদ্বান-অভিমানী অবিদ্বান্ যে-ব্যক্তি স্বয়ং পুরুষার্থ-লাভের জন্য প্রবৃত্ত হন, তাহার আরব্ধ প্রয়াসসমূহ বারম্বার অসিদ্ধ হইয়া থাকে।

মন্ত্র—মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণকারী

জড়দেহ ও মন-সংসর্গে জীব স্বভাবতঃ মনোধর্ম্মের অধীন। 'মন্ত্র' লাভ হইলে এই মনোধর্ম্ম হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেন—"মন্ত্র-মানে কাণে 'ফু' দেওয়া নহে। দিব্যজ্ঞানের নাম মন্ত্র-দীক্ষা—যে-দিব্যজ্ঞান আমাদের পূর্ব্বসঞ্চিত জন্ম- জন্মান্তরের যাবতীয় অদিব্য জ্ঞানসংগ্রহের আপাত সুরম্য সৌধগুলিকে উহাদের ভিত্তির সহিত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া সেখানে অধোক্ষজ জ্ঞানের নিত্য বাস্তব ভিত্তিময় সৌধ নির্ম্মাণ করে। ভগবান্ যখন ব্রহ্মাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখন বলিয়াছিলেন—

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

অর্থাৎ 'আমিই Absolute truth, এই Absolute truth শক্তিদ্বারা সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিই 'গুরু'। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র agents বা messengers জগতে আসিয়া থাকেন। কিন্তু যে মহাশক্তিশালী Messengers, sent by God to suit the adaptability of all the recepients, সেই Sole Agents-এর নাম 'গুরু'। সেই Expert-এর মধ্য দিয়া Revealation হয়। তিনি আমার মননধর্ম্ম দূর করিয়া আমার চেতনতার মধ্যে যুগান্তর আনিতে পারেন।" (গৌড়ীয় ৭ম খণ্ড।৩৬ সংখ্যা)

মন্ত্রজপের লক্ষণ

**"মনোমধ্যে স্থিতো মন্ত্রো মন্ত্রমধ্যে স্থিতং মনঃ।
মনোমন্ত্রং সমাযুক্তমেতদ্ধি জপলক্ষণম্।।"**

(শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতিঃ)

অর্থাৎ মনের মধ্যে স্থিত মন্ত্র এবং মন্ত্রের মধ্যে স্থিত মন—এইরূপে মন ও মন্ত্র সম্যক্ যুক্ত হইলে মন্ত্রজপের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মন্ত্রজপ–ত্রিবিধ

মন্ত্রজপ তিন প্রকার—বাচিক, উপাংশু ও মানস। তন্মধ্যে বাচিক অপেক্ষা উপাংশু, এবং উপাংশু অপেক্ষা মানস উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। উচ্চ, নীচ ও স্বরিত স্বরযোগে স্পষ্টভাবে মন্ত্র-উচ্চারণে 'বাচিক' জপ সাধিত হয়। ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ চালনা করিয়া যাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র শব্দ স্বয়ং শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ ধীরে ধীরে মন্ত্র-উচ্চারণে 'উপাংশু' জপ হইয়া থাকে। ওষ্ঠ-জিহ্বা কিছুমাত্র চালনা না করিয়া কেবল মাত্র মানসে মন্ত্রের বর্ণ-শ্রেণীর এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণ, এক পদ হইতে অন্য পদ এবং পদের অর্থ চিন্তনের যে অনুশীলন, তাহাকে 'মানস' জপ বলা হয় (হঃ ভঃ বিঃ ১৭। ১৫৫-১৫৮)। গায়ত্রী,অষ্টদশাক্ষর-মন্ত্রাদির ক্ষেত্রে'মানস'জপই করণীয়।

মানস-জপ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে করা যায়

মানস-জপে দেশ-কালের বাধা নাই। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মানস-জপে কোন দোষ হয় না। মানস-জপনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বযজ্ঞ-ফল লাভ করেন। মন্ত্র-নিষ্ঠ বিদ্বান্ ব্যক্তি অশুচি বা শুচি অবস্থায় অবস্থান-কালে, গমনকালে, এমনকি শয়নকালে সর্ব্বদাই মনের দ্বারা জপ করিবেন (হঃ

ভঃ বিঃ ১৭।১৬১-১৬২)। কেবল, বিধি-অনুযায়ী ত্রি-সন্ধ্যা সংখ্যাপূর্ব্বক অঙ্গুলী- জপের ক্ষেত্রে যে-সকল বিধান আছে, তাহা যথারূপ পালনীয় ।

অঙ্গুলী-জপের বিধি

জপ দুইপ্রকারে হইয়া থাকে—১) অঙ্গুলী-জপ ও ২) মালা-জপ। এস্থলে অঙ্গুলী-জপ বিষয়ে মাত্র বলা হইতেছে। অঙ্গুলী-জপের ক্ষেত্রে অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলী)-দ্বারা অন্য চারিটী অঙ্গুলীতে জপ করা হইয়া থাকে। চারিটী অঙ্গুলী মধ্যে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও তর্জ্জনীর প্রত্যেকের ৩টী পর্ব্ব (অর্থাৎ অঙ্গুলির ২টা রেখার মধ্যবর্ত্তী অংশ) করিয়া মোট ৯টা পর্ব্ব এবং অপর 'মধ্যমা' অঙ্গুলীর উপরিভাগের পর্ব্ব—সর্ব্বমোট ১০টা পর্ব্বে মন্ত্রজপ করা হয়। জপকালে 'মধ্যমা'-অঙ্গুলীর মধ্যম পর্ব্ব ও নীচভাগের পর্ব্ব ২টা পরিত্যজ্য। এই ২টা পর্ব্ব মেরু-রূপে গণ্য হয় এবং শ্রীব্রহ্মা-কর্তৃক দূষিত বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় তাহা বর্জ্জনীয়। (হঃ ভঃ বিঃ ১৭। ১১৬-১১৮)।

"আরভ্যানামিকা-মধ্যাৎ পদক্ষিণমনুক্রমাৎ।

তর্জ্জনী-মূল-পর্য্যন্তং ক্রমাদ্দশসু পর্ব্বসু।।"

(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১১৯)

অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত-ক্রমে (clockwise) তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত ১০টী পর্ব্বে মন্ত্রজপ করিতে হইবে। ১০৮বার মন্ত্রজপ করিতে হইলে ১০বার ১০টা পর্ব্বে জপ করিয়া শেষ ৮ সংখ্যক মন্ত্রজপ অনামিকার সর্ব্বনিম্ন পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত-ক্রমে তজ্জনীর মধ্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত ৮টী পর্ব্বে করণীয়।

জপকালে চারিটী অঙ্গুলী পরষ্পর বিচ্ছিন্ন রাখিলে জপফল ছিদ্রপথে নিঃসৃত হয়। সুতরাং উক্ত অঙ্গুলীসমূহ সংযুক্ত রাখিয়া জপ করণীয়।

মন্ত্রজপ-কালে কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য

মনের সংহরণ অর্থাৎ জড়বিষয় হইতে প্রত্যাহারের নাম 'শৌচ', মন্ত্রার্থ-চিন্তনের নাম 'মৌন', অব্যগ্রতার নাম 'অনির্ব্বেদ'–এইসকল জপ-রূপ সম্পত্তির হেতু। অর্থাৎ জড়বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার-পূর্ব্বক, মন্ত্রার্থ-চিন্তনের সহিত ধীরে ধীরে জপ করণীয়। (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১২৯)।

কথা বলিতে বলিতে, গমন করিতে করিতে, শয়নকালে, অন্য কিছু স্মরণ করিতে করিতে এবং ক্ষুৎ (হাঁচি), জুম্ভণ (হাইতোলা) ও হিক্কাদি দ্বারা ব্যাকুলিত চিত্ত হইয়া জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। সেহেতু সাধক-সাধিকাগণ এসব দোষ সযত্নে পরিহার করিবেন। (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৩০)।

হস্ত আবরণ না করিয়া, মস্তক আচ্ছাদন করিয়া, চিন্তা-ব্যাকুল চিত্ত হইয়া, ক্রুদ্ধ, ভ্রান্ত ও ক্ষুধান্বিত হইয়া, আসনে না বসিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া, অন্ধকার-মধ্যে, শ্মশানাদি অমঙ্গল স্থানে জপ করা উচিত নহে। (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৩৮-১৩৯)।

পদে পাদুকা রাখিয়া, যান-আরোহণ-কালে, শয্যায় শয়নরত অবস্থায়, পদদ্বয় বিস্তার করিয়া এবং উৎকট আসনে উপবিষ্ট হইয়া জপ করা অনুচিত।*(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৪০)

* আপৎকালে অবস্থা-বিশিষে সাধক-সাধিকা কোন নিয়ম ভঙ্গপূর্ব্বক জপ করিলে তাহাতে প্রত্যবায় হয় না। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারেই সকল নিয়ম প্রযোজ্য। নিয়মের দোহাই দিয়া জপ-রহিত হওয়া কখনও নিয়মের তাৎপর্য্য নহে।

জপকালে মনের দ্বারা মন্ত্রধ্যান করিবে, জিহ্বা ও ওষ্ঠ চালনা করিবে না, মস্তক ও গ্রীবাকে কম্পিত করিবে না এবং দন্তসকল প্রকাশ করিবে না। জপের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিবে না, কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবে না। (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৪৩)।

অজ্ঞান-ক্রমে জপ করিতে করিতে জপবিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ হইলে আচমনপূর্ব্বক বিষ্ণুনামাত্মক মন্ত্র অথবা অব্যয় বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে ও যত্নবান হইয়া জপ করিবে।

‘নাম’ ও ‘মন্ত্রে’ অভেদ-জ্ঞান কর্ত্তব্য

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—**“প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা, নাম-মন্ত্রে করিয়া অভেদ। নৈষ্ঠিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ, গ্রন্থিপাপ হবে পরিচ্ছেদ।”** (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)। শ্রীনাম ও মন্ত্র-মধ্যে বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য্য, যথা—**“কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।”** (চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৩)। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে ভেদ-বিচার করা ক্ষুদ্র-বুদ্ধির পরিচায়ক। মন্ত্রজপের দ্বারাই নামভজনে অধিকার লাভ হয়—“ যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমচিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠতি ভারত।।” (হঃ ভঃ বিঃ)। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন— “মন্ত্র জপ করিতে করিতে অপ্রাকৃত অনুভূতিক্রমে বাহ্য ভোগময় জগৎপ্রতীতি হইতে নিরস্ত হইয়া পঞ্চবিধ রতির কোন একপ্রকার রতির আশ্রয়ে সামগ্রীর সংযোগে রসসেবা-প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে ভজনীয়ের আস্বাদন করেন।-----নাম-নামী অভিন্ন—এই দিব্যজ্ঞান লাভের আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে অবস্থিত হইলেই নামকীর্ত্তনকারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার চতুর্থ্যন্ত-পদ বা

বৈয়াকরণের সম্বন্ধ-নির্ণায়িকা ভাষা শিথিল হইয়া পড়ে। সম্বোধনের পদোদ্দিষ্ট বাস্তব বস্তু সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়েই সদ্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তৎকালে সম্বোধন-পদদ্বারা অবাধে সেবন করিতে যোগ্যতা ঘটে। সকল শাস্ত্র ও সকল দিব্যজ্ঞানাত্মক মন্ত্র জীবকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করাইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করে।” (অনুভাষ্য)। সুতরাং নাম ও মন্ত্র-প্রতি অভেদ বিচারপূর্ব্বক উভয় প্রতিই মনকে নৈষ্ঠিক অর্থাৎ একনিষ্ঠ করিয়া হরিভজন কর্ত্তব্য। তাহাতে “গ্রন্থিপাপ হবে পরিচ্ছেদ” অর্থাৎ জীবের হৃদয়গ্রন্থি-রূপ অবিদ্যা, যাহা মূলতঃ পাপস্বরূপ, তাহা সর্ব্বতোভাবে ছিন্ন হইবে।

মন্ত্র, ইষ্টদেব ও গুরুদেবে নিশ্চলা বুদ্ধি রাখা কর্ত্তব্য

যাঁহার ইষ্টদেবে, মন্ত্রে ও মন্ত্রপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবে নিশ্চলা বুদ্ধি ছিন্ন হয় না, তাঁহার শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। মন্ত্রকে স্বয়ং ইষ্টদেব-রূপে জানা কর্ত্তব্য এবং ইষ্টদেব-শ্রীগুরু-রূপধারী; তাঁহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে—যদি সাধক নিজ মঙ্গলকামী হন। (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।৬৫-৬৬)।

প্রথম বিভাগ

শ্রীব্রহ্ম-গায়ত্রী

(১)

প্রাক্কথন

‘গায়ত্রী’-শব্দের অর্থ

‘গায়ত্রী' বলিতে যে যে অর্থ উপলব্ধ হয়, তাহা হইল—

১) বেদমাতা, দ্বিজবর্গের উপাস্য বৈদিক মন্ত্র-বিশেষ; ২) ত্রিপদা বৈদিক ছন্দ-বিশেষ; ৩) গঙ্গা; ৪) দুর্গা।

তথাপি ‘গায়ত্রী’ বলিলে ‘রূঢ়িযোগমপহরতি”—এই ন্যায়-অনুসারে রূঢ়িবৃত্তি-দ্বারা দ্বিজগণের উপাস্যা বেদমাতা গায়ত্রীই একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু হন। বস্তুতঃ ‘গায়ত্রী’-ছন্দের লক্ষণযুক্ত বলিয়াই যে ইঁহাকে ‘গায়ত্রী' বলা হয়, তাহা নহে,—যাঁহারা এই মন্ত্রটী গান বা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে ত্রাণ করেন বলিয়া এই মন্ত্রটীর নাম ‘গায়ত্রী’ হইয়াছে –“গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রীয়ং ততঃ স্মৃতা।” (ব্যাস-সংহিতা)। আবার, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ‘গায়ত্রী’-শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—“সা হৈষা গয়াং স্তে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাং স্তত্রে তদ্ যদ্ গয়া স্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম।” (বৃহদারণ্যক ৫।১৪।৪); এই মতে ‘গয়’-শব্দের অর্থ—প্রাণ; যিনি প্রাণ রক্ষা করেন, তাঁহাকে ‘গায়ত্রী’ বলা হয়।

গায়ত্রী-সম্বন্ধে শ্রীমধ্ব-বাক্য

গায়ত্রীর সবিস্তার অর্থ ‘পুরুষসূক্তে’ এবং পুরুষসূক্তের অর্থ সমগ্র বেদে বিবৃত হইয়াছে। বেদসমূহ শব্দাত্মক, সেইসকল বৈদিক শব্দ একমাত্র ভগবানকেই উদ্দেশ করেন। অতএব বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে ‘গায়ত্রী’-মন্ত্রের দেবতা ও ঋষি একমাত্র ভগবান্। ছন্দঃও ভগবদাত্মক। এই বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্ব ‘তন্ত্রসার-সংগ্রহে' শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন—

‘বেদমাতা তু গায়ত্রী দ্বিগুণাদ্বাদশাক্ষরাৎ।
চতুর্ব্বিংশমূর্ত্তয়োঽস্যাঃ কথিতা বর্ণদেবতা।
তদ্বেদঃ পৌরুষং সূক্তং বেদাঃ পুরুষসূক্তগাঃ॥
বৈদিকাঃ সর্ব্বশব্দাশ্চ তস্মাৎ সর্ব্বাভিধোঽস্ম্যহম্॥
ঋষিশ্চ দেবতৈকোঽহং তারাদীনাং বিশেষতঃ।
ছন্দো মদীয়া গায়ত্রী তারাষ্টাক্ষরয়োমতা॥”

বেদে গায়ত্রীর রূপ

ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিন বেদেই ‘গায়ত্রী’ পরিদৃষ্ট হন। উক্ত তিন বেদেই গায়ত্রী এইরূপ লিখিত আছে—

“তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োর্যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।”

(ঋক্ ৩।৬২।১০, সাম ২।৬।৩।১০।১, বাজসনেয়ঃ ৩,৩৫।২২,৯)

এস্থলে মন্ত্রটী গণনা করিলে ২৩টা অক্ষর দৃষ্ট হয়; কিন্তু ‘গায়ত্রী’-ছন্দে অষ্টাক্ষর-যুক্ত তিনটী চরণ থাকে—অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ২৪টী অক্ষর হয়। তদনুসারে উক্ত মন্ত্রটী ‘গায়ত্রী’-ছন্দের লক্ষণাক্রান্ত হন না। সেহেতু

উপনিষদে ‘বরেণ্যং’-পদটী ‘বরেণীয়ং’—এইরূপে বিশ্লেষণ করত ২৪টা সংখ্যা পূরিত হইয়াছে।

গায়ত্রী দ্বিবিধা

বেদমাতা ‘গায়ত্রী’—‘ব্যাহৃতি’(ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ)-সহিতা ও ‘ব্যাহৃতি’-রহিতা, এই দুইরূপেই ঋষিগণের দ্বারা পূর্ব্বাপর গীত হইয়া আসিতেছেন। ব্যাহৃতি- সহিতা গায়ত্রী ‘বিশ্বামিত্র গায়ত্রী' নামে কথিতা হন এবং ব্যাহৃতি-রহিতা গায়ত্রীর নামান্তর প্রজাপতি বা ব্রহ্ম গায়ত্রী। এই উভয় গায়ত্রীই জপ্যা। এই দ্বিবিধা গায়ত্রী-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ‘তন্ত্রসার-সংগ্রহে' উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা—

“বিশ্বামিত্রস্ত সন্ধ্যার্থে তদন্যত্র প্রজাপতিঃ।
মুনির্দ্দেবস্তু সবিতৃ-নামা স্রষ্টত্বতো হরিঃ।।”

সৃষ্টির আদিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট 'প্রণব’, ‘ব্যাহৃতি’ ও ‘গায়ত্রী’ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লাভ করিয়াছিলেন; যেহেতু কর্মভাগে মন্ত্রসমূহের বিভিন্ন প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বেদ অধ্যয়নের উপক্রমে একমাত্র ‘প্রণব'ই উচ্চারিত হন। যজ্ঞাদি কার্য্যে—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা—এইরূপ ব্যাহৃতি মন্ত্রমাত্র পঠিত হন। আবার প্রেতোদ্ধার হোমে ব্যাহৃতি-রহিতা গায়ত্রী মাত্র পঠিত হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রদ্রষ্টা—শ্রীবিশ্বামিত্র। তিনি ব্রহ্মার ন্যায় প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পৃথক্ পৃথকভাবে দৃষ্টি করিবার পরিবর্তে প্রণব-ব্যাহৃতি- চ-যুক্তা গায়ত্রীর দর্শন লাভ করেন। অতএব বেদে প্রণব-ব্যাহৃতি-যুক্তা গায়ত্রীর উপদেশ লক্ষিত হয়। সুতরাং ‘বিশ্বামিত্র' ও ‘প্রজাপতি’, এই উভয়বিধ গায়ত্রীই বেদ-প্রসিদ্ধা।

গায়ত্রী ঋষি-কর্তৃক প্রকটিতা হইলেও নিত্যা

সাধারণ রূঢ়িতে বিশ্বামিত্র-গায়ত্রীর ঋষি 'বিশ্বামিত্র' এবং প্রজাপতি-গায়ত্রীর ঋষি প্রজাপতি বা ব্রহ্মা। এখন বিশ্বামিত্র ও ব্রহ্মার পূর্ব্বে কেহ গায়ত্রী-বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন কিনা, ইহাই প্রশ্নের বিষয় হয়। তাহার উত্তর এই যে,—

বদ্ধজীবে দেহ, মন ও আত্মা, এই তিনটীর অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এই ত্রিবিধ অস্মিতায় জীবের প্রতীতিও ত্রিবিধ, যেমন—অজ্ঞ-প্রতীতি, অবিদ্বৎ- প্রতীতি ও বিদ্বৎ-প্রতীতি। অজ্ঞ-প্রতীতি দ্বারা বেদের অর্থ উপলব্ধি হয় না; অবিদ্বৎ-প্রতীতি দ্বারা বেদের অর্থ বিপর্যস্ত হয়; সুতরাং বেদের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইলে বিদ্বৎ-প্রতীতিই একমাত্র অবলম্বনীয়। তজ্জনাই বেদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—**"যস্য দেবে পরাভক্তিযথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"**

বিশ্বগণ বলেন, বেদ—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, শাস্ত্রসমূহ ঐ সূর্য্যের কিরণ। নিত্যমুক্ত জীবগণ ঐ সূর্যের আলোকে সর্ব্বদা আলোকিত। ঐ সূর্য্যালোক কখনও তাহাদের হৃদয় হইতে অস্তমিত হন না; জড়জগতে ভগবানের যেরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষিত হয়, ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদেরও সেইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভার মাত্র লক্ষিত হয়। যুগের প্রারম্ভে ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদ বা বেদমাতা গায়ত্রী পূর্ব্বদিকে সূর্যোদয়ের ন্যায় অথবা বসুদেব-দেবকীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ন্যায় কোন ঋষির হৃদয়ে স্বয়ং প্রকটিত হইলে ঐ ঋষিই তাহার জনক- এরূপ বলা যাইতে পারে না। ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ভগবানের জনক-জননী বসুদেব-দেবকীর পূর্ব্বে কেহই ভগবানকে জানিতেন না, কিংবা তাঁহার উপাসনা দ্বাপর যুগ হইতেই মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—এইরূপ একটী অপসিদ্ধান্ত কল্পনা করিতে হয়। বস্তুতঃ নিত্য সত্য ভগবানে ঐপ্রকার কালগত ব্যবধান থাকিতে পারে না। ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদের সম্বন্ধেও বিচার ঐপ্রকার। এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, যদি

বেদমাতা গায়ত্রী বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণেরও উপাস্যা-রূপে পরিচিতা ছিলেন, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রকে গায়ত্রীর ঋষি বলিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, ভগবান্ যেরূপ বসুদেব ও দেবকীর চিত্তে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে নারদাদি ঋষিগণের চিত্তেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই ঋষিগণ ভগবানের জনক বলিয়া আবির্ভূত হন নাই, তাহার কারণ – ভগবান ঋষিগণের চিত্তে আবির্ভূত হইলেও লোকলোচনের গোচরীভূত হন নাই, বসুদেব-দেবকীর চিত্তে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই দেবকী-বসুদেবই ভগবানের জনক-জননীরূপে প্রসিদ্ধ, গায়ত্রীর মাহাত্ম্যও সেইরূপ। প্রলয়াতে যুগারম্ভে বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রপঞ্চে বিস্তার লাভ করায় তাঁহাকেই ঐ মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন না—এরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে। সায়ন ভাষ্যের উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার অর্থ এইপ্রকার—

“যুগান্তেহন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান মহষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভূবেতি।।”

অর্থাৎ, যুগান্তে ইতিহাসের সহিত বেদসমূহ অন্তর্হিত বা অপ্রকটিত হইলে ঋষিগণ প্রলয়-শেষে ও যুগের আরম্ভে তপস্যা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সমাধিযোগে অগ্রে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানরূপ বেদ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তদনন্তর অন্যে তাহা জানিতে পারেন। এই বাক্যে বেদমাতা গায়ত্রীর বা বেদের নিত্যতা সূচিত হইয়াছে।

গায়ত্রীর আদি ও অন্তে ‘ও’কার জপ্য

গায়ত্রী যেহেতু ‘মন্ত্র’-বিশেষ, অতএব তাহা ওঁকারাদি-সমাযুক্ত বুঝাইবে কিনা, ইহার উত্তর— ওঁকার-রহিত বা সহিত উভয়ই ‘মন্ত্র’নামে অভিহিত হন, কিন্তু উচ্চারণ-কালে মন্ত্রের আদি ও অন্তে ওঁকার-সমাযুক্ত মন্ত্রজপই কর্ত্তব্য, নতুবা মন্ত্রজপ বিফল হয়। যথা শাস্ত্রবাক্যে –

“অবত্যনোঙ্কৃতং ব্রহ্ম পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে”—আদিতে ওঁকার-উচ্চারণরহিত বেদ-কীর্ত্তন ফলজনকই হয় না, আর অন্তে ওঁকার-উচ্চারণ-রহিত বেদ-কীর্ত্তনে প্রাপ্তফলও বিনষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত-গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ

পারমার্থিকগণ বলেন- গায়ত্রীর অর্থ বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের “জন্মাদস্য” (ভাঃ ১।১।১) শ্লোকে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বেদমাতা গায়ত্রী অবলম্বন করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ। বেদ-বৃক্ষের বীজ—প্রণব; অঙ্কুর—গায়ত্রী এবং ফল—চতুঃশ্লোকী ভাগবত। প্রণবই সর্ব্ববেদের মহাবাক্য। সেই প্রণবে যে-অর্থ আছে, তাহাই গায়ত্রীতে আছে এবং সেই অর্থই ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত চিল্লীলা-মিথুন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদমাতা গায়ত্রী গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাকেই তাঁহার পরমাকাঙ্ক্ষিত বিষয় জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার অভিলাষ করেন।

গায়ত্রী লাভ করিয়াই শ্রীব্রহ্মার দ্বিজত্ব লাভ

ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে যে, গায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণের বেণু-ধ্বনিতে ব্রহ্মার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র ব্রহ্মা দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করিয়া সেই গায়ত্রী গান করিতে লাগিলেন। এই গায়ত্রী তত্ত্বতঃ যে যে জীব লাভ করিয়াছেন, তাহাদেরই প্রকৃত চিদনুশীলন-সহায়ক সাবিত্র্য-জন্ম লাভ হয়। ব্রহ্মা গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃষ্ণের নিত্যদাস উপলব্ধিপূর্ব্বক সপরিকর-বৈশিষ্ট্য আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন।

(২)

প্রণব, গায়ত্রী ও চতুঃশ্লোকীর একতাৎপর্য্যপরতা

('শ্রীগৌড়ীয় কণ্ঠহার'-সংকলক শ্রীশ্রীল অতীন্দ্রিয়
বেদান্তবাচস্পতি-লিখিত)

**“প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়৷৷”**

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৫।৯২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কাশীধামে শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত ‘সম্বন্ধ’, ‘অভিধেয়’ ও ‘প্রয়োজন’-তত্ত্ব বিচারকালে যে-সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য- চরিতামৃতের উক্ত পয়ারে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

প্রণবের যাহা অর্থ, গায়ত্রীর অর্থও তাহাই; প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থই ব্রহ্মার সরহসা ভাগবত-বিজ্ঞান। চতুঃশ্লোকী-রূপে যাহা তিনি ভগবৎঅনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে উহা সুবিস্তৃত-ভাবে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। অর্থাৎ বেদ-রূপ কল্পবৃক্ষের বীজ—‘প্রণব’, অঙ্কুর—‘গায়ত্রী এবং ফল —‘চতুঃশ্লোকী’ ভাগবত। বিষয়টা আমরা তিনটী প্রবন্ধে আলোচনা করিব। (সর্ব্বপ্রথমে আমাদের আলোচনীয়)

প্রণবের অর্থ-বিচার

শ্রুতিতে 'প্রণব'

১। শ্রুতি বলেন- প্রণবই ব্রহ্ম, যথা- **“এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোদ্ধারঃ"** (প্রশ্ন উঃ)। ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ-হে সত্যকাম। যাহা ওঙ্কার বলিয়া খ্যাত, তাহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম।

২। **“ওঁ মিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব।”** (মাঃ উঃ) অর্থাৎ, এই জগৎ ওঙ্কারাত্মক। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান–তৎসমস্তই ‘ওম্’—এই অক্ষরাত্মক এবং কালাতীত যাহা কিছু, তাহাও এই ‘ওম’।

৩। **“সর্ব্বং হি এতদ্ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম”** (মাঃ উঃ)—পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু, সমস্তই ব্রহ্ম; এই আত্মাও ব্রহ্ম।

৪। **“এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবগ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।”** (মাঃ উঃ)। ইহার অর্থ— প্রণবই ব্রহ্ম, প্রণব সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও সর্ব্বযোনি (কারণ), ইনিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিলয়-স্থল।

৫। **“ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্।”** (তৈঃ উঃ)—অর্থাৎ, ওঙ্কারই ব্রহ্ম, ওঙ্কারই এই পরিণতি জগৎ।

উপরি উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহের নিষ্কর্ষ

প্রণব-সম্বন্ধীয় উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য-সমূহ হইতে সাকুল্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবগত হওয়া যায়—

প্রণবই ব্রহ্ম। প্রণব—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী ও সর্ব্বযোনি (সর্ব্বকারণ)। আবার, প্রণবই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্তই প্রণব। জগৎ পূর্ব্বে যে-প্রকার ছিল, বর্তমানে যে-প্রকার আছে এবং ভবিষ্যতে যেরূপে থাকিবে, তৎসমস্তই প্রণবাত্মক ব্রহ্ম। ইহাদ্বারা সূচিত হইল—প্রণব হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়।

প্রণব এই কাল-পরিণামী দৃশ্য জগতের মূল কারণ হইলেও স্বয়ং কালাতীত এবং জগতের বাহিরে স্বস্বরূপে বা স্বয়ংরূপে বিরাজমান। প্রণব কালাতীত অর্থাৎ তাঁহার উপর কালের কোন প্রভাব না থাকায় প্রণব যে নিত্য, ইহা জানা যায়।

প্রণব জগতের যোনি এবং প্রণবই জগৎ বলিয়া জগতের অধিষ্ঠানও প্রণবই। কিন্তু জগতে প্রণবের যে অধিষ্ঠান, তাহা কালাতীত-ভাবে; 'কালাতীত-ভাবে জগতের সহিত সম্বন্ধ আছে', বলায় বুঝা যায় যে, জগতের সহিত প্রণবের সাক্ষাৎ স্পর্শ নাই। এই সম্পর্ক 'একপাদ বিভূতি'র অন্তর্গত; অপর 'ত্রিপাদ বিভূতি'তে তিনি স্বস্বরূপে পরব্রহ্ম-রূপে ব্রহ্মধামে নিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

'প্রণব' ও জগতের সম্বন্ধ

প্রণব তাঁহার 'বহিরঙ্গা'-শক্তির পরিণাম-ক্রমে জগরূপ 'কার্য্যে' পরিণত হইলেও প্রণব ও জগৎ এক জাতীয় বস্তু নহে। যেমন, সর্প ও সর্পত্বক্ (খোলস); সর্প সর্পত্বকের কারণ হইলেও (অর্থাৎ সর্প স্বশক্তিক্রমে নিজেকে ত্বক্-রূপে পরিণত করিলেও) সর্প ও সর্পত্বক্ এক জাতীয় বস্তু নহে; সর্প—চেতন, সর্প-পরিত্যক্ত ত্বক্—অচেতন। সেইপ্রকার, জগৎ—জড়, প্রণব—চিৎ। জগৎ প্রণবের শক্তি-পরিণাম-জাত হইলেও উহা প্রণব হইতে বিজাতীয় বস্তু। কিন্তু বিজাতীয় বস্তু হইলেও উহা স্বয়ংসিদ্ধ বা প্রণব হইতে নিরপেক্ষ কোন স্বত্বন্ত্র বস্তু নহে। সুতরাং উহা দ্বারা প্রণবে বিজাতীয়-ভেদ কল্পিত হইতে পারে না, উহা অদ্বয়জ্ঞান-আশ্রিত বস্তু-বিশেষ।

প্রণবই সম্বন্ধতত্ত্ব

জড়বস্তুর উপর কালের প্রভাব; চিদ্বস্তুর উপর কালের প্রভাব নাই। প্রণবাত্মক ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির কালাধীনে বহির্বিকাশ-রূপ লীলা-কৈবল্য হইতেই ব্রহ্মপুরের বহির্দেশে শক্তি-পরিণাম-জাত জগতের উৎপত্তি।

আলোর রশ্মি ও ছায়া কখনও আলোর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না; আলোর আশ্রয়েই তাহাদের নিজ নিজ সত্তা। আলোর তটদেশে থাকে রশ্মি আর বহির্দেশে থাকে ছায়া। আলো কোনরকমেই বিকৃত হয় না, পরন্তু পূর্ণোজ্জ্বল-রূপে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। তদ্রূপ, প্রণবই যোনি (কারণ)-রূপে জীবসত্তা ও মায়াসত্তার মূল আশ্রয় হইলেও তিনি স্বয়ং কিছু জীব ও জগৎ হইয়া যায়েন না। তিনি স্বয়ংরূপে ব্রহ্মপুরে (তটাঙ্গে বা বহিরঙ্গে নহে) স্বমহিমায় স্বরূপশক্তির সহিত নিত্য বিলাসমান আছেন। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রণবের সহিত জীবের ও জগতের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। অতএব এই প্রণবই সম্বন্ধতত্ত্ব।

জীবের সম্বন্ধতত্ত্ব-বিস্মৃতি

প্রণবের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও কোন আগন্তুক কারণে জীব সেই সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াছে। জীব-চৈতন্য—অণুচিৎ ও প্রণবাশ্রিত। চেতন বলিয়া তাহাতে স্বতঃকর্তৃত্ব বা স্বাধীনতা-রূপ ধর্ম্ম আছে। এই স্বাধীনতার অপব্যবহারই সেই আগন্তুক কারণ। তাহার ফলে জীবচৈতন্য যে প্রণবাশ্রিত তত্ত্ববিশেষ, এই সত্যজ্ঞানের পরিবর্তে সে নিজেকে প্রণব হইতে নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া ধারণা করিয়াছে, কাজেই প্রণবের সহিত তাহার যে নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াছে।

শ্রুতিতে অভিধেয়-তত্ত্ব

কারণটী আগন্তুক বলিয়া তাহাকে অপসারিত করা সম্ভব। প্রণব বা ব্রহ্মের সহিত জীবের এই সম্বন্ধ-স্মৃতি কি-প্রকারে পুনঃ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে ? তদুত্তর —প্রণবের স্বরূপজ্ঞান হইলেই জীবের বিস্মৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান পুনঃ উদ্বুদ্ধ হইবে। এখন প্রশ্ন,—এই প্রণবকে জানিবার উপায় কি? তদুত্তরে শ্রুতি বলেন—

১। "ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ উদগীথম্ উপাসীত" (ছাঃ উঃ)—অর্থাৎ 'ওম'–এই অক্ষর-রূপী ব্রহ্মের উপাসনা করিবে।

২। **"সর্ব্বে বেদা যৎপদম্ আনমন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদ্ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম্ ইত্যেত।"** (কঠ উঃ)—ইহার মর্ম্মার্থ—বেদসমূহ যাঁহার পাদপদ্মে সম্যগ্ররূপে প্রণতি বিধান করেন, প্রাপ্তব্য-রূপে যাঁহাকে নিশ্চয় করেন, সমগ্র তপস্যাই যাঁহার কথা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাঁহাকে পাওয়ার জন্যই সমস্ত প্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য-রূপ ব্রত যাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই প্রতিপালিত হয়, তিনিই এই প্রণব বা ব্রহ্ম।

৩। "এতদ্ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম, এতদ্ হি এব অক্ষরং পরম্। এতদ্ এব হি অক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তৎ।" (কঠ উঃ)। ইহার অর্থ—'ওম্' এই অক্ষরই ব্রহ্ম; 'ওম্' এই অক্ষরই পরব্রহ্ম; ওঙ্কার-রূপ অক্ষরের স্বরূপ অবগত হইলেই যিনি যাহা চাহেন, তাহাই পাইতে পারেন।

৪। **"এতদ্ আলম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদ্ আলম্বনং পরম্। এতদ্ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোক মহীয়তে।"** (কঠ উঃ)। ইহার মর্ম্মার্থ—ব্রহ্ম-প্রাপ্তির যতপ্রকার আলম্বন আছে, 'ওঙ্কার'—এই অক্ষরই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পরম আলম্বন। এই আলম্বনকে অবগত হইলেই ব্রহ্মধামে মহীয়ান্ হইতে পারা যায়।

উল্লিখিত উপনিষদ্-মন্ত্রগুলি হইতে ইহাই নিষ্পন্ন হইল যে,—প্রণবকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই লাভ করিতে পারেন, সম্বন্ধজ্ঞানেও উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন। প্রণবকে জানিবার উপায় হইল—প্রণবের উপাসনা, ধ্যান, মনঃসংযোগ, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আলম্বন-রূপে আশ্রয় করা, প্রণবকে সর্বেশ্বর বলিয়া ধারণা করা, তপস্যা করা, ব্রহ্মধামে প্রণবকে লাভ করিয়া মহীয়ান্ হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করা।

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনেও এই অভিধেয়ের কথা অতি স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে, যথা—**"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।"** (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪) অর্থাৎ, সেই অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব-রূপ প্রণব বা ব্রহ্ম অধোক্ষজ হইলেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানগম্য না হইলেও সম্যক্ আরাধনার দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়। আবার, ছান্দোগ্য শ্রুতি সেই উপাসনার পদ্ধতির কথাও বলিয়াছেন, যথা— "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" (ছাঃ উঃ)'আমি শ্যাম হইতে শবলকে (শ্যামের বিলাস-বৈচিত্রীর আকর শ্রীরাধাকে) প্রাপ্ত হই, শবল (শ্রীরাধা) হইতে (অর্থাৎ শ্রীরাধার আনুগত্যে) শ্রীশ্যামসুন্দরকে প্রাপ্ত হই। অতএব এই সমস্ত সাধন বা উপদেশেই শ্রুতি অভিধেয়-তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন ।

শ্রুতিতে প্রয়োজন-তত্ত্ব

অতঃপর প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিষয়ে শ্রুতি কি বলিয়াছেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে।

১। **"স্বদেহমণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যান-নির্ম্মর্থনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ।"** (কৈঃ উঃ)—পণ্ডিত ব্যাক্তি স্বীয় দেহকে এক অরণি ও প্রণবকে অপর এক অরণি করিয়া ধ্যান-রূপ নির্ম্মর্থন-দ্বারা সংসার-পাশ দগ্ধ করেন।

২। **"যুঞ্জিত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্। প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ।"** (সঃ উঃ) অর্থাৎ, প্রণবই অভয় ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহাতে চিত্ত সমাহিত করিবে, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রণবে সমাহিত থাকে, তিনি (প্রণব-ব্যতীত দ্বিতীয় অভিনিবেশ না থাকায়) সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হয়েন।

৩। **"প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্। সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।।"** (মাঃ উঃ)—প্রণবকেই

ঈশ্বর বলিয়া জানিবে ; ধীর ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী ওঁকারকে জানিয়া শোকাতীত হয়েন।

৪। **“ওঁ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।”** (তৈঃ উঃ)—অর্থাৎ প্রণব রসস্বরূপ; এই প্রণবকে আশ্রয় করিলেই জীবাত্মা আনন্দী হইতে পারেন।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য-সমূহে সাধন বা উপাসনার ফলের কথাও বলা হইয়াছে। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন; ব্রহ্মধামে যাইয়া মহীয়ান্ হইতে পারেন; নির্ভয় ও লোকাতীত হইতে পারেন; আনন্দময় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সম্যক্ আরাধনার দ্বারা রসিক, ভাবুক ও আনন্দী হইতে পারেন। প্রীতি-রসানুপ্রাণিত হইয়া আস্বাদ্য ও আস্বাদক রস-স্বরূপ রসিক ব্রহ্মের উপাসনার ইহাই ফল। এইপ্রকার সাধন-ফলের কথা উল্লেখ- দ্বারা শ্রুতি প্রয়োজন-তত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন।

প্রণবই 'সাধন' ও 'সাধ্য'

প্রণবই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের ‘বাচক' বা নামও বটেন, সুতরাং নাম ও নামী যে অভেদ এবং সাধনের মধ্যে প্রণব বা ওঁ—এই বাচক-ব্রহ্মের কীর্ত্তনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন (কারণ, বাচক-ব্রহ্ম বা প্রণবে যে শব্দশক্তি, যাহা তাঁহাতে নিত্য আশ্রিত, সেই শব্দব্রহ্মের স্ফোট-শক্তি অর্থাৎ সম্বিৎশক্তি নির্ম্মৎসর কীর্ত্তনকারীর ভক্তি-বিভাবিত হৃদয়ে স্ফোটশক্তি-দ্বারা প্রণবের অর্থ বিস্তারক্রমে বাচ্য-ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করান), তাহা ব্রহ্মসূত্রের ফলাধ্যায়ের প্রথম সূত্র—**“ওঁ আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ”** (৪।১। ১) হইতেও জানা যায়। প্রণবের আবৃত্তি বা অনুকূল অনুশীলনই –‘সাধন’ ও ‘সাধ্য’।

প্রণবের এই অর্থই যে ‘গায়ত্রী’-মন্ত্রে আরও অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা আমরা “গায়ত্রীর অর্থ-বিচার” নামক প্রবন্ধাংশে আলোচনা করিব।

গায়ত্রীর অর্থ-বিচার

গায়ত্রীর রূপ

“তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।”—ইহাই মূল গায়ত্রী-মন্ত্র। কিন্তু ইহার আরও দুইটী অঙ্গ আছে—‘ব্যাহৃতি’ ও ‘শিরঃ’।

'ব্যাহৃতি'

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্—এইগুলি গায়ত্রীর ব্যাহৃতি। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে উল্লিখিত ৭টী শব্দকে ব্যাহরণ (উচ্চারণ) করিয়াছিলেন, সেই কারণে উক্ত সপ্তলোককে ‘ব্যাহৃতি' বলা হয়। পরব্রহ্ম (অপরা) শক্তির পরিণাম ক্রমে সপ্তলোক-রূপে নিজকে বিস্তার করেন। ইহাকেই ‘অপর ব্রহ্ম’ বলা হয়—ইহা ব্রহ্মের স্বয়ংরূপ বা পরব্রহ্ম-স্বরূপ নহে [“এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার এব” (প্রঃ উঃ) – হে সত্যকাম ! যাহা ওঙ্কার বলিয়া খ্যাত, তাহাই ‘পরব্রহ্ম’ ও ‘অপর ব্রহ্ম’]। শক্তি-সমন্বিত ব্রহ্ম শক্ত্যংশ-দ্বারা পরিণত হইলেও ‘কারণ’ হইতে ‘কার্য্য’ অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মশক্তি-পরিণত সপ্তলোককে (ব্যাহৃতিকে) ব্রহ্ম (অপর ব্রহ্ম) বলা হয়। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বয়ংসিদ্ধ কোন বস্তু না হওয়ায় এবং উহা ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া ব্রহ্মশক্তি-পরিণত ভূর্ভুবাদি ব্যাহৃতি-সপ্তককেও ‘উপচার’ হিসাবে ব্রহ্ম বলা হয়। ব্যাহৃতি- সপ্তকের মধ্যে আবার ‘ভূঃ’, ‘ভুবঃ’ ও ‘স্বঃ’–এই তিনটীকে মহাব্যাহৃতি বলা হয়। কারণ, এই ব্যাহৃতি-ত্রয় গায়ত্রীর অপর দুই অঙ্গ ‘ব্যাহৃতি’ও ‘শিরঃ’–এই উভয় অঙ্গেই আছে।

গায়ত্রীর ‘শিরঃ’

এক্ষণে আমরা গায়ত্রীর শিরঃ-স্বরূপ অপর অঙ্গের কথা বলিতেছি। “আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম, ব্রহ্ম, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, ওম্”–এইগুলি গায়ত্রীর শিরঃ-স্থানীয় অঙ্গ।

গায়ত্রীর পূর্ণাঙ্গ রূপ

তাহা হইলে প্রণব, ব্যাহৃতি ও শিরঃ-সমন্বিত গায়ত্রীর রূপ হইতেছে — "ওঁ ভূঃ, ওঁ ভূবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম, ওঁ তৎসবিত- বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ আপোজ্যোতী- রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।" ইহাই হইল গায়ত্রীর পূর্ণাঙ্গ রূপ।

গায়ত্রী-শব্দের অর্থ

"গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা" – অর্থাৎ যিনি তোমার গান বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকে তুমি ত্রাণ কর বলিয়া তোমার এই 'গায়ত্রী' নাম। পুনরায়, "**সা ইয়ং গয়াং স্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণা স্তত্রে ত্বং ততঃ স্মৃতা"** (বৃঃ আঃ উঃ ৫।১৪।৪)। ইহার ভাবার্থ—প্রাণ-সমূহকে ত্রাণ করে বলিয়া 'গায়ত্রী' এই নাম হইয়াছে। 'প্রাণাঃ'-পদদ্বারা শ্রুতি এক জীববাদ খণ্ডন-পূর্ব্বক জীবাত্মার অণুত্ব ও বহুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। 'গয়'-শব্দের অর্থ—প্রাণ।

গায়ত্রী-মন্ত্রের ভাষ্য

শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য উক্ত মূল গায়ত্রী-মন্ত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন, —"যঃ' সবিতা দেবঃ 'নঃ' অস্মাকম্ 'ধিয়ঃ' কর্ম্ম-ধর্ম্মাদি-বিষয়া বুদ্ধয়ঃ 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়েৎ 'তৎ'তস্য দেবস্য 'সবিতুঃ' সর্বান্তর্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য আত্মভূতং 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈরুপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সম্ভজনীয়ং 'ভর্গঃ' অবিদ্যা-তৎকার্য্যয়োঃ ভর্জ্জনাৎ 'ভর্গঃ' স্বয়ং জ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ 'ধীমহি' ধ্যায়েম"*

---

* 'যঃ' সবিতা দেব 'নঃ' আমাদের 'ধিয়ঃ' কর্ম্ম-ধর্ম্মাদি-বিষয়ক বুদ্ধিকে 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরিত করেন, 'তৎ' সেই সবিতা-রূপ দেবতার অর্থাৎ সর্বান্তর্যামি-রূপে প্রেরক, জগৎস্রষ্টা, পরমেশ্বরের আত্মভূত 'বরেণ্যং' অর্থাৎ সকলের দ্বারা উপাস্য-রূপে ও জ্ঞেয়-রূপে সম্ভজনীয় 'ভর্গঃ' (ভর্গকে) অর্থাৎ অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে ভর্জ্জিত করেন বলিয়া

ইহার মর্ম্মার্থ—আমরা তাঁহার স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ স্বপ্রকাশ তেজ বা শক্তিকে, যাহা সূর্য্যের ন্যায় নিজেকে এবং অপরকেও প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহাকে ধ্যান করিতেছি। সেই তেজের বৈশিষ্ট্য কি? না, পরব্রহ্মাত্মক তেজ (পরত্রখাই আত্মা অধিষ্ঠান যাহার, সেই তেজ বা শক্তি)। উক্ত তেজ স্বপ্নকাশ বলিয়া উহা পরব্রহ্মের চিৎশক্তি এবং পরব্রহ্মাই সেই শক্তির অধিষ্ঠান হওয়ায় উহা তাঁহার স্বরূপশক্তিও বটে। যাঁহাকে শ্রুতি **"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ"** (শ্বেঃ উঃ)—শ্লোকে স্বাভাবিকী পরা শক্তি-রূপে বলিয়াছেন।

'ভর্গ'-শব্দের অর্থ

গায়ত্রী-মন্ত্রের 'ভর্গ'-শব্দে পরব্রহ্মের তেজ বা স্বরূপশক্তির কার্য্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 'ভ্রজ্'-ধাতু হইতে 'ভর্গঃ' শব্দ নিষ্পন্ন। 'ভ্রজ্জ- ধাতুর অর্থ ভাজা বা পুড়াইয়া দেওয়া। প্রণব-রূপ দেবতার (দেবস্য) 'ভর্গঃ' বা তেজ ভাজিয়া বা পুড়াইয়া দেয়। অগ্নির তেজ যেমন ধান্যকে ভাজিয়া দেয় এবং সেই ভর্জ্জিত ধান্য হইতে আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইপ্রকার প্রণব-রূপ দেবতার 'ভর্গঃ'– তেজ বা স্বরূপশক্তিও অবিদ্যা বা মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তি, যাহা জীবচৈতন্যের স্বরূপ-স্মৃতিকে এবং প্রণব-রূপ দেবতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-স্মৃতিকে আবৃত করিয়াছে এবং মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি, যাহা জীবচৈতন্যে দেহাত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া তাহাতেই আবিষ্ট করিয়াছে—মায়ার এই বৃত্তিকে ভর্জ্জিত করিয়া জীবের প্রতি মায়ার প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশক্তিক করিয়া দিতে পারেন। তাহার ফলে জীবাত্মা অবিদ্যাপাশ হইতে সম্যগ্ররূপে মুক্ত হইয়া সম্বন্ধ-স্মৃতির উন্মেষক্রমে নিজেকে প্রণবের আশ্রিত-তত্ত্ব বলিয়া অবগত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

গায়ত্রী-মন্ত্রের অর্থ

যিনি 'ভর্গ'-রূপে কথিত, তাঁহাকে অর্থাৎ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মাত্মক তেজকে 'ধীমহি' আমরা ধ্যান করি।

অতঃপর মূল গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ কথিত হইতেছে—যে-সবিতাদেব (প্রণব বা পরব্রহ্ম) আমাদের কর্ম্ম ও ধর্ম্মাদি বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করেন, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর, যাঁহার স্বরূপভূত 'ভর্গ' বা তেজ (স্বরূপশক্তি) জীবের উপর প্রভাব বিস্তারকারিণী অবিদ্যা বা মায়ার কার্যকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে সমর্থ, সেই স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মাত্মক তেজকে এবং স্বাভাবিকী পরশক্তি-সমন্বিত প্রণবকে (শক্তি ও শক্তিমান্ এই যুগলরূপকে) ধ্যান করি।

"ধিয়ো য নঃ প্রচোদয়াৎ"

কিন্তু এই ধ্যান করিবার যোগ্যতা লাভ হইবে কি প্রকারে? তদুত্তরে বলা হইয়াছে—"ধিয়ো য নঃ প্রচোদয়াৎ"—অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিয়া সম্বন্ধী পরব্রহ্মের ধ্যান-রূপ উপাসনার বুদ্ধি তিনিই প্রেরণ করেন। গীতার ভাষায় বলা যায়—**"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে৷৷"**

ব্রহ্মগায়ত্রী ও কামগায়ত্রীর বৈশিষ্ট্য

প্রণব-ধ্যানকারী ও গায়ত্রীমন্ত্র জপকারী ব্রাহ্মণগণের সাধন-ভূমিকা প্রাকৃত সত্ত্বময় রাজ্যে অবস্থিত। সুতরাং সেস্থলে চিদাভাস মন ও বুদ্ধিবৃত্তিই হইল তাঁহাদের সাধনপথের পথ-প্রদর্শক। সত্ত্ব-গুণ চিদ্রাজ্যে প্রবেশের দ্বার-বিশেষ, অতএব তাহাকে যথার্থ চিদ্রাজ্য বলা যায় না। সত্ত্বগুণময় স্তর স্বচ্ছ বলিয়া তাহার মধ্য দিয়া নির্গুণ অধোক্ষজ-ভূমিকায় অবস্থিত বাস্তব সত্যবস্তুর সাপেক্ষ দর্শন হইলেও উহা নিরপেক্ষ বা ব্যবধানহীন দর্শন (শ্রীমদ্ভাগবতে যাহাকে 'নিরস্তকুহকং সত্যং' বলা হইয়াছে, তাহা) নহে।

যেমন, কোন কর্ম্মকার যখন তাহার কামারশালায় উত্তপ্ত লৌহখণ্ডকে লৌহমুদ্গর-দ্বারা আঘাত করে, তখন সেইস্থানে অবস্থিত ব্যক্তি লৌহের উপর আঘাত পড়িবা-মাত্রই সেই শব্দ তখনই শুনিতে পায়;

কিন্তু যে- ব্যক্তি কামারশালা হইতে দূরে অবস্থিত, তাহার কর্ণে ঐ শব্দ পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। তদ্রূপ, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় চিদ্রাজ্যে সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত ভগবদ্ভক্তগণ কামগায়ত্রীর দ্বারা যে রসময় আনন্দময় রসিকশেখর কামদেবকে সম্বন্ধ-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিরন্তর আহ্বান (কীর্ত্তন) করিতেছেন, তাঁহাদের সেই কাম- গায়ত্রীর কীর্ত্তন-ধ্বনিই খণ্ডকালে অবস্থিত সত্ত্বভূমিকায় সাধক ব্রাহ্মণগণের কর্ণে কাল-ব্যবধান-বশতঃ প্রণব ও গায়ত্রী-রূপে ধ্বনিত হইতেছে। কালের ব্যবধান ও ভূমিকা-ভেদই ইহার কারণ। সুতরাং প্রণব-মন্ত্র ও ব্রহ্মগায়ত্রী হইতেছেন কামগায়ত্রীরই যথাক্রমে অঙ্কুরিত ও মুকুলিত অবস্থাদ্বয়। দূরস্থিত শব্দের প্রতিধ্বনি যেমন দেশ, কাল ও পাত্রের ব্যবধানে দূর হইতে সুদূরবর্ত্তী স্থানে পৌঁছাইতে ক্রমশঃ বায়ুতরঙ্গে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ কামগায়ত্রীর প্রতিধ্বনি বিশুদ্ধসত্ত্বময় ভূমিকা হইতে অল্পদূরে প্রাকৃত সত্ত্বভূমিকায় অবস্থিত ব্রাহ্মণগণের কর্ণকুহরে 'প্রণব' ও 'ব্রহ্মগায়ত্রী'-রূপে প্রবিষ্ট হইলেও রজঃ ও তমঃ-ভূমিকায় অবস্থিত ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণের কর্ণে প্রণব ও গায়ত্রী-মন্ত্র প্রবিষ্ট হয় না। এই কারণেই তাহাদিগের প্রণব ও গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার শাস্ত্র দেন নাই ।

যাহা হউক, অতঃপর আমরা গায়ত্রী-মন্ত্রে যে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'-তত্ত্ববিজ্ঞান প্রণব-মন্ত্র হইতেও অধিকরূপে মুকুলিত হইয়াছে, তাহাই আলোচনা-মুখে শ্রুতিপ্রমাণ-দ্বারা স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইব ।

গায়ত্রীর ব্যাহৃতি-সম্বন্ধীয় আলোচনা

গায়ত্রীর ব্যাহৃতি-সম্বন্ধীয় আলোচনায় জানা যায় যে,–ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্—এই ৭টী ব্যাহৃতি-দ্বারা সপ্তলোক লক্ষিত হইয়াছে। প্রণবের অর্থে এই ব্যাহৃতি-সপ্তক 'ইদম্'-শব্দে ("ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরং ইদম সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্"—মাঃ উঃ ৬) কথিত হইয়াছে;

কেবল মাত্র নামোল্লেখ করা হয় নাই। গায়ত্রী প্রণবের অর্থ-বিস্তার বলিয়া ইহাতে তাহাদিগের নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

এই যে ব্যাহৃতি-সপ্তক, ইহাও প্রণব বা ব্রহ্মই; গায়ত্রীর সহিত এই ব্যাহৃতি-সপ্তকের উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম স্বশক্তি-দ্বারা সপ্তলোক-রূপে নিজেকে বিস্তার বা পরিণত করিয়াছেন; প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্ম স্বয়ং জগদ্রূপে পরিণত হয়েন নাই, কিন্তু যেহেতু ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি একই অদ্বয়তত্ত্ব-রূপে অবস্থিত, সেহেতু শক্তিপরিণামকেই ব্রহ্মের পরিণাম বলা হয়। ব্যাহৃতি-রূপ সপ্তলোক তাঁহা হইতে প্রকটিত বলিয়া তিনি 'সবিতা'। সেই সর্বান্তর্যামী পরব্রহ্মই আমাদের বুদ্ধির প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার অবিদ্যা -নিবর্ত্তিকা যে স্বরূপশক্তি (দেবস্য ভর্গঃ), তাঁহার ধ্যান আমরা করি।

গায়ত্রীর শিরঃ-সম্বন্ধীয় আলোচনা

অতঃপর গায়ত্রীর শিরঃ বা মস্তক-স্থানীয় বাক্যগুলিতেও যে প্রণব বা ব্রহ্মের স্বরূপের অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।— "আপো-জ্যোতি-রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্"

১। উক্ত মন্ত্রের—'আপঃ'-শব্দে ব্যাপকত্ব বুঝায়। প্রণব যে সর্ব্বব্যাপক, তাহা গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় এই 'আপঃ'-শব্দদ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে।

২। 'জ্যোতিঃ'-শব্দদ্বারা প্রকাশত্ব সূচিত হয়, সুতরাং প্রণব হইলেন স্বপ্রকাশিত চিদেকরূপ।

৩। 'রসঃ' অর্থাৎ এই প্রণব আস্বাদক-রসরূপে স্বয়ং রসিকব্রহ্ম এবং আস্বাদ্য-রসরূপে উপাসকের পরম আশ্রয়স্থানীয়, কারণ "রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"—ইহা শ্রুতিবাক্য।

গায়ত্রী—প্রণব-রূপ বীজের অঙ্কুর

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—গায়ত্রী যে প্রণব-রূপ বীজের অঙ্কুর বা অর্থবিস্তার, তাহা বলিবার সার্থকতা কোথায়? তদুত্তরে বলা যাইবে যে প্রণব-সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্য-সমূহে যে-সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ আছে, গায়ত্রী- মন্ত্রেও যদি সেই সেই বিষয়গুলিই স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই গায়ত্রীকে প্রণবের অর্থবিস্তার (অর্থাৎ অঙ্কুর) বলা যাইবে।

শ্রুতিতে প্রণব-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পাওয়া গিয়াছে, যথা—১। 'ইদম্' বা 'এতৎ' অর্থাৎ দৃশ্য জগৎ; ২। অপর ব্রহ্ম; ৩। পরব্রহ্ম; ৪। প্রণবের উপাসনা; ৫। উপাসনার ফল (ইদম্ ও এতৎ আশ্রয়ে গুণময় ভূমিকায়) অপরব্রহ্ম প্রাপ্তি; ৬। পরব্রহ্ম প্রাপ্তি; ৭। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি।

১। গায়ত্রীর 'ব্যাহৃতিই এই 'ইদম্' ও 'এতৎ'-এর বিবৃতি; ২। ব্যাহৃতিতেই অপর-ব্রহ্মের বিকাশ (যাহা 'ইদম্'-শব্দবাচ্য); ৩। গায়ত্রীর 'তৎ'–তাহা কালপরিণামী 'ইদম্'-শব্দবাচ্য বস্তু নহেন—তিনি স্ব-স্বরূপে জ্যোতিরভ্যন্তরে ব্রহ্মপুরে অবস্থিত। ৪। 'ধীমহি'-শব্দে উপাসনা বুঝাইতেছে; ৫। উপাসনা—ব্যাহৃতি-ধ্যানে বিশ্বরূপ-দর্শন বা অপর-ব্রহ্ম প্রাপ্তি-রূপ ফল; ৬। উপাসনা—গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় মহাব্যাহৃতি-ত্রয় (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ)—ইহা 'ইদম্' বা 'এতৎ'-শব্দবাচ্য সপ্তলোক নহে, পরন্তু ইহা ব্রহ্মপুর বা ব্রহ্মধাম। আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্ ও ব্রহ্ম—ইঁহাদিগের ধ্যানে বা উপাসনায় পরব্রহ্ম প্রাপ্তি-রূপ ফল; ৭। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি—ইহা শিরঃস্থানীয় 'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ'-র অন্তর্গত কালাতীত ব্রহ্মপুর। উপাসনা-কালে এই ব্রহ্মধামে স্বশক্তি-বিলসিত পরব্রহ্মের লীলাকৈবল্য ধ্যানেই আত্মার পরাগতি সিদ্ধ হয়—ইহা 'প্রয়োজন-তত্ত্বে'র অন্তর্ভুক্ত বিষয় ।

গায়ত্রীতে সম্বন্ধ-তত্ত্ব

প্রণব-সম্বন্ধে শ্রুতিতে যাহা 'ইদম্' ও 'এতৎ' এবং 'ভূতং ভবদ্-ভবিষ্যৎ' (ওমিত্যেতদক্ষরং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্

ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব—মাঃ উঃ) বাক্যে ইঙ্গিতে মাত্র উক্ত হইয়াছে, গায়ত্রীর ব্যাহৃতিতে তাহাই স্পষ্ট করিয়া কথিত হইয়াছে যে—ভূর্ভুবাদি সপ্তলোকই শ্রুতি-কথিত ‘ইদম্’-শব্দবাচ্য। সুতরাং গায়ত্রীতে ইহাই সম্বন্ধ-তত্ত্ব অর্থাৎ বিশ্বরূপান্তর্গত ‘ইদম্’ বা ‘এতৎ সর্ব্বম্’-জ্ঞান হইতে প্রথমে অপর-ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হয়। ব্যাহৃতি-বিচারে আপেক্ষিক জ্ঞানে এইখানেই সম্বন্ধতত্ত্বের প্রাথমিক পরিচয় ।

প্রণব-সম্বন্ধে শ্রুতির **“যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতম্”** (“ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব।”—মাঃ উঃ) বাক্যে যে-বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহাই গায়ত্রীর শিরঃস্থানীয় বাক্যসমূহে (আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দে) তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। প্রণব-সর্ব্বব্যাপক, স্বপ্রকাশ, চিদেকরূপ, আস্বাদক ও আস্বাদ্য। জীবাত্মা প্রণব বা ব্রহ্মের দিব্যজ্ঞানাশ্রয়ে উপাসনা-ফলে ভাব-ভূমিকায় প্রণবের যে-পরিচয় লাভ করেন, তাহাই পরব্রহ্মপুরে (গোলোকে) স্বয়ংরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত পরশক্তি- বিলসিত পরব্রহ্ম; এই পরব্রহ্মই প্রকৃত **সম্বন্ধতত্ত্ব।**

তৃতীয় মানের সত্ত্বভূমিকায় অবস্থিত মুমুক্ষু জীব প্রথমে ‘ইদম্’ ও ‘এতত্’ আশ্রয়ে ‘অপর-ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করেন—শ্রুতি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই “যতো বা ইমানি ভূতানি” শ্লোক, বেদান্তে “জন্মাদস্য যতঃ” প্রভৃতি বাক্য-দ্বারা ‘অরুন্ধতি-ন্যায়' অনুসারে ক্রমপথে 'অপর-ব্রহ্ম'-জ্ঞান হইতে ‘পরব্রহ্ম’-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও সম্বন্ধজ্ঞানের প্রাক্কালে 'ইদম্' ও 'এতৎ'-এর কথা বলিয়াই সাধককে সাপেক্ষ জ্ঞান-ভূমিকা হইতে নিরপেক্ষ পরম গুহ্য পরব্রহ্ম-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তাই **'জন্মাদস্য যতোহন্বয়াৎ'** বলিয়াই পরক্ষণেই বলিতেছেন—**“ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্য পরং ধীমহি”**। অর্থাৎ ব্যাহৃতি-সপ্তকের আশ্রয়ে যে ‘অপর-ব্রহ্ম' জ্ঞান, তাহা

কুহকাবৃত ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু মহাব্যাহৃতি, যাহা গায়ত্রীর শিরঃ-স্বরূপ (আপঃ, জ্যোতিঃ, রসঃ, অমৃতম্, ব্রহ্ম প্রভৃতি), তাহা পরব্রহ্মপুরে নিখিল কল্যাণ-গুণগণ-দ্বারা অলঙ্কৃত পরব্রহ্মের স্বয়ংরূপ— **"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্য পরং ধীমহি"।** অপর-ব্রহ্ম বিষয়ক ভাবনা-বর্ণ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারিতা-পূর্ণ তূরীয় ভাব-ভূমিকায় এই সে-পরব্রহ্মের অনুভাবাত্মক ধ্যান বা দর্শন, যাহার ফলে তাঁহাকে আস্বাদক ও আস্বাদ্য রস-রূপে জানা যায়—**এই পরব্রহ্মই প্রকৃত সম্বন্ধতত্ত্ব।**

গায়ত্রীতে অভিধেয়-তত্ত্ব

প্রণবের অর্থে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানে তাঁহার কোন্ বৈশিষ্ট্যের উপাসনা করিতে হইবে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু গায়ত্রীতে তাহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। উপাসনা (ধ্যান) করিতে হইবে —প্রণবের ভর্গের বা তেজের অর্থাৎ স্বরূপশক্তির; কারণ, এই তেজ বা ভর্গঃ —সকলের উপাস্য, জ্ঞেয় ও ভজনীয়, যেহেতু, এই তেজ—মায়ার যে-কার্য্য জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করা, তাহা ভর্জিত বা নিবীর্য্য করিয়া দিতে সমর্থ। 'ব্যাহৃতি'-স্থানীয় সপ্তলোক প্রণবের অভিব্যক্তি অর্থাৎ তাহা 'অপর ব্রহ্ম' হইলেও মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে ধ্যেয় নহে—তাঁহার পক্ষে প্রণবের ভর্গই ধ্যেয়, যাহার ফলে জীবাত্মা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করেন।

যাঁহারা 'অপরব্রহ্ম' লাভ-রূপ ফল কামনা করেন অর্থাৎ 'ব্যাহৃতি'-কথিত সপ্তলোকের নশ্বর সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মপুরের বহির্দেশে প্রণবের যে বহিরঙ্গা শক্তি আছে, তাঁহার ধ্যানে 'অপরব্রহ্ম' প্রাপ্ত হইতে পারেন; সেই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন —**"যো যদ্ ইচ্ছতি তস্য তং"** (কঠ উঃ)। ইহাই অভিধেয় তত্ত্ব।

গায়ত্রীতে প্রয়োজন-তত্ত্ব

প্রণবের অর্থে উপাসনার ফলের কথাও ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে, যথা—**"যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্। প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ।" "ওঁ রসো বৈ সঃ। রসঃ হোবায়ং লানন্দী ভবতি"** (তৈঃ উঃ) প্রভৃতি।

গায়ত্রীতে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে— **'ভর্গ দেবস্য ধীমহি',** এই বাক্যে; কারণ, অবিদ্যা ও তাহার প্রভাবের সম্যক্ অপসারণই ব্রহ্মতেজ বা স্বরূপশক্তির ধ্যানের মুখ্য ফল। অবিদ্যার প্রভাব-কর্তৃক জীব কালাধীন হইতেছে এবং ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধের কথাও ভুলিয়াছে। অবিদ্যা অপসারিত হইলেই জীব কালের প্রভাবের বাহিরে যাইতে সমর্থ হইবে অর্থাৎ তাঁহার কালাধীনে পুনঃ পুনঃ গতাগতি স্থগিত হইবে যাহার ফলে কালাতীত স্বরূপশক্তি-প্রকটিত ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হইয়া পরব্রহ্মে আশ্রয় লাভপূর্ব্বক তাঁহার সেবার দ্বারা ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হইতে পারিবেন ।

গীতার ভাষায় (৮।১৬) বলিতে গেলে বলা যায়,—

"আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

সুতরাং গায়ত্রীতে প্রণবের অর্থবিকাশ-সম্বন্ধীয় আলোচনায় জানা গেল যে, প্রণবের অর্থ যাহা শ্রুতিমন্ত্র-সমূহে ইঙ্গিতে লক্ষিত হইয়াছে, গায়ত্রী-মন্ত্রে তাহাই বিশেষরূপে বিবৃত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। বেদবৃক্ষের বীজ প্রণব-রূপ বীর্য্য গায়ত্রী-রূপা মাতার গর্ভে অঙ্কুরিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ ফল (চতুঃশ্লোকী) প্রসব করিয়াছে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীর মায়াবাদী শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের সহিত বেদান্তবিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়।"

অতঃপর আমরা “চতুঃশ্লোকীর অর্থ-বিচার”-শীর্ষক আলোচনায় প্রদর্শন করিব যে, প্রণবের অর্থই শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে সুষ্ঠুভাবে বিবৃত হইয়াছে।

চতুঃশ্লোকীর অর্থ-বিচার

চতুঃশ্লোকী-প্রকাশের রহস্য

সৃষ্টি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মা ভগবানের নাভিনালে তাঁহার স্রষ্টাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে থাকেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সপার্ষদ দর্শন দান করিলেন। ব্রহ্মা তখন শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রণতিবিধান-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট চারিটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন—

১। আপনার স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ কীদৃশ? ২। আপনার মায়া কি বস্তু? ৩। মায়া-সহযোগে আপনার লীলাতত্ত্ব কিপ্রকার? ৪। কি উপায়ে এই সমস্ত তত্ত্বের জ্ঞান লাভ হইতে পারে?

ব্রহ্মার এই প্রশ্ন-চতুষ্টয়ের উত্তরে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে যে তত্ত্বোপদেশ করেন, তাহাই ‘চতুঃশ্লোকী' বলিয়া খ্যাত।

“কৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ, ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি।
নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহেন ব্যাসদাস, পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি।।”

—ইহাই ব্রহ্ম-মাধ্ব গুরুপরম্পরা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রিত ভক্তগণের শ্রীমদ্ভাগবতই সাধন ও ভজনরাজ্যে প্রধান অবলম্বন। শ্রীব্রহ্মা উক্ত ভাগবত-বাণীর প্রথম শ্রোতা। তাঁহার নিকট হইতে নারদ, ব্যাস ও শ্রীমধ্ব ভাগবত-আন্নায়-পারম্পর্য্যে উক্ত বাণী প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত আন্নায়েই নিরস্ত- কুহক বাস্তবসত্য ভাগবত-বিজ্ঞান প্রবাহিত, সুতরাং যাঁহারা নিজদিগকে শ্রীশ্রীগৌর-পদাশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিয়াও এই ব্রহ্ম-মধ্বান্নায়

অস্বীকার করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সত্য হইতে বঞ্চিত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভাষায় তাঁহারা “কলির গুপ্তচর”।

শ্রীমদ্ভাগবত—ব্রহ্মসূত্র ও গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব বিভিন্ন উপনিষদের আপাত প্রতীয়মান বিরোধ- সমূহের সমন্বয়-স্থাপনোদ্দেশ্যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন রচনা করেন। অতঃপর তিনি শ্রীনারদের নিকট হইতে ‘চতুঃশ্লোকী' প্রাপ্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন—‘ব্রহ্মসূত্রে আমি যাহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিলাম, ভগবৎকথিত এই চতুঃশ্লোকীর তাৎপর্য্যও তাহাই।' তখন তিনি চতুঃশ্লোকীর মর্ম্মাবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং ইহা গায়ত্রীরও ভাষ্যস্বরূপ।—

“অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।।” (গরুড় পুঃ)

চতুঃশ্লোকী-উপদেশের পূর্ব্বে কৃত মুখবন্ধ

ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী উপদেশের পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ মুখবন্ধ-স্থানীয় আরও দুইটী শ্লোক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, (ভাঃ ২।৯।৩০-৩১)—

“জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-জ্ঞান-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।”

“উক্ত বিষয়গুলি আমার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে যথার্থ অনুভব হউক্।” শাস্ত্রাদি আলোচনা-পূর্ব্বক তত্ত্বাদি-সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তির সহযোগে যে-জ্ঞান জন্মে, তাহা আপেক্ষিক বা পরোক্ষ জ্ঞান—এই জ্ঞানের স্থান মস্তিষ্ক, তাহা হৃদয়কে স্পর্শ করে না। কিন্তু ভগবদনুগ্রহে অথবা মহৎকৃপায় যখন বৈকুণ্ঠ-শব্দবিজ্ঞান প্রকৃত নির্ম্মৎসর তত্ত্বপিপাসুর

কর্ণপথে প্রবিষ্ট হইয়া অনুভবাত্মক হৃদয়ে স্থান লাভ করে, তখন ঐসকল শব্দের স্ফোটশক্তি সম্বিৎশক্তির অনুগ্রহ-পুষ্ট হইয়া হৃদয়ে প্রকৃত অর্থবিস্তার-ক্রমে তাঁহাকে অনুভব করান। হৃদয়বৃত্তির নির্ম্মলতার তারতম্যানুসারে (“ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।”) ক্রমপথে অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়পথে অনুভব হয়।

যাহা হউক্, এইপ্রকার উপক্রম করিয়া শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে তাঁহার প্রার্থিত বিষয়-চতুষ্টয় চতুঃশ্লোকীতে কীর্ত্তন করেন।

চতুঃশ্লোকীর ১ম শ্লোক

“অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।”(ভাঃ ২।৯।৩২)

উক্ত শ্লোকে ‘অগ্রে অহম্ এব আসম্’—এই বাক্যের “অগ্রে”-পদে সৃষ্টি ও সৃষ্টির সূচনারও আগে বুঝায়। ভগবানের ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টির সূচনা, তৎপরে মায়ার প্রতি দৃষ্টি এবং অবশেষে প্রকৃতির বিক্ষোভাদি। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা মহাপ্রলয়—এই মহাপ্রলয়কে লক্ষ্য করিয়াই “অগ্রে অহমেব আসম্”—এই বাক্য বলা হইয়াছে; অর্থাৎ মহাপ্রলয়-কালেও স্বধাম ও স্বপরিকর-সহ আমি নিত্যলীলা-বিলাসী ছিলাম ও আছি। ‘এব’-শব্দদ্বারা বুঝা যায়, চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডাদি তখন ছিল না।

মহাপ্রলয়-কালে শ্রীভগবানের কোন বহিরঙ্গলীলা থাকে না বটে, কিন্তু নিজ পরিকর-বর্গের সহিত স্বরূপশক্তির বিলাসক্রমে প্রকটিত তাঁহার অন্তরঙ্গ- লীলা চিন্ময় নিত্যধামে নিত্যকাল চলিতে থাকে। লীলার অস্তিত্বের আরও একটী শ্রুতি-প্রমাণ — **“একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি।”** শ্রুতির এই বাক্যে জানা যায়—পরব্রহ্ম একই বিগ্রহে নানারূপ ধারণ করেন এবং উক্ত রূপগুলি রসস্বরূপ রসিক ব্রহ্মের অনন্ত রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তবিগ্রহ। মহাপ্রলয়ে ভগবান্ যে সংহত-শক্তিক নির্ব্বিশেষ

ব্রহ্মরূপে ছিলেন না, নিত্যলীলা-বিলাসী সবিশেষ শ্রীভগবান্-রূপেই ছিলেন – 'অহম্'-শব্দদ্বারা তাহাই সূচিত হইয়াছে।

শ্রুতি বলিতেছেন—**"আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ পুরুষাবিধঃ", "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ", "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ না ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ"।**

প্রণবের এক অংশের অর্থ—পরব্রহ্ম। গায়ত্রীর শিরোভাগে পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোকের কথা বলা হইয়াছে এবং চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকের "অহমেবাসমেবাগ্রে"—বাক্যে ও গায়ত্রী-কথিত পরব্রহ্মই যে 'ভগবান্'- শব্দবাচ্য, সেই অর্থই বিবৃত হইয়াছে; যেহেতু চতুঃশ্লোকী—প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থবিস্তার।

প্রণবের অর্থে ব্রহ্মকে 'সর্ব্বেশ্বর', 'সর্ব্বজ্ঞ', 'সর্ব্ববিৎ' 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি, গায়ত্রীতে তাঁহাকে 'সবিতা' এবং তাঁহার 'ভর্গ' বা তেজ অর্থাৎ শক্তির কথা বলাতে প্রণব বা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রণবে উক্ত সবিশেষত্বের কথা ইঙ্গিতে, গায়ত্রীতে কিঞ্চিৎ স্ফুটরূপে এবং চতুঃশ্লোকীতে উহা অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে।

"নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্"—চতুঃশ্লোকীর এই বাক্যের অর্থ হইতেছে—'সৎ' অর্থাৎ স্থূল জগৎ, 'অসৎ' অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগৎ; মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বেই স্থূল জগৎ পঞ্চ মহাভূতে, সূক্ষ্ম জগৎ মহত্তত্ত্বাদিতে এবং মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায় এবং প্রকৃতি কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুতে লীন হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ে স্থূল এব সূক্ষ্ম জগৎ ও তাহাদের কারণ প্রকৃতিও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট-রূপে বর্তমান ছিল না। প্রকৃতি-সহ তৎসমস্তই আমাতে (আমার স্বরূপ-বিশেষ কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুতে) লীন ছিল।

'পরং অন্যৎ ন'—স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের 'পর' (অতীত) অর্থাৎ জড়াতীত চিৎ অর্থাৎ চিন্মাত্রসত্তা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। কেহ যদি বলেন,

মহাপ্রলয়ে একমাত্র সর্ব্বব্যাপক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ছিলেন—এইপ্রকার উক্তির প্রতিষেধেই ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—‘পরং অন্যৎ ন’—অর্থাৎ সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাও আমা হইতে পৃথক্ তত্ত্বান্তর নহে, তাহা আমারই আবির্ভাব-বিশেষ।

‘পশ্চাদহম্’-অর্থে প্রাকৃত সৃষ্টির পরেও আমিই থাকি। ব্রহ্মাণ্ডে ও প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামি-রূপে (আমার অংশ-বিশেষ দ্বারা) আমি অবস্থান করিলেও আমার স্বয়ংরূপে (পরংব্রহ্ম-স্বরূপে) পরিকরগণের সহিত নিত্য চিন্ময়ধামে আমি নিত্যলীলা-বিলাসী।

চতুঃশ্লোকী-মধ্যে প্রণব ও গায়ত্রী-কথিত সম্বন্ধতত্ত্ব

প্রণবোক্ত পরব্রহ্মের পরিচয় এই পর্যন্ত। জগৎ যে কালাধীন এবং তাহার বাহিরেও যে কালাতীত ব্রহ্মের পরিচয় প্রণবের অর্থে পাওয়া গিয়াছে, চতুঃশ্লোকীর ‘পশ্চাদহম্’-বাক্যে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। প্রণবের অর্থে—**“সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্”** (মাঃ উঃ) অর্থাৎ ‘ইনিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিলয়-স্থল' এবং গায়ত্রীর ‘সবিতা’-শব্দের অর্থ চতুঃশ্লোকীর এই ‘পশ্চাদহম্’ বাক্যে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থের বিবৃতি।

প্রণবের অর্থে যাহা ‘ইদম্’ ও ‘এতৎ’-শব্দে কথিত, গায়ত্রীর ‘ব্যাহৃতি’তে তাহাই স্পষ্ট করিয়া ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সপ্তলোক-রূপে বর্ণিত, সুতরাং উহাও ব্রহ্মই, কিন্তু ‘অপর-ব্রহ্ম’। প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থ-বিস্তার চতুঃশ্লোকীর ‘যদেতচ্চ’-বাক্যেই স্ফুটভাবে বিবৃত হইয়াছে। অতএব ইহা প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থের বিবৃত-স্বরূপ।

শ্রুতিতে **“সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম”**—বাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, উক্ত ‘যদেতচ্চ’-বাক্যের ব্যঞ্জনাও তাহাই। ‘আমি ব্যতীত যখন অন্য কিছুই নাই,

তখন প্রণব-কথিত 'ইদম্' ও 'এতৎ' এবং গায়ত্রীর 'সবিতা'-শব্দে উক্ত এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডও আমিই,– যেহেতু 'কারণ'হইতে 'কার্য্য'অভিন্ন। তথাপি সূর্যকিরণ যদ্রূপ সূর্য্য হইতে ভিন্ন নয় কিন্তু কিরণ হইতে সূর্য্য ভিন্ন, তদ্রূপ প্রণবোক্ত 'ইদম্' ও 'এতৎ' এবং গায়ত্রীতে উক্ত 'সবিতা' আমা হইতে ভিন্ন না হইলেও আমি স্বয়ং কিছু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বা লোকসপ্তক নহি। প্রণবের অর্থে ও গায়ত্রীর ব্যাহৃতিতে যে 'অপর-ব্রহ্মের কথা জানা গিয়াছে,চতুঃশ্লোকীর এই 'যদেতচ্চ'-বাক্যে তাহাই পরিস্ফুট-ভাবে জানা গেল।

প্রণব ও গায়ত্রীর ন্যায় চতুঃশ্লোকীর এই প্রথম শ্লোকে জানা যাইতেছে, শ্রীভগবান্ ব্যতীত স্বয়ংসিদ্ধ নিরপেক্ষ সত্তাবিশিষ্ট কোনও পৃথক্ বস্তু নাই। তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূল কারণ, সুতরাং জগতের ও জীবের সহিত তাঁহার একটী নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায় **তিনিই সম্বন্ধতত্ত্ব।**

চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোক

"ঋতেহর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।"

(ভাঃ ২।৯।৩৩)

'ন প্রতীয়েত আত্মনি'—ভগবানের সহিত সম্বন্ধহীনভাবে অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয়ব্যতীত যাহা নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই 'মায়া'-শব্দবাচ্য।

'অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত'—প্রতীতি-শব্দে অনুভব বা আভিমুখ্যে গমন বুঝায় অর্থাৎ বাস্তব ভগবদুন্মুখতা। সম্বন্ধজ্ঞান স্ফুরিত না হইলে এই

প্রতীতি অর্থাৎ অনুভব হয় না। যেখানে ভগবদনুভব নাই, সেইখানেই মায়ার অনুভব।

'যথা আভাসঃ যথা তমঃ'; আভাস—জীবমায়া, তমঃ—গুণমায়া। সূর্য্য হইতে দূরস্থিত জলে সূর্য্যের কিরণজালকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাই 'আভাস'-শব্দবাচ্য। প্রতিবিম্ব বিম্বের বাহিরেই প্রকাশিত হয়, মায়াও তদ্রূপ শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের (চিন্ময়ধামের বহির্ভাগে থাকে। সেইজন্য মায়াশক্তিকে 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলা হয়। ভগবানকে আশ্রয় করিয়া মায়া প্রকাশিত হয়। তিনি যখন সৃষ্টির কারণশক্তির বিকাশ করেন, তদাশ্রয়ে মায়ার আত্মপ্রকাশ; মহাপ্রলয়ে যখন উক্ত শক্তি বিকাশ করেন না, তখন মায়ারও অভিব্যক্তি থাকে না। সূর্য্যের প্রতিবিম্বের যে-প্রকার স্বতঃপ্রকাশ নাই, মায়ারও তদ্রূপ স্বতঃপ্রকাশ নাই।

আলোক ও তাহার অভিব্যক্তি-স্থানে যেপ্রকার অন্ধকার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় ভগবদ্ধামের বহির্ভাগেই মায়ার প্রকাশ। একমাত্র জ্যোতিরাত্মক চক্ষুঃ-ইন্দ্রিয়-সাহায্যেই অন্ধকারের অনুভব হয়, অন্য কোন ইন্দ্রিয়-সাহায্যে হয় না, সুতরাং জ্যোতির আশ্রয়েই অন্ধকারের প্রতীতি। জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত মায়া নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না। সূর্য্য-প্রতিবিম্ব এবং অন্ধকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে যেমন বিম্ব-স্থানীয় সূর্য্য ও জ্যোতিঃস্থানীয় আলোক দর্শন হয় না, তদ্রূপ মায়া-নিবিষ্ট থাকিলে অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি (বিবর্ত্ত-জ্ঞানাশ্রয়ে) ও ভোগ্য- বস্তুতে আসক্তি থাকিতে ভগবৎপ্রতীতি বা অনুভব হইতে পারে না।

আলোর কিরণের সাহায্যেই যেমন আলো হইতে দূরদেশে অবস্থিত অন্ধকারের প্রতীতি হইতে পারে, তদ্রূপ ভগদনুভব হইলেই ব্যতিরেকভাবে যাহা ভগবৎশব্দবাচ্য নহে, সেই মায়াকেও ভগবদপাশ্রিত তত্ত্বরূপে জানা যায়।—

**"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।"**

(ভাঃ ১।৭।৪)

প্রণবের অর্থে বুঝা গিয়াছে, জীব নিজ স্বরূপজ্ঞান ও পরব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছে; তাই শ্রুতি উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন —**"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"** কিন্তু কি কারণে এই স্বরূপ ও সম্বন্ধজ্ঞান হারাইয়াছে, প্রণবের অর্থে তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় নাই। কিন্তু গায়ত্রীর 'ভর্গঃ'-শব্দে পরব্রহ্মের তেজ বা শক্তির কথা এবং উক্ত তেজের মায়া ও তাহার কার্য্যকে ভজ্জিত করিয়া দিবার যোগ্যতার কথাও জানা গিয়াছে, আর চতুঃশ্লোকীর ২য় শ্লোকে অতি পরিষ্কৃতভাবে সেই মায়া ও তাহার কার্য্যের পরিচয় অর্থাৎ জীবমায়া ও গুণমায়া-রূপে জীবাত্মার উপর তাহার প্রভাব বিস্তারের কথা জানা গেল। এই কারণেই ইহাকে প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থ-বিবৃতি বলা যাইবে।

চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোক

**"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেচ্চাবচেম্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেম্বহম্।।"** (ভাঃ ২।৯।৩৪)

মহাভূতসকল যেমন দেব-মনুষ্যাদি প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, সেইপ্রকার আমিও সকল প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত। ভগবান্ অন্তর্যামি-রূপে প্রতি জীবের ভিতরে আছেন, আবার তাহার বাহিরে বৈকুণ্ঠ ও গোলোকাদি ধামেও আছেন। শ্লোকের "তেষু নতেষু অহম"—এই পাঠে 'নতেষু'-র অর্থ প্রণতজনগণ-মধ্যে—অর্থাৎ যাঁহারা **"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। নিষ্কিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।"**—সেই প্রেমিক ভক্তগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। রহস্যযুক্ত 'তেষু'-পদে ভগবানের নিকট নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের প্রিয়তমত্ব সূচিত হইতেছে। শ্রীভগবানের আনন্দবর্দ্ধন ব্যতীত যাঁহারা অন্য কিছুই

জানেন না, 'তেষু নতেষু' বাক্যাংশে সেই প্রেমিক ভক্তগণের কথাই ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন ।

অন্তর্যামি-রূপে ত' আমি সর্ব্ব প্রাণীর ভিতরে আছি, কিন্তু প্রেমিক-ভক্ত- গণের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-ভাবময় হৃদয়ে আমার স্বয়ংরূপের (রসিকশেখর কৃষ্ণস্বরূপের) অনুভব জন্মাইয়া সেইখানেই অবস্থান করি অর্থাৎ প্রেমিকভক্ত-গণের হৃদয় কখনই আমার অনুভব-শূন্য অবস্থায় থাকে না। অন্য প্রাণীর মধ্যে আমি নির্লিপ্তভাবে কেবল সাক্ষি-স্বরূপে উদাসীন-ভাবে অবস্থান করি। কিন্তু রসিকভক্তগণের হৃদয়স্থিত প্রেমরস আস্বাদন করিবার লোভে আমি স্বয়ংরূপে সেখানে প্রবিষ্ট হই (কেবল অন্তর্যামি-রূপে নহে) এবং আমার স্বরূপশক্তি-গত আনন্দ-দ্বারা সেই প্রেমিক ভক্তগণকেও ("ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ") আনন্দ অনুভব করাই। ইহাই প্রেমের স্বভাব,—"**বিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন্দ**"। এই প্রেমভক্তিই 'রহস্য'-শব্দবাচ্য। চতুঃশ্লোকীতে ইহাই প্রয়োজন-তত্ত্ব রূপে বিস্তৃত।

চতুঃশ্লোকীর চতুর্থ শ্লোক

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনা।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।।"

(ভাঃ ২।৯।৩৫)

'তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা'—এই বাক্যের অর্থে শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ বলেন—"তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা" অর্থাৎ শ্রীভগবানের যথার্থ-অনুভব-লাভেচ্ছু । সেই তত্ত্বজ্ঞান-লাভহেতু এমন এক উপায়ের কথা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পরিপ্রশ্ন-মুখে নিবেদন করিতে হইবে, যাহা বিধি ও নিষেধ-মুখে সকলের পক্ষে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায় হইবে। উক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরম 'রহস্য' ভগবৎপ্রেমের অঙ্গস্বরূপ ক্রমলব্ধ 'সাধনভক্তি'র উপদেশ করিয়াছেন। এই সাধনভক্তি

প্রয়োজন-সাধক বলিয়া নিজেও ‘রহস্য’। উপায়-স্বরূপ সাধনভক্তিতে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অন্য-নিরপেক্ষতা, সার্ব্বত্রিকতা ও সদাতনত্ব সিদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন সিদ্ধির নিশ্চিত উপায়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—এই চারিটী উপায়ের কথা শাস্ত্রে অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, যথার্থ ভগবদনুভবের পক্ষে উক্ত চারিটী উপায়ই কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিত উপায়? এই প্রশ্নের সমাধানে বিচার্য্য বিষয় হইবে যে, উক্ত উপায়সমূহে ১। অন্বয়-বিধি, ২। ব্যতিরেক-বিধি, ৩। অন্য-নিরপেক্ষতা, ৪। সার্ব্বত্রিকতা ও ৫। সদাতনত্ব—এই পাঁচটী লক্ষণ আছে কি না? যে-উপায়ে এই লক্ষণ পঞ্চকের কোন ত্রুটির অভাব থাকিবে, তাহাকে নিশ্চিত উপায় বলা যাইবে না। বিশেষতঃ প্রয়োজন-তত্ত্বরূপে চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোকে যে প্রেমার কথা বলা হইয়াছে, তাহা কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানমার্গের সাধনে দুর্ল্লভ। ভক্তি- সম্বন্ধে অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় বিধিই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভক্তি পরম স্বতন্ত্রা বলিয়া অন্য-নিরপেক্ষা। ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা ও সদাতনত্ব সিদ্ধ, কারণ শ্রুতি বলেন **—“ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।”**

যথার্থ ভগবদনুভবের পক্ষে যে প্রেম অপরিহার্য্য, ভক্তিমার্গের সাধনেই মাত্র তাহা সুলভ, অতএব দেশ-কাল-পাত্র-দশা নির্ব্বিশেষে ভক্তি-সাধনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত উপায়। সুতরাং ইহাই অভিধেয়-তত্ত্ব।

প্রবন্ধের উপসংহারে

প্রণব, গায়ত্রী ও চতুঃশ্লোকীতে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব

অতঃপর আমরা প্রণব, গায়ত্রী ও চতুঃশ্লোকীর সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের পরিচয় এবং প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতে কিপ্রকারে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শন-মুখে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। সম্বন্ধতত্ত্ব-পরিচয় — ক) পরব্রহ্ম, অপরব্রহ্ম ও তাঁহার বিকাশ; অপরব্রহ্মের পরিচয়—প্রণবে 'ইদম্' ও 'এতৎ'; গায়ত্রীতে—ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক; চতুঃশ্লোকীতে—স্থূল ও সূক্ষ্মজগৎ, প্রধান 'সদসৎ পরম'। পরব্রহ্মের পরিচয়—প্রণবে কালাতীত, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্ব্বযোনি, জগৎকারণ ও সবিশেষ; গায়ত্রীতে—জগৎকারণ, মায়ানিরসনকারী তেজঃসম্পন্ন, বুদ্ধির প্রেরক অন্তর্যামী; চতুঃশ্লোকীতে—সপরিকর স্বীয় নিত্যধামে নিত্যলীলা-বিলাসী, মায়ার নিয়ন্তা, ভক্তবশ্য, প্রেমবশ্য। আবার চতুঃশ্লোকীর বিস্তার শ্রীমদ্ভাগবতে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনন্ত ভগবৎ- স্বরূপের মূল অবতারী। গায়ত্রীর শিরোভাগে যে 'রস'-স্বরূপের উল্লেখ আছে এবং প্রণবের অর্থেও যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলা হইয়াছে—আস্বাদক ও আস্বাদ্য রসরূপে শ্রীকৃষ্ণই সেই রসস্বরূপ।

খ) শক্তি-পরিচয়—প্রণবে—প্রচ্ছন্ন জগৎকর্তৃত্বে ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতে শক্তির ইঙ্গিত মাত্র; গায়ত্রীর ভর্গ (তেজঃ)-শব্দে সেই শক্তির অর্থ বিকাশ; চতুঃশ্লোকীতে—মায়াশক্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ এবং চতুঃশ্লোকী-বিবৃতি শ্রীমদ্ভাগবতে (ভগবানের বহির্ভাগে) ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ও তাহার জীবমোহিনী শক্তির উল্লেখ এবং স্বরূপশক্তি, লীলাশক্তি ও জীবশক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং চতুঃশ্লোকী—প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থবিবৃতি-স্বরূপ।

গ) ধাম-পরিচয়—প্রণবে ব্রহ্মপুর বা ব্রহ্মলোক; গায়ত্রীতে—শিরঃস্থানীয় 'ভূঃ','ভুবঃ' ও 'স্বঃ'-শব্দসমূহে ধামের নিত্যত্ব, চিন্ময়ত্ব ও স্বপ্রকাশত্বের উল্লেখ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে—বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরা, ব্রজ প্রভৃতি ধামের বিস্তৃত উল্লেখ।

ঘ) পরিকর-পরিচয়—প্রণবে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন; গায়ত্রীতে—'দেবস্য'-শব্দে ইঙ্গিত মাত্র; চতুঃশ্লোকীতে—'অহমেবাসমেবাগ্রে'-বাক্যে

তাহার আভাস এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাদিগের পূর্ণ পরিচয় গোপ-গোপী নন্দ-যশোদা প্রভৃতির উল্লেখ।

২। অভিধেয়তত্ত্ব-পরিচয়—প্রণবে ধ্যান, গায়ত্রীতেও ধ্যান, চতুঃশ্লোকীতে সাধনভক্তি এবং চতুঃশ্লোকী-বিবৃতি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির উল্লেখ ও তন্মধ্যে শ্রবণ-কীর্তনাদির প্রাধান্য খ্যাপন।

৩। প্রয়োজনতত্ত্ব-পরিচয়—প্রণবে ব্রহ্মকে জানা, যাহা ইচ্ছা করা তাহার প্রাপ্তি, ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়া; গায়ত্রীতে—মায়া-নিবৃত্তির ইঙ্গিত ও গায়ত্রীর শিরোভাগে 'ভূঃ' 'ভুবঃ' 'স্বঃ'-শব্দে নিত্যসুখময় চিদ্রূপ ব্রহ্মধাম প্রাপ্তি; চতুঃশ্লোকীতে—যথার্থ ভগবদনুভব লাভ এবং তাহার উপায়ভূত প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব, পরমত্ব কথন; আর চতুঃশ্লোকী-বিবৃতি শ্রীমদ্ভাগবতে —কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবার অর্থাৎ প্রেমভক্তির প্রকৃষ্ট বর্ণন। এই প্রেমই ভগবদ্বশী-করণী।

'প্রণব', 'গায়ত্রী' ও 'চতুঃশ্লোকী' শীর্ষক প্রবন্ধত্রয়ের আলোচনায় আমরা অবগত হইলাম—কিপ্রকারে প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে অঙ্কুরিত এবং গায়ত্রীর অর্থই চতুঃশ্লোকীতে ফলরূপে বিবৃত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত —"প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়। সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়।।"—এই পয়ারাত্মক বাক্যের তাৎপর্য্য কি ও সার্থকতা কোথায়, তাহাও বুঝিতে পারা গেল।

—গৌড়ীয় ৯ম বর্ষ (৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা)

(৩)

অগ্নিপুরাণান্তর্গতা গায়ত্রী-ব্যাখ্যা ও শ্রীজীবগোস্বামি-কৃতা বিবৃতি

গায়ত্ত্যুকথানি শাস্ত্রাণি ভর্গং প্রাণাংস্তথৈব চ।
ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রী যত এব চ।।
প্রকাশিনী সা সবিতুর্বাগ্রূপত্বাৎ সরস্বতী।। ১

শ্লোকানুবাদ—তিনি ‘উক্‌থ’-সমূহ (প্রণবাত্মক মন্ত্রসমূহ), শাস্ত্রসমূহ (বেদসমূহ), ‘ভর্গ’ (বিষ্ণুরূপ তেজ) ও প্রাণসমূহ গান (বা প্রকাশ) করেন, সেহেতু তিনি ‘গায়ত্রী’ বলিয়া কথিতা হন। তিনি ‘সবিতা’র (সূর্যের) প্রকাশিনী, সেহেতু তিনি—‘সাবিত্রী’ এবং তাঁহার বাপত্ব-হেতু তিনি —‘সরস্বতী’।

<u>শ্রীজীবগোস্বামি-কৃতা বিবৃতিঃ</u>

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ ।
শ্রীবল্লভোঽনুজঃ সোঽসৌ শ্রীরূপো জীব-সাতিঃ ।।

অথাগ্নেয়স্থা গায়ত্রী-ব্যাখ্যা বিব্রিয়তে। উত্থানি প্রণবাত্মক-মন্ত্রান্ শাস্ত্রাণি সর্ব্বানপি বেদান্। ভর্গং বক্ষ্যমাণং বিষ্ণুরূপং তেজঃ। প্রাণান্ সর্ব্বজীবহেতূন্ তবিভূতীংশ্চ। যতো যস্মাৎ গায়তি প্রকাশয়তি, ততো গায়ত্রী স্মৃতা। যস্মাদেব চ ত্রয়ীময়স্য সবিতুঃ প্রকাশিনী প্রাদুর্ভাবয়িত্রী তস্মাৎ সৃজেৎ সবিতারমিতি সাবিত্রী চ। বাগ্রূপত্বাৎ সরস্বতী চ সা।।১ ।।

‘বিবৃতি’-অনুবাদ—শ্রীসনাতন-সম শ্রীমান্ সনাতন যাঁহার বড়ভ্রাতা এবং শ্রীবল্লভ যাঁহার অনুজ, সেই শ্রীরূপগোস্বামী—‘জীব’-নামে পরিচিত আমার উত্তম গতিরূপ হন; পক্ষান্তরে—জীবগণের সদ্গতি হন।

অনন্তর অগ্নিপুরাণে স্থিত গায়ত্রী-ব্যাখ্যা বিস্তার-রূপে বর্ণিত হইতেছে। **‘উক্থানি'** অর্থাৎ প্রণবাত্মক মন্ত্রসমূহ। 'শাস্ত্রাণি'—সকল বেদসমূহ। বক্ষ্যমাণ বিষ্ণুরূপ তেজকে ‘ভগ’ বলা হয়। ‘প্রাণান্’—সর্ব্বজীবের কারণ এবং ‘চ’কার-অর্থ—তাঁহার বিভূতিসমূহ। যাঁহা হইতে এই বস্তুসমূহ ‘গায়তি অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে ‘গায়ত্রী'-রূপে বলা হয়। বেদময় সবিতার প্রাদুর্ভাব-কারিণী, তজ্জন্যও ‘সাবিত্রী’-রূপে কথিতা হন। “তস্মাৎ সৃজেং সবিতারং” অর্থাৎ ‘তাঁহা হইতে সূর্য্যের সৃষ্টি’—এইরূপে শ্রুতিতে কথিত আছে। বাণীরূপা হওয়ায় তিনি সরস্বতী ॥১ ॥

অনুবিবৃতি—‘উত্থানি' বলিতে প্রণবাত্মক মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ প্রণবের অর্থ-বিস্তারক মন্ত্রসমূহ লক্ষিত হইয়াছে। ‘শাস্ত্রাণি – সকল বেদসমূহ অর্থাৎ ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব্ব—এই চারি বেদ, যথা “ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদা-শ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।” (ভাঃ ১।৪।১৯)। 'ভর্গ'-বিষ্ণুরূপ তেজঃ—“পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।।” (ঈশ-উঃ ১৬) — ইহাতে শ্রীবিষ্ণুর স্বয়ং তেজঃ-স্বরূপত্ব প্রমাণিত হইতেছে। ‘প্রাণান্’– সকল জীবের জীবন-সাধনের হেতুরূপ দেহস্থ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই দশ প্রাণ। শ্লোকস্থ ‘চ’কার-দ্বারা ভগবদ্বিভূতি-সমূহ (যেমন গীতার ১০ম অধ্যায়ে বর্ণিত) লক্ষিত হইতেছে। এইসকল যাঁহা হইতে ‘গায়তি' অর্থাৎ ‘প্রকাশয়তি – প্রকাশিত হয় (যেমন সূর্য্যালোকে বস্তুসকল প্রকাশিত হয়, লোকগোচরীভূত হয়), সেহেতু তাঁহা ‘গায়ত্রী’-নামে কথিতা। এক্ষণে তাঁহার দ্বিতীয় নাম-বিষয়ে বলা হইতেছে—সেই তিনি ত্রয়ীময় সূর্য্যের প্রাদুর্ভাব-কারিণী। “**অগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ**” (ভাঃ ১।২।২৪) — ত্রয়ীময় অর্থাৎ “ত্রযুক্ত-কর্ম্মপ্রচুরঃ” (ভক্তি-সঃ ১৮)– বেদ-কথিত কর্ম্মসমূহ। অগ্নি-দ্বারা জগতে বেদ-কথিত কর্ম্মসমূহ সাধিত হয় বলিয়া তাহা‘ত্রয়ীময়’। তদ্রূপ প্রবৃত্তি হইতেই বলা হইয়াছে, সূর্য্য— ত্রয়ীময়। এইরূপ বিশেষণ-হেতু তাহা জাগতিক সূর্য্য-রূপে জ্ঞেয়। সেই সূর্য্য (সবিতৃ)

গায়ত্রী-মন্ত্র হইতে সৃষ্ট হয় বলিয়া তাঁহার নাম- 'সাবিত্রী'। চিন্ময়ী শক্তি-সম্পন্না বাণী-স্বরূপা বলিয়া তাঁহার তৃতীয় নাম—'সরস্বতী'।

তজ্জ্যোতিঃ পরংব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতম্ ।
ভর্গঃ স্যাদ ভ্রাজত ইতি বহুলং ছন্দসীরিতম্ ॥২॥

শ্লোকানুবাদ—সেই স্বপ্রকাশ জ্যোতি-স্বরূপ পরব্রহ্মই ভর্গ, যেহেতু ভর্গ-অর্থে তেজঃ কথিত হয়। ভর্গ অর্থাৎ ভ্রাজমান্ বস্তু—ইহা শ্রীপাণিনি-কৃত ‘বহুলং ছন্দসি’-সূত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥২॥

‘বিবৃতিঃ’—অতো গেয়েষু মুখ্যত্বাদ ভর্গমের বিবৃণোতি—তজ্জ্যোতি- রিতি। যোহয়ং ভর্গঃ স এব তৎপ্রসিদ্ধং পরংব্রহ্ম যতো ভর্গ এর তেজঃ স্মৃতঃ, স্বপ্রকাশ-জ্যোতী-রূপতয়া নির্দ্দিষ্টঃ। কয়া নিরুক্ত্যা তস্য ভর্গস্য তেজস্ত্বং তত্রাহ—ভর্গঃ স্যাদ ভ্রাজত ইতি। কথং সিধ্যতি ? তদ্রাহ—বহুলং ছন্দসীতি। ভগবতা পাণিনিনা ঈরিতং সূত্রিতমিত্যর্থঃ ॥২॥

'বিবৃতি'-অনুবাদ—ইহার পর, গেয় বস্তুসকলের মধ্যে যেহেতু 'ভগ'ই প্রধান, সেহেতু তাহার ব্যাখ্যা করা হইতেছে। যিনি এই 'ভগ', তিনিই প্রসিদ্ধ পরংব্রহ্ম—যেহেতু ‘ভর্গ’-অর্থে তেজঃ। স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতি-রূপ দ্বারা তেজঃ নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহা হইলে কোন্ নিরুক্তি-বলে উক্ত ভর্গ-পদের অর্থ তেজঃ নিরূপিত হয়? তদুত্তরে বলা হইতেছে—ভ্রাজমান্ বস্তুই ভর্গ। তাহা কিপ্রকারে সিদ্ধ হয়? ভগবান্ পাণিনি ঋষি “বহুলং ছন্দসি”—এইপ্রকার সূত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥২॥

অনুবিবৃতি—প্রথম শ্লোকে কথিত 'উক্থানি’, ‘শাস্ত্রাণি’, ‘ভর্গ', 'প্রাণান্’— ইত্যাদি গেয় বস্তুসকলের মধ্যে 'ভগ'ই মুখ্য বলিয়া তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছেন। এই যে “ভগ’, তাঁহাই ‘তৎ' (তৎ-অর্থে প্রসিদ্ধ) অর্থাৎ প্রসিদ্ধ পরংব্রহ্ম; অর্থাৎ পরব্রহ্মাই 'ভগ'-রূপে কথিত হন, কারণ 'ভগ' বলিতে তেজঃ বুঝায়। পরব্রহ্ম স্বয়ং তেজঃস্বরূপ—“ন তত্র সুর্য্যো ভাতি চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব

ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।” (শ্বেতঃ উঃ) অর্থাৎ, ‘সেই পরব্রহ্মকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, এইরূপে চন্দ্র, তারকাও নহে, এই অগ্নির কথাই বা কি? বরং সেই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া সকল তেজঃ পদার্থ আলোক দিতেছে; তাঁহার দীপ্তিতেই এইসকল দীপ্তি প্রাপ্ত হয়।' সুতরাং সেই পরব্রহ্ম স্বয়ংই স্বপ্রকাশ জ্যোতি-স্বরূপ; এইহেতু তিনি ‘ভর্গ” বলিয়া কথিত। যদি বল, ভর্গ – তেজঃ, ইহা কোন্ নিরুক্তি (ব্যাখ্যা) বলে নিরূপিত হয়? তদুত্তর—“টুভ্রাজ্ দীপ্তৌ”; অতএব ‘ভ্রাজতে ইতি ভর্গঃ' অর্থাৎ ভ্রাজমান্ (দীপ্তিশীল) বস্তু হেতু ভর্গ—ইহাই নিরুক্তি। যদি বল, ইহা ব্যাকরণের কোন্ নিয়মানুসারে সিদ্ধ হয়? ভগবান্ পাণিনি ঋষি- কৃত “বহুলং ছন্দসি” (২।৪।১৬) সূত্র-অনুসারে তাহা সিদ্ধ হয়।

বরেণ্যং সর্ব্বতেজোভ্যঃ শ্রেষ্ঠং বৈ পরমং পদম্॥৩॥

শ্লোকানুবাদ—সেই ভর্গই ‘পরম পদ' বলিয়া বরেণ্য, যেহেতু তাঁহা সকল তেজঃ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥৩॥

‘বিবৃতিঃ’—অত্র তস্য মন্ত্রোক্তং বরেণ্যত্বং সাধয়তি—বরেণ্যমিত্যর্দ্ধেন। স চ ভর্গো বরেণ্যং যৎ পরমং পদং সর্ব্বস্যাশ্রয়রূপং বস্তু, বরেণ্যং নাম কিং বস্তু, তত্রাহ—সর্ব্বতেজোভ্যঃ শ্রেষ্ঠং যত্তদেবেত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং তেজসাং প্রকাশানাং প্রকাশকত্বেন স্বপ্রকাশ-রূপমিতি ভাবঃ ॥ ৩॥

‘বিবৃতি’-অনুবাদ—এস্থলে সেই গায়ত্রী-মন্ত্রে কথিত ‘বরেণ্য’ত্ব সাধিত হইতেছে—‘বরেণ্যং', এই শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা। সেই ভর্গ বরেণ্য। তিনি সকলের আশ্রয় বস্তুস্বরূপ হওয়ায় 'পরম পদ’-বাচ্য। ‘বরেণ্য' বলিতে কিপ্রকার বস্তু বুঝায়? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সকল তেজ হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই সেই ‘বরেণ্য’, এই অর্থ। ‘সর্ব্বতেজোভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ’ বলিতে

সমস্ত তেজের অর্থাৎ সমস্ত প্রকাশের প্রকাশক বলিয়া তাঁহা স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, ইহাই বুঝাইতেছে ।।৩।

অনুবিবৃতি—'অত্র'—এই অগ্নিপুরাণ-অন্তর্গতা গায়ত্রী-ব্যাখ্যায়, সেই গায়ত্রী-মন্ত্রে কথিত যে 'বরেণ্যং'-পদ আছে, তাহা সাধিত হইতেছে। সেই 'ভর্গ'–বরেণ্য, যেহেতু তাঁহা 'পরমং পদং' অর্থাৎ সকলের আশ্রয়-স্বরূপ বস্তু—**"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোত সুত্রে মণিগণা ইব।।"** (গী ৭।৭)। সেহেতু তিনি 'পরম পদ'। ইহার অধিকতর ব্যাখ্যা করিতে বলা হইতেছে—তিনি 'সর্ব্বতেজোভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ' —অর্থাৎ সকল তেজঃ বা প্রকাশেরও প্রকাশক বলিয়া তিনি স্বপ্রকাশ এবং আদি-প্রকাশ। এইপ্রকারেই তিনি—"**তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।।**" (শ্বেতঃ উঃ)। সুতরাং তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব—**"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।"** (শ্বেতঃ উঃ)—অর্থাৎ তাঁহার সমান ও অধিক আর কেহ নাই, অতএব তিনিই 'পরম পদ', সুতরাং 'বরেণ্য'।

স্বর্গাপবর্গ-কামৈবা বরণীয়ং সদৈব হি॥৪॥

শ্লোকানুবাদ—অথবা 'বরেণ্যং'-পদে স্বর্গ-অপবর্গ-কাম প্রভৃতির হেতু সর্ব্বদাই তিনি 'বরণীয়' (বুঝাইতেছে) ॥৪॥

'বিবৃতিঃ'–এবং ভর্গস্য বরেণ্য-পদেন রূঢ়া শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়িত্বা যোগবৃত্ত্যা সর্ব্বপ্রার্থনীয়ত্বং দর্শয়তি স্বর্গ ইত্যর্দ্ধেন। স্পষ্টম্॥৪॥

'বিবৃতি'-অনুবাদ—এইপ্রকারে ভর্গের বরেণ্য-পদদ্বারা রূঢ়িবৃত্তি-অবলম্বনে- শ্রেষ্ঠত্ব-অর্থ দেখাইয়া এখন যোগবৃত্তি-দ্বারা ইহার সর্ব্ব প্রার্থনীয়ত্ব দেখাইতেছেন—'স্বর্গ', এই শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা। শ্লোকার্থ স্পষ্ট॥ ৪॥

অনুবিবৃতি—পূর্ব্বশ্লোকে 'বরেণ্য' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে—ইহা শব্দের রূঢ়িবৃত্তি-গত অর্থ। এক্ষণে শব্দের

যোগবৃত্তি-গত অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে—বরেণ্য-অর্থে বরণীয়। কি হেতু তিনি বরণীয়? স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) প্রভৃতি কামনা-পূরণার্থে তিনি সর্ব্বদাই বরণীয়— "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীরেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।" (ভাঃ ২।৩।১০)। এস্থলে বরণীয়-পদ 'তব্যত্'-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হওয়ায় 'তাঁহাকে অবশ্যই এবং সর্ব্বদাই বরণ করিতে হইবে', এইরূপ বুঝাইতেছে—'বরণীয়ং সদৈব হি'।

বৃণোতের্বরণার্থত্বাজ্ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-বিবর্জ্জিতম্ ॥৫॥৬॥

শ্লোকানুবাদ—বৃণোতি-প-পদের অর্থাৎ 'বৃঞ'-ধাতুর বরণার্থত্ব-হেতু 'বরেণ্য'-পদের অর্থ—বরণীয়; 'বরেণ্য'-শব্দের অপর অর্থ—তিনি জাগ্রৎ- স্বপ্ন-সুষুপ্তি বিবর্জ্জিত ॥৫॥৬ ॥

'বিবৃতিঃ'—তত্র তদর্থ-সম্পাদক-ধাত্বর্থমপি হেতুত্বেন নির্দ্দিশতি বৃণোতেবরণার্থত্বাদিতি। স্পষ্টম্॥৫॥

অথ পরমত্ব-জ্ঞাপনায় পুনঃ বরমেব বিশিনষ্টি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-বিবর্জ্জিতমিতি তুরীয়াবস্থাদপি জীবাৎ পরমিত্যর্থঃ॥৬॥

'বিবৃতি'-অনুবাদ—সেস্থলে উক্ত অর্থ-সম্পাদক ধাতুর কারণ-রূপ নির্দেশ করা হইতেছে। 'বৃণোতি'-পদের অর্থাৎ 'বৃঞ'-ধাতুর বরণ-অর্থত্ব হেতু বরেণ্য-পদের অর্থ বরণীয়॥৫॥ অনন্তর 'পরমত্ব' জানাইতে পুনঃ শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করা হইতেছে—সেই 'ভর্গ' জাগ্রত-স্বপ্ন-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ তুরীয়াবস্থ জীব হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ), এই অর্থ।।৬।।

অনুবিবৃতি—পূর্ব্বশ্লোকে 'বরেণ্য'-শব্দের যোগবৃত্তি-গত অর্থ—বরণীয়, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্লোকে দেখানো হইতেছে যে, উক্ত বরেণ্য-শব্দ যেহেতু 'বৃঞ'-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (বৃ–কর্ম্ম—এন্য), সেহেতু 'বৃঞ বরণে', এইরূপ অর্থ-হেতু বরেণ্য-শব্দের অর্থ বরণীয়॥৫॥

এক্ষণে পূর্ব্বে 'বরেণ্য'-শব্দের যে রূঢ়িবৃত্তি-গত 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল, সেই শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা পুনরায় দেওয়া হইতেছে—উক্ত 'ভগ' (পরব্রহ্ম) জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-বিবর্জ্জিতত্ব হেতু শ্রেষ্ঠ। জীব 'তুরীয়' অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তন্মধ্যে জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-রাহিত্য গুণ সঞ্চারিত হয়; কোথা হইতে সঞ্চারিত হয়? পরব্রহ্ম হইতে—তিনি নিত্যই জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি- বিবর্জ্জিত। অতএব তিনি তুরীয়াবস্থ জীব হইতেও শ্রেষ্ঠ।।৬।।

নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমেকং নিত্যং ভর্গমধীশ্বরম্।
অহং ব্রহ্ম পরংজ্যোতির্ধ্যায়েমহি বিমুক্তয়ে॥৭॥

শ্লোকানুবাদ—আমি 'পরংজ্যোতি'-রূপ ব্রহ্ম—নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ (বোধযুক্ত), এক, অধীশ্বর ভর্গকে (পরব্রহ্মকে) বিমুক্তি লাভের জন্য ধ্যান করি॥৭॥

'বিবৃতিঃ'—তদেব ভর্গ-বরেণ্যয়োঃ পদয়োরর্থং দর্শয়িত্বা প্রয়োজনমাহ —নিত্যমিতি । অহং ভর্গং ধ্যায়েমহি, তত্র ভর্গস্য বিশেষণানি নিত্যশুদ্ধ- মিত্যাদীনি, অহমিত্যস্য বিশেষণং ব্রহ্মেতি। তত্র নিত্যং সদৈব শুদ্ধং ন তু জীববৎ সংসারিত্বাবস্থমিত্যর্থঃ। এবং বুদ্ধং সদৈব বোধযুক্তমিত্যর্থঃ। একং ন তু জীববদনেকম্। অধীশ্বরং সর্ব্বশক্তি-যুক্তম্। 'অহং ব্রহ্ম পরংজ্যোতি'রিতি "নাদেবো দেবমচয়েদিতি" ন্যায়েন স্বস্য তাদাত্ম্য- ভাবনা-দর্শিতা। ধ্যায়েমহি ন কেবলং অহমেব ধ্যায়েয় কিন্তু সর্ব্বেঽপি বয়ং জীবা ধ্যায়েমেত্যর্থঃ। কিমর্থং ধ্যায়সি? তত্রাহ—বিমুক্তয়ে। সংসার- মুক্তিপূর্ব্বক—তৎপ্রাপ্তয়ে। তদেতন্মতে ভর্গ-শব্দস্য অদন্তত্বে পুংত্ত্বে চ সিদ্ধে মন্ত্রোঽপ্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ম্। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা ছান্দস-সূত্রেণ দ্বিতীয়ায়া একবচনস্যামঃ সুত্বাদেশাৎ। এবং তত্র 'যঃ' ইত্যেব বক্ষ্যতে, ন তু 'যৎ' ইতি। অনেন সবিতুরাকর্ষঃ ক্রিয়তে* "**ধ্যেয়ঃ সদা**

* মুদ্রিত পুস্তকে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় –"এবং তত্র 'যঃ' ইত্যেব বক্ষ্যতে, ন তু 'যঃ' ইত্যনেন সবিতুরাকর্ষঃ ক্রিয়তে"—ইহা অশুদ্ধ পাঠ।

সবিতৃ- মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তীতি” বিধানাৎ। “অতস্তদ ভর্গোপদেশাদিতি” ন্যায়াচ্চ ॥৭॥

‘বিবৃতি’-অনুবাদ—এইপ্রকার ‘ভর্গ’ ও ‘বরেণ্য’ পদ-দ্বয়ের অর্থ দেখাইয়া এখন প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণিত হইতেছে—‘নিত্যং’ ইত্যাদি। ‘আমি ভর্গকে ধ্যান- করি'। শ্লোকে ভর্গ-পদের বিশেষণ-রূপে ‘নিত্য’, ‘শুদ্ধ’, ‘বুদ্ধ', 'এক’, ‘নিত্য’ ও ‘অধীশ্বর’ প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। ‘অহং’ এই পদের বিশেষণ—ব্রহ্ম। সেস্থলে ‘নিত্য'-শব্দের অর্থ সর্ব্বদা শুদ্ধ—কিন্তু জীববৎ সংসারি-অবস্থা বিশিষ্ট নহে। ‘বুদ্ধ’-শব্দের অর্থ সর্ব্বদাই বোধযুক্ত। ‘এক’-শব্দের অর্থ—যাহা জীববৎ অনেক নহে। ‘অধীশ্বর’-অর্থ —সমস্ত শক্তি-সমন্বিত। “অহং ব্রহ্ম পরংজ্যোতিঃ” অর্থাৎ ‘আমি ব্রহ্ম পরংজ্যোতি’রূপ—ইহা “নাদেবো দেবমচয়েৎ” (দেবতা না হইলে দেবতার্চ্চন হয় না)—এই ন্যায়-অনুসারে ব্রহ্ম-সহিত নিজের অভিন্নতা অর্থাৎ তাদাত্ম্য-ভাবনা-যুক্ত ব্যবহার জানিতে হইবে। “ধ্যায়েমহি” ক্রিয়ার অর্থ ‘কেবল আমিই ধ্যান করি'—তাহা নহে, পরন্তু আমরা সকল জীব ধ্যান করি। কি জন্য ধ্যান? তদুত্তরে বলা হইতেছে—“বিমুক্তয়ে’, বিমুক্তির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সংসার-মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য। এই মতে (অর্থাৎ অগ্নিপুরাণের মতে) ‘ভর্গ’-শব্দের অকারান্তত্ব ও পুংলিঙ্গত্ব সিদ্ধ হইলে মূল গায়ত্রী-মন্ত্রে উল্লিখিত ‘ভর্গ’-পদেরও এইপ্রকারই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। “সুপাং সুলু” ইত্যাদি ছান্দস-সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে একবচনের ‘অম্’-প্রত্যয় স্থলে ‘সু’-প্রত্যয়ের আদেশ আছে। এইপ্রকারেই গায়ত্রী-মন্ত্রে ‘যঃ’-পদ বলা হইবে–‘যৎ’ নহে। ‘অনেন’ অর্থাৎ শ্লোকোক্ত এই ধ্যানের প্রক্রিয়া-দ্বারা সবিতার আকর্ষণ বুঝাইতেছে। কারণ, “ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি-নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।” অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পদ্মাসন-সন্নিবিষ্ট শ্রীনারায়ণ সর্ব্বদা ধ্যেয়-স্বরূপ—এরূপ বিধান আছে। “অতস্তদ্ ভর্গোপদেশাৎ”—এই ন্যায় হইতেও তাহা সিদ্ধ হয়।।৭।।

অনুবিবৃতি—এই শ্লোকে উক্ত ‘ভর্গ’কে ধ্যান-রূপ অভিধেয় ও ধ্যানের উদ্দেশ্য-রূপ প্রয়োজন বর্ণিত হইতেছে। “অহং ব্রহ্ম পরংজ্যোতিঃ” অর্থাৎ ‘আমি—পরংজ্যোতি-রূপ ব্রহ্ম’–এস্থলে ‘অহং’-পদের বিশেষণ-রূপে ‘ব্রহ্ম’-পদ বলা হইল। ইহাতে—‘ব্রহ্ম অহং নিত্যং শুদ্ধং----ভর্গং ধ্যায়েমহি, এরূপ অন্বয় বুঝিতে হইবে। “ইতর-ব্যাবর্ত্তকং বিশেষণম্” অর্থাৎ ইতর বস্তু হইতে যাহা নিবৃত্ত করে, তাহা বিশেষণ। সুতরাং এস্থলে 'ব্রহ্ম'কে বিশেষণ-রূপে কথিত হওয়ায়, উক্ত ‘ব্রহ্ম’-পদকে ‘বিধেয়’-রূপে বিচার করা নিবৃত্ত (নিষিদ্ধ) হইল। ‘বিধেয়’ হইলে ‘আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম’—এইরূপ অর্থ হইত। কিন্তু ‘বিশেষণ’-রূপে কথিত হওয়ায় ‘আমি ব্রহ্ম-জাতীয়’—এইরূপ অর্থ হইবে। ইহাতে ধ্যানকারীর পরংব্রহ্মের সহিত ‘তাদাত্ম্য’-ভাবনা প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ ইহার দ্বারা ধ্যানকারীর স্বরূপতঃ পরংব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয় নাই; যদি তাহাই হইত, তবে বিমুক্তির জন্য পরব্রহ্ম কেন পরংব্রহ্মের ধ্যান করিবেন এবং কে-ই বা কাহাকে বিমুক্তি প্রদান করিবেন? “দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।” (গীঃ ৭।১৪) অতএব, ধ্যেয় বস্তু পরংব্রহ্ম মায়াতীত—বিমুক্তি-প্রদাতা, অপরদিকে মায়াধীন ধ্যানকারী জীব—বিমুমুক্ষু। সুতরাং “নাদেবো দেব-মর্চ্চয়েৎ” অর্থাৎ দেবতা না হইলে দেবতার্চ্চন হয় না—ইহাতে যেমন অর্চনকারী ব্যক্তি অদৈব-ভাব বর্জ্জন ও দৈব-ভাব অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে নিজেকে দেবতা বুদ্ধি করেন, তদ্রূপ বিমুমুক্ষু জীব নিজ জড়দশাগত ভাব অতিক্রম ও নিজ অপ্রাকৃত- স্বরূপ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ‘আমি—পরংব্রহ্ম-জাতীয়’, এইরূপ ভাবনা অবলম্বন করেন—ইহাই তাদাত্ম্য-ভাবনা।

এক্ষণে এই শ্লোকে যে ‘ভর্গম্’-পদ দৃষ্ট হয়, তাহা অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের প্রয়োগ। সুতরাং এইপ্রকারেই গায়ত্রী- মধ্যস্থ ‘ভর্গঃ’-পদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে; অর্থাৎ এই পদটী ব্যঞ্জনান্ত ক্লীবলিঙ্গ ‘ভর্গস্’-শব্দ হইতে সাধিত নহে—উহা অকারান্ত

পুংলিঙ্গের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের রূপ। কিরূপে? বলা হইতেছে —'সুপাং সুলুগ্’ এই পাণিনি-সূত্রানুসারে বৈদিক প্রয়োগে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে ‘ভর্গ+অম্’—এই অম্-প্রত্যয় স্থানে সু-প্রত্যয়ের আদেশ আছে; সু-এর উ-কার লোপ হইয়া ‘ভর্গস্’ অর্থাৎ ‘ভর্গঃ’-পদ সাধিত হয়। এইরূপে ‘ভর্গঃ’-পদটী অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দেরই দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন, ইহা প্রদর্শিত হইল। এবং এইপ্রকারে গায়ত্রী-মন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশে যে “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” বাক্য বলা হইবে, সেই বাক্যে ‘যঃ’-পদ আছে, ‘যৎ’-পদ নাই। অর্থাৎ যদি গায়ত্রী-মন্ত্রে “ধিয়ো যন্নঃ (যৎ+নঃ) প্রচোদয়াৎ”, এরূপ বাক্য হইত, তবে ভর্গ-পদ ক্লীবলিঙ্গ-রূপে স্বীকৃত হইত। তাহা না হওয়ায় ‘ভর্গ’-পদের পুংলিঙ্গত্বই বুঝিতে হইবে। এই প্রকরণে যেহেতু ধ্যান-ক্রিয়া ও তাহার কর্ম্ম (বিষয়)-রূপে বিষ্ণু নিরূপিত হইল, সেহেতু উক্ত ধ্যানের অধিকরণ কি, তাহা স্বাভাবিকরূপে আকর্ষণীয় হইতেছে, তজ্জন্য বলা হইতেছে, ধ্যানের অধিকরণ-রূপে ‘সবিতা'র আকর্ষণ বুঝাইতেছে; প্রমাণ—“ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি-নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ”—ইহাতে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পদ্মাসন-সন্নিবিষ্ট শ্রীনারায়ণ সর্ব্বদা ধ্যেয়-স্বরূপ—বলা হইয়াছে; “অতস্তদ্ ভর্গোপদেশাৎ”–এই প্রমাণ হইতেও তাহা সিদ্ধ হয় [‘বিবৃতিঃ’-মধ্যে ইতি ন্যায়াচ্চ লিখিত আছে, কিন্তু প্রমাণটী বেদান্তসূত্র-মধ্যে দৃষ্ট হয় না। “অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ”—ব্রহ্মসূত্রের এই ন্যায়টী এস্থলে অপ্রযোজ্য। সুতরাং এস্থলে উল্লিখিত ন্যায়টী অন্য কোন সূত্রমধ্যে উল্লিখিত হইয়া থাকিবে, তাহা অন্বেষণীয়] ॥৭ ॥

তজ্জ্যোতিভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদি-কারণম্ ॥৮॥

শ্লোকানুবাদ—সেই জ্যোতিঃ-রূপ ভগবান্ বিষ্ণু জগতের জন্ম-স্থিতি-লয়াদির কারণ॥৮ ॥

‘বিবৃতিঃ’—তথৈব তদিত্যস্য মন্ত্রগত-পদস্য ব্যাখ্যাং বিশিষ্য দর্শয়তি তজ্জ্যোতিরিত্যর্দ্ধেন। ভর্গ-পদবাচ্যং তজ্জ্যোতিরেব তৎপদেন

পূর্ব্বমুক্ত- মিত্যর্থঃ। তচ্চ ভগবান্ বিষ্ণুরেব, তদেব চ বেদান্তেন দর্শিতং জগজ্জন্মাদি- কারণমিত্যর্থঃ। মন্ত্রে চ প্রণবাদি-তদিত্যন্তস্য ধীমহীত্যন্তেনান্বয় এব কার্য্যঃ। স্বয়ং প্রণবার্থরূপং, কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বাদিতি ভূরাদি-রূপং চ তত্তত্ত্বং; সবিতুর্দেবস্য বরেণ্যং ভর্গো ধীমহীতি।।৮ ।।

'বিবৃতি'-অনুবাদ—সেইপ্রকার মন্ত্রগত 'তৎ'-পদের ব্যাখ্যা বিশেষরূপে দেখান হইতেছে—'তজ্জ্যোতিঃ' শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা। ভর্গ-পদবাচ্য সেই জ্যোতিই 'তৎ'-পদদ্বারা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই ভগবান্ বিষ্ণুই বেদান্ত-শাস্ত্রে জগতের জন্মাদি-কারণ-রূপে কথিত হইয়াছেন। মন্ত্রে 'প্রণব হইতে আরম্ভ করিয়া 'তৎ'-পর্য্যন্ত পদসমূহের অন্বয় 'ধীমহি'-পদের সহিত করিতে হইবে। স্বয়ং বিষ্ণু—প্রণবার্থ-রূপ; 'কারণ' ব্রহ্ম (বিষ্ণু) হইতে 'কার্য্যে'র অনন্যত্ব-হেতু 'ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ' প্রভৃতি 'কার্য্য'-সমূহও—বিষ্ণু-তত্ত্ব। 'সবিতা'-দেবতার বরেণ্য ভর্গকে আমরা ধ্যান করিতেছি ॥৮॥

অনুবিবৃতি—গায়ত্রী মন্ত্রস্থ 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুঃ'—ইহাতে যে 'তৎ'-পদ রহিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। এস্থলে 'তৎ'-পদ্বারা যে 'ভর্গই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে (২য় শ্লোকে) "তজ্জোতিঃ পরংব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতম" – বাক্যে বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের 'বিবৃতিঃ'-মধ্যে বলা হইয়াছে— "যোহয়ং ভর্গঃ স এব তৎপ্রসিদ্ধং পরংব্রহ্ম"–এস্থলে 'তৎ' প্রসিদ্ধ-অর্থে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং 'তৎ-পদে প্রসিদ্ধ পরংব্রহ্ম ভগবান্ বিষ্ণুই উদ্দিষ্ট। তাঁহা হইতেই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইয়া থাকে, ইহা বেদান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে, যেমন —"জন্মাদস্য যতঃ" (ব্রঃপূঃ ১।১।২); "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়তে যেন জাতানি জীবন্তি । যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি।" (তৈঃ উঃ) ইত্যাদি।

উক্ত গায়ত্রী মন্ত্রে প্রণব হইতে আরম্ভ করিয়া 'তৎ'-পদ পর্যন্ত বাক্য অর্থাৎ 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ'—ইহার সহিত 'ধীমহি'-পদের অন্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ 'ওঁ ধীমহি, ভূঃ ধীমহি, ভুবঃ ধীমহি, স্বঃ ধীমহি, তৎ

ধীমহি’ ইত্যাদি। এক্ষণে ‘ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ’-বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা বলা হইতেছে। ‘প্রণব (ওঁ)’–স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু—“ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্” (গীঃ ৮।১৩); অতএব প্রণব-বাচক এবং শ্রীবিষ্ণু—বাচ্য। সেই প্রণব-রূপী বিষ্ণু—‘জগজ্জন্মাদি-কারণম্’; অতএব প্রণব-রূপী বিষ্ণু —কারণ এবং ‘ভূঃ ভুবঃ স্বঃ'—কার্য্য। তত্তৎ শক্তিবিশিষ্ট ‘কারণ’-রূপ ব্রহ্মই (বিষ্ণুই) তত্তৎ শক্তিবিশিষ্ট জগৎ-রূপ ‘কার্য্য’ হন। অতএব ‘কারণ’ হইতে ‘কার্য্য’ অনন্য (অভেদ) বলিয়া ‘ভূঃ ভুবঃ স্বঃ’কেও টীকা-মধ্যে ‘তত্তত্ত্বং’ বলা হইল । তাহা হইলে ‘সবিতুঃ’-পদের অন্বয় এস্থলে কিরূপে হইবে? বলা হইতেছে—‘সবিতুঃ দেবস্য বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি’, এরূপ অর্থভাবনা করিতে হইবে।

শিবং কেচিৎ পঠন্তি স্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ।
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতান্যগ্নিহোত্রিণঃ।
অগ্ন্যাদি-রূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে॥৯॥

শ্লোকানুবাদ—কেহ শিব, কেহ শক্তি, কেহ সূর্য্য, অগ্নিহোত্রিগণ অগ্নিকে, তদ্রূপ অন্যান্য বৈদিক দেবোপাসকগণ তত্তৎ দেবতাগণকে গায়ত্রী-মন্ত্রের ধ্যেয়-রূপে ব্যাখ্যা করেন। বেদাদিতে অগ্নি-প্রভৃতি রূপবিশিষ্ট বিষ্ণুই ব্রহ্মরূপে গীত হন ।।১ ।।

‘বিবৃতিঃ’—অথাত্র বিপ্রতিপদ্যমানান্ স্বমতসাৎকরোতি—শিবং কেচিদিতি সার্দ্ধেন। স্ফুটম্॥৯॥

‘বিবৃতি’-অনুবাদ—অনন্তর এই পুরাণ-ব্যাখ্যায় পরস্পর বিরোধী নানাবিধ মতসমূহকে নিজমতে অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে ‘শিবং কেচিৎ’ এই সার্দ্ধ-এক শ্লোকের দ্বারা। শ্লোকার্থ স্পষ্ট ॥৯॥

অনুবিবৃতি—এস্থলে গায়ত্রী-মন্ত্রের ধ্যেয় বস্তু-সম্বন্ধে কেহ শিব, কেহ সূর্য্য এইপ্রকার নানাবিধ পরস্পর যে বিরোধী মত প্রকাশ করেন, তাহার সঙ্গতিমুখে সমাধান প্রদত্ত হইতেছে—‘শিব’, ‘শক্তি’, ‘সূর্য্য’, ‘অগ্নি’

প্রভৃতি রূপের মূল (আদি) শ্রীবিষ্ণুই—"অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।।" (গীঃ ১০।২); "নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে।" (শ্রীনারায়ণোপনিষদ্)। এমনকি ইন্দ্রাদি প্রভৃতি নামও মুখ্যতঃ শ্রীবিষ্ণুরই—"ইন্দ্রাগ্নি-বরুণাদীনি নামান্যুক্তানি তত্র তু। জ্ঞেয়ানি বিষ্ণোস্তান্যেব নান্যেষাং তু কথঞ্চন।।" (বৃহদ্‌হারীত-স্মৃতি)। শ্রীবিষ্ণুই উক্ত ইন্দ্রাদি নামসমূহ দেবতাগণকে প্রদান করেন—"ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্তে স্বকং পুরম্।।"(সিদ্ধান্তরত্ন ৩।১৩-ধৃত স্কান্দ-বাক্য), অর্থাৎ 'রাজা যেমন নিজ পুর ভিন্ন অন্য নগরসকল অমাত্য-ভৃত্যগণকে বাসের জন্য প্রদান করেন, তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণু স্বকীয় 'নারায়ণা'দি নাম ভিন্ন অপর 'ইন্দ্রা'দি নামসমূহ অগ্নি-পুরাণান্তর্গতা গায়ত্রী-ব্যাখ্যা ও শ্রীজীব-কৃতা টীকা ৫১ তাঁহার কর্ম্মসচিব দেবতাগণ-মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। অতএব দেখা যায়, দেবতাগণ কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহেন। যদ্রূপ রাজকর্মচারী রাজার ন্যায় সম্মানিত হন, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে রাজাই সম্মানিত হন, তদ্রূপ কর্ম্মসচিব-রূপে দেবভাগণের পূজাতেও ভগবৎপূজা হয়—"সর্ব্বদেবতা-নমস্কারং কেশবং প্রতি গচ্ছতি।"॥৯॥

তৎপদং পরমং বিষ্ণোদেবস্য সবিতুঃ স্মৃতম্ ।।১০।।

শ্লোকানুবাদ—সেই 'ভর্গ'—কারণ-রূপ বিশ্বাত্মক বিষ্ণুর কার্য্য-রূপ সবিতা-দেবের পরম পদ অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া কথিত ।।১০ ।।

'বিবৃতিঃ'—তদেবমেব বিষ্ণু-সবিত্রোঃ কারণ-কার্য্যয়োস্তয়োস্তাদাত্ম্যেনাভেদমপি দর্শয়তি—তৎপদমিত্যর্দ্ধেন। অত্র বিষ্ণোরিতি বিশ্বাত্মকমিত্যর্থঃ, তদিতি স ভর্গ ইত্যর্থঃ।।১০ ।।

'বিবৃতি'-অনুবাদ—এইপ্রকারে এই শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা 'কারণ' ও 'কার্য্যে'র তাদাত্ম্য-হেতু বিষ্ণু ও সবিতার অভেদত্ব দেখানো হইতেছে।

এখানে 'বিষ্ণোঃ' (বিষ্ণুর)–এই পদ-দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর বিশ্বাত্মকত্ব সিদ্ধ হইতেছে। 'তৎ'-অর্থে সেই 'ভর্গ' বুঝিতে হইবে।।১০।।

অনুবিবৃতি—পূর্ব্বের শ্লোকে "অগ্ন্যাদি-রূপী বিষ্ণুঃ" বলা হইয়াছে—ইহাতে শ্রীবিষ্ণু—কারণ এবং অগ্নি, শিব, সূর্য্য প্রভৃতি রূপসমূহ—কার্য্য। 'কারণ'-রূপ বিষ্ণুই কার্য্যাত্মক বিশ্ব-রূপ হইয়াছেন। এইজন্য কারণ ও কার্য্যের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধ (অনন্যত্ব) পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে। সবিতাও (সূর্য্যও) কার্য্য-স্থানীয়, অতএব সূর্য্যেরও বিষ্ণুসহিত অভেদাত্মক সম্বন্ধ আছে; সেহেতুই এই শ্লোক-মধ্যে "বিষ্ণোর্দ্দেবস্য সবিতুঃ"-বাক্য উক্ত হইয়াছে। আলোচ্য শ্লোকে বিষ্ণু-পদে বিশ্বাত্মকত্ব লক্ষিত হইয়াছে; যেমন বিশ্বরূপ- দর্শনে অর্জ্জুনের উক্তি—"বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।–––অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।।" (গীঃ ১১।৩৯-৪০)। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাত্মকত্ব দর্শন করিয়াই অর্জ্জুন তাঁহাকে 'তুমি—বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি সর্ব্বস্বরূপ', ইত্যাদি স্তব করিয়াছেন। ইহাই শ্রীবিষ্ণুর বিশ্বাত্মকত্ব অর্থাৎ সর্ব্ব কার্য্য-রূপত্ব। এই শ্লোকে পুনরায় দর্শিত হইয়াছে যে, কারণ-রূপ ভর্গ (বিষ্ণু) এই কার্য্য- রূপ সবিতা দেবের 'পরম পদ' অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ—"পরমং পদং সর্ব্বস্য আশ্রয়রূপম্" (২য় শ্লোকের 'বিবৃতিঃ')। সুতরাং মন্ত্রস্থ 'তৎ'-পদে 'কার্য্য'- রূপ সবিতা নহে, 'কারণ'-রূপ ভর্গ (বিষ্ণু) লক্ষিত হইয়াছেন।।১০।।

দধাতো ধীমহীতি মনসা ধারয়েমহি॥১১।।

শ্লোকানুবাদ—অথবা ধীমহি-পদে ('ধ্যান করি' অর্থ ছাড়াও) 'ডুধাঞ'-ধাতু প্রয়োগে অপর অর্থ হইল—মন দ্বারা ধারণ করি ॥১১॥

'বিবৃতিঃ'—ধীমহীত্যস্য ধাত্বন্তর-প্রক্রান্তত্বেন তত্ত্বেন তমেবার্থং যোজয়তি দধাতেরিত্যর্দ্ধেন। স্পষ্টম্॥১১॥

'বিবৃতি'-অনুবাদ—'ধীমহি'– এস্থলে প্রক্রান্ত অন্য ধাতুর স্বরূপদ্বারা সেই অর্থেরই যোজনা করা হইতেছে—"দধাতেঃ" এই শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা। শ্লোকার্থ স্পষ্ট॥১১ ॥

অনুবিবৃতি—'ধ্যৈ'-ধাতু হইতে 'ধীমহি'-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে—তাহাতে 'আমরা ধ্যান করি' এই অর্থ হয়। এস্থলে 'ডুধাঞ'-ধাতু (ডুধাঞ—ধারণে) প্রয়োগে নিষ্পন্ন 'ধীমহি'-পদের দ্বারা উক্ত 'ধ্যান'-অর্থকেই ব্যাখ্যা করা হইতেছে—আমরা মনের দ্বারা সেই ভর্গকে (শ্রীবিষ্ণুকে) ধারণ করি, অর্থাৎ ধ্যান-অর্থে মনের দ্বারা ধারণ বুঝাইতেছে ॥১১ ॥

নোহস্মাকং যচ্চ ভর্গস্তৎ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ধিয়ঃ।
চোদয়াৎ প্রেরয়েৎ বুদ্ধীর্ভোক্তৃণাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
দৃষ্টাদৃষ্ট-বিপাকেষু বিষ্ণুঃ সূর্য্যাগ্নি-রূপভাক্॥১২॥

শ্লোকানুবাদ—মন্ত্র-কথিত যে-'ভর্গ', সেই সূর্য্য-অগ্নি-রূপধারী শ্রীবিষ্ণু —কর্ম্মফল-ভোক্তা আমাদের তথা সকল প্রাণিগণের 'ধিয়ঃ' অর্থাৎ বুদ্ধিকে দৃষ্টাদৃষ্ট-বিপাক-রূপ সর্ব্বকর্ম্মে 'চোদয়াৎ' অর্থাৎ প্রেরণ করুন ॥১২ ॥

'বিবৃতিঃ'—অত্র মন্ত্র-শব্দং যোজয়তি—নোহস্মাকমিতি সার্দ্ধেন। অত্র যচ্চেতি তদিতি চ পূর্ব্ব-সূত্রেণ সোলুকা সাধিতং, 'ভর্গ' ইত্যনেনৈব তদিত্যস্য সম্বন্ধশ্চ দর্শিতঃ চোদয়াৎ প্রেরয়েৎ ইত্যনয়োঃ চ।* পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তেন দৃঢ়য়তি—বিষ্ণুঃ সূর্য্যাগ্নি-রূপভাগিতি ॥১২ ॥

'বিবৃতি'-অনুবাদ—এস্থলে মন্ত্রের অবশিষ্ট শব্দগুলির যোজনা করা হইতেছে—'নোহস্মাকং' এই সার্দ্ধ-এক শ্লোকের দ্বারা। এই শ্লোক-মধ্যে 'যচ্চ' ও 'তৎ'–এই দুইটী পদ পূর্ব্বে উল্লিখিত 'সুপাং সুলগ্' সূত্র-

---

*—মুদ্রিত পুস্তকে "অত্র যচ্চেতি তদিতি চ পূর্ব্বসূত্রেণ সোলুকা সাধিতং ভর্গ ইত্যনেনৈব তদিত্যস্য সম্বন্ধশ্চ দর্শিতঃ। চোদয়াৎ প্রেরয়াৎ ইত্যনয়োঃ পূর্ব্বসিদ্ধান্তেন দৃঢ়য়তি", এই পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহা অশুদ্ধ পাঠ।

দ্বারা সাধিত হইয়াছে। শ্লোকে ‘ভর্গ’–এই পদের সহিত ‘তৎ’ পদের ও ‘চোদয়াৎ’ ‘প্রেরয়েৎ’ পদদ্বয়ের সম্বন্ধও দর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-কথিত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা উৎপাদন করা হইতেছে—‘বিষ্ণুঃ সূর্যাগ্নি-রূপভাক্’-বাক্যদ্বারা ॥১২ ॥

অনুবিবৃতি—গায়ত্রী-মন্ত্রের “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ”-বাক্যের অর্থ এই শ্লোকে দর্শিত হইতেছে। এখন শ্লোক-মধ্যে কথিত ‘যচ্চ ভর্গস্তৎ’–এই বাক্যে ‘যৎ’ ও ‘তৎ’-পদ দুইটী যে ক্লীবলিঙ্গ নহে, পুংলিঙ্গই, তাহা বুঝাইতে বলা হইতেছে—পূর্ব্বে ৭ম শ্লোকে টীকা-মধ্যে পাণিণি-সূত্র ‘সুপাং সুলুক্’-দ্বারা যে-প্রকারে ‘ভর্গঃ’-পদের সাধন অকারান্ত পুংলিঙ্গের দ্বিতীয়া বিভক্তিতে একবচন-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষেত্রেও ঐ সূত্রানুসারে ‘সু’-প্রত্যয়ের লোপদ্বারা তাহা পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত প্রথমা বিভক্তিতে একবচন পদ-রূপে সাধিত হইয়াছে। আলোচ্য শ্লোকটীতে ‘যচ্চ ভর্গস্তৎ’-বাক্যে ‘ভর্গঃ’-পদের সহিত ‘যৎ’ ও ‘তৎ’-পদদ্বয়ের অন্বয় এবং ‘চোদয়াৎ প্রেরয়েৎ’ পদদ্বয়েরও অন্বয় দেখা যাইতেছে। সুতরাং একই প্রকারে গায়ত্রী-মন্ত্রেও সেই অন্বয় বুঝিতে হইবে। অতএব “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ”-বাক্যের অর্থ এইরূপ—‘তৎ ভর্গঃ’ (শ্রীবিষ্ণু), ‘যঃ' (যিনি) ‘নঃ' (কর্ম্মফলভোক্তা সর্ব্ব প্রাণিগণ আমাদের) ‘ধিয়ঃ’ (বুদ্ধিসমূহকে) সর্ব্ব শুভকর্ম্মে ‘প্রচোদয়াৎ’ (প্রেরণ করুন)। পূর্ব্বে ৯ম শ্লোকে যে “অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুঃ” বাক্যটা বলা হইয়াছিল, তাহাই পুনঃ এই শ্লোকে “বিষ্ণুঃ সূর্য্যাগ্নি-রূপভাক”-বাক্যে দৃঢ় করা হইয়াছে।।১২।।

ঈশ্বর-প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা।।১৩।।

শ্লোকানুবাদ—ঈশ্বর-দ্বারা প্রেরিত হইয়া জীব স্বর্গে অথবা নরকে গমন করে ॥১৩ ॥

‘বিবৃতিঃ’—অত্র হেতুমাহ—ঈশ্বর ইত্যর্দ্ধেন। ঈশ্বরঃ পূর্ব্বোক্ত-বিষ্ণুরূপঃ।।১৩।।

'বিবৃতি'-অনুবাদ—এস্থলে হেতু বলা হইতেছে—'ঈশ্বর-প্রেরিতঃ' শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা। 'ঈশ্বর' অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত শ্রীবিষ্ণু ।।১৩।।

অনুবিবৃতি—এই শ্লোকে 'প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ' বলিবার কি হেতু, তাহা বলা হইতেছে। ঈশ্বর-দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জীব কর্ম্মফল ভোগ করিতে স্বর্গে বা নরকে গমন করে। ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শ্লোকে কথিত শ্রীবিষ্ণু; তিনি অন্তর্যামি-রূপে মায়াদ্বারা কর্ম্মচক্র-রূপ যন্ত্রে আরূঢ় সর্ব্ব জীবকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করাইয়া থাকেন—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।" (গীঃ ১৮।৬১)। এবপ্রকার যে ঈশ্বর, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে শুভকর্ম্মে প্রেরণ করুন, এই ভাব॥১৩।।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং মহদাদি-জগদ্ধরিঃ।
স্বর্গাদ্যৈঃ ক্রীড়তে দেবো যো হংসঃ পুরুষঃ প্রভুঃ॥১৪।

শ্লোকানুবাদ—এই সমগ্র মহদাদি সপ্ত আবরণ-বিশিষ্ট জগৎ ঈশ্বর-দ্বারাই ব্যাপ্ত। ঈশ্বর—শ্রীহরি, যিনি হংস, পরমপুরুষ, প্রভু-রূপে কথিত, সেই দেব স্বর্গাদিতে ক্রীড়ারত থাকেন।।১৪।।

'বিবৃতিঃ'—তদেব শ্রুত্যন্তরেণ প্রমাণয়তি—ঈশাবাস্যমিতি। তস্যেশস্য হরিরিতি নামান্তরেণ বিষ্ণুত্বমেব স্থাপয়তি হরিরিত্যনেন স্বর্গাদ্যৈরিত্যর্দ্ধেন চ।* হংসঃ পরমাত্মা তদ্রূপঃ পুরুষঃ॥১৪।।

'বিবৃতি'-অনুবাদ—তাহাই শ্রুতি-কথিত বাক্যদ্বারা প্রমাণ করা হইতেছে —'ঈশাবাস্যম্' এই শ্লোকদ্বারা। সেই ঈশ্বরের 'হরি' এই নামান্তর-দ্বারা বিষ্ণুত্বই স্থাপিত হইতেছে—ইহা 'হরি', এই পদ-দ্বারা ও 'স্বর্গাদ্যৈঃ'-শ্লোকার্দ্ধদ্বারা দেখানো হইয়াছে। সেই ঈশ্বর—'হংস' অর্থাৎ পরমাত্মা এবং তিনি পরমাত্মা-রূপ পুরুষ ।।১৪ ।।

*—মুদ্রিত পুস্তকে "-----স্থাপয়তি হরিরিত্যর্দ্ধকেন স্বর্গাদ্যৈরিত্যর্দ্ধেন----" পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহা অশুদ্ধ পাঠ।

অনুবিবৃতি—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুর যে জীব-প্রেরকত্ব দেখানো হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকে 'ঈশাবাস্যমিদং' এই শ্রুতি-কথিত বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। শ্রুতি-কথিত শ্লোক যথা—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" ইত্যাদি (ঈশোপনিষদ্ শ্রুতি-১)। 'ঈশা' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর-কর্তৃক, শ্রুতি-কথিত এই বাক্য জীব-প্রেরকত্বের প্রমাণ। এই শ্লোকে সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা ঈশ্বরের নাম 'হরি' বলিয়া উল্লেখিত হওয়ায়, সেই ঈশ্বর—বিষ্ণু, ইহা দর্শিত হইল। পুনরায় সেই ঈশ্বর-সম্বন্ধে বলা হইতেছে—তিনি 'হংস' অর্থাৎ পরমাত্মা, এবং তিনি—"তদ্রূপঃ পুরুষঃ"। 'পুরি শেতে পুরুষঃ'—জীব-হৃদয়ে শয়ন করেন বলিয়া তিনি 'পুরুষ' অর্থাৎ জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা বলিয়া কথিত। তিনি 'প্রভু' —নিয়মনে সমর্থ, যথা—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।" (গীঃ ১৮।৬১)। তিনি 'দেবঃ' —দি-ধাতুর ক্রীড়া-অর্থে দেব অর্থাৎ তিনি ক্রীড়াপরায়ণ; তাহা কিপ্রকার? 'স্বর্গাদ্যৈঃ ক্রীড়তে"—স্বর্গাদিতে তিনি ক্রীড়া করেন। 'স্বর্গ' বলিতে বৈকুণ্ঠও লক্ষিত হয়। অর্থাৎ সেই শ্রীহরি বৈকুণ্ঠে নিত্য ক্রীড়মান, পুনরায়, জগতে স্বর্গ, মর্ত্য প্রভৃতি লোকেও অবতীর্ণ হইয়া ক্রীড়াই করেন। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীহরি জগতে কর্ম্মফল-বাধ্য জীবরূপে নহে, পরন্তু নিজ লীলায় রত থাকেন। সেই তিনিই অন্তর্যামি-পুরুষরূপে জীব-প্রেরক। এবপ্রকার তিনি আমাদের বুদ্ধিকে শুভকর্ম্মে অর্থাৎ তাঁহার সেবায় প্রেরণ করিতে সমর্থ, অতএব তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাহা করুন—'প্রচোদয়াৎ'।।১৪ ।।

ধ্যানেন পুরুষোহয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ।।১৫।।

শ্লোকানুবাদ—ধ্যানের দ্বারা সূর্যমণ্ডলে বিরাজমান 'বিষ্ণু'-নামক এই পুরুষ দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুর যে 'পরম পদ', তাহা সত্য, তাহা সদাশিব এবং তাহা ব্রহ্ম॥১৫ ॥

‘বিবৃতিঃ’—তস্য বরেণ্যত্ব-পরাকাষ্ঠাং দর্শয়িতুমাহ—ধ্যানেনেতি। ধ্যানেন “ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ”ত্যাদ্যুদ্দিষ্টেন। নম্বেবং চের্ত্তহি ঈশিতব্যস্য সূর্য্যমণ্ডলস্য নাশে তস্যৈশ্বর্য্য-নাশঃ স্যাত্তত্রাহ—সত্যমিতি । বিষ্ণোর্যৎ মহাবৈকুণ্ঠ-লক্ষণং ‘পরমং পদং’ তৎ ‘সত্যং’ কালত্রয়াব্যভিচারি, ‘সদাশিবং’ তাপত্রয়-রহিতঞ্চ, ‘ব্রহ্ম’ “বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ” যদ্ ব্রহ্মোচ্যতে তদ্রূপমেবেত্যর্থঃ।।১৫।।

‘বিবৃতি’-অনুবাদ—তাঁহার বরেণ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দর্শন করাইতে বলা হইতেছে—‘ধ্যানেন’ ইত্যাদি। শ্লোকে ‘ধ্যানেন’-পদে “ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তি-নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ” অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পদ্মাসন- সন্নিবিষ্ট শ্রীনারায়ণ সর্ব্বদা ধ্যেয়-স্বরূপ—ইত্যাদি উদ্দিষ্ট। যদি বল, এইপ্রকার হইলে ঈশিতব্য (ঈশ্বরাধীন) সূর্য্যমণ্ডলের নাশ ঘটিলে সেই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-নাশ ঘটে, তদুত্তরে বলা হইতেছে—‘সত্যং’ ইত্যাদি। বিষ্ণুর মহাবৈকুণ্ঠ রূপ, যাঁহা ‘পরম পদ’, তাঁহা ‘সত্য’ অর্থাৎ কালত্রয়ে অব্যভিচারি সত্ত্বাবান্ এবং ‘সদাশিব' অর্থাৎ তাপত্রয়-রহিত। ‘ব্রহ্ম' বলিতে “বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ ব্রহ্মোচ্যতে” অর্থাৎ ‘যাঁহা স্বয়ং বৃহৎ এবং বৃংহণ-কারক বলিয়া ব্রহ্ম-রূপে কথিত হন', সেই ব্রহ্ম-রূপই—এই অর্থ ।।১৫ ।।

অনুবিবৃতি—সবিতা দেবের বরেণ্য (আশ্রয়স্বরূপ) যে ‘ভর্গ’ (বিষ্ণু), তিনি বরেণ্যত্বের পরাকাষ্ঠা (চরম সীমা), ইহাই এই ‘ধ্যানেন’ শ্লোকে বলা হইতেছে। ধ্যানের বিষয়বস্তু—সূয্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী পদ্মাসনে বিরাজমান শ্রীনারায়ণ। তিনি ধ্যানের দ্বারা দ্রষ্টব্য (দর্শণীয়) অর্থাৎ মনোমধ্যে ধারণীয় । যদি বল, মহাপ্রলয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নাশ ঘটিলে তদন্তবর্তী সূর্যমণ্ডলেরও নাশ হয়, তখন সূর্য্যাধিপতি শ্রীবিষ্ণুরও ঐশ্বর্য্যের নাশ ঘটিবে। তদুত্তরে বলা হইতেছে—‘বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্’—শ্রীবিষ্ণুর যে পরম পদ, অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠ-লক্ষণ যে ধাম, তাঁহা ‘সত্যং’ অর্থাৎ কালত্রয়ে অব্যভিচারী— জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে, মধ্যে ও প্রলয়ান্তে, এই

ত্রিকালেই নিত্য—"অহমেবাস- মেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।" (ভাঃ ২।৯।৩২); "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরম পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" (ঋগ্বেদ-সংহিতা) ইত্যাদি। আরও বলা হইতেছে —তাঁহা 'সদাশিবং' অর্থাৎ ত্রিতাপ-রহিত; আরও যে, তাঁহা 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ স্বয়ং বৃহৎ ও বৃংহণ- কারক (বৃহত্ত্ব-প্রদায়ক)। এইরূপ শ্রীবিষ্ণুর যে 'পরম পদ'-রূপ বৈকুণ্ঠ, তাঁহাকেই সূর্য্যমণ্ডলে আবির্ভূত করাইয়া তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণু বিরাজমান থাকেন, সুতরাং সূর্যমণ্ডল নাশ ঘটিলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য নাশ হয় না।১৫ ।।

দেবস্য সবিতুর্দেবো বরেণ্যং হি তুরীয়কম্।।১৬।।

শ্লোকানুবাদ—সবিতা (সূর্য্য) দেবের বরেণ্য ভর্গদেব—তুরীয় তত্ত্ব ।।১৬।।

'বিবৃতিঃ'—ননু তস্মিন্ মহাবৈকুণ্ঠে সবিত্রন্তর্য্যামিণোঽস্মাদ্ বিলক্ষণ এব নারায়ণঃ স চ নিত্য এব। সবিত্রন্তর্য্যামিণোঽস্য তু কীদৃত্বং তত্রাহ—দেবস্যেত্যর্দ্ধেন। দেবস্য দ্যোতমানস্য সবিতুর্যো দেবঃ "ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদিষু নির্দ্দিষ্টঃ সোঽপি বরেণ্যং তুরীয়ং সমষ্টিগতং জাগ্রৎস্বপ্নাদ্যতীতং সমাধ্যবস্থায়ামেব গম্যং, যৎপদং ভর্গ-সংজ্ঞকং, "স একধা ভবতী"ত্যাদি শ্রুতেঃ সর্ব্বাশ্রয়-রূপং যদ্বস্তু তদ্রূপমেব। মহাপ্রলয়ে মহাবৈকুণ্ঠে এব মহানারায়ণেনৈকীভূয় স্থায়িত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥

'বিবৃতি'-অনুবাদ—যদি বল, সবিতা-অন্তর্যামী পুরুষ হইতে মহাবৈকুণ্ঠে বিরাজমান শ্রীনারায়ণ ভিন্ন ও তিনি সত্য; কিন্তু সবিতা-অন্তর্যামী পুরুষের কিপ্রকারতা? তদুত্তরে বলা হইতেছে—'দেবস্য' এই শ্লোকার্দ্ধ-দ্বারা। 'দেবস্য' অর্থাৎ দ্যোতমান (দীপ্তিমান) সবিতার যে-দেবতা, যিনি "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ- মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী" ইত্যাদি শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট, তিনিও 'বরেণ্য', 'তুরীয়' অর্থাৎ সমষ্টিগত জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি হইতে অতীত, অতএব কেবল সমাধি-অবস্থাতেই গম্য। যাঁহার স্থানেরও 'ভর্গ'-সংজ্ঞা, "স একধা

ভবতি" (তিনি এক হন, বহুও হন)—এই শ্রুতি-বাক্যানুসারে যিনি সর্ব্বাশ্রয়-রূপ বস্তু, সেই পুরুষই সবিতা-অন্তর্যামী পুরুষ। তিনি মহাপ্রলয়ে মহাবৈকুণ্ঠে মহানারায়ণের সহিত একীভূত হইয়া বিরাজমান থাকেন।।১৬।।

অনুবিবৃতি—এই শ্লোকেও সবিতা দেবের বরেণ্য 'ভর্গে'র বরেণ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দর্শিত হইতেছে। এস্থলে একটী শঙ্কা উত্থাপিত হইয়াছে যে —মহাবৈকুণ্ঠ-স্থিত শ্রীনারায়ণ নিত্য তত্ত্ব, ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু সবিতার (সূর্যের) অন্তর্যামি-রূপে যে নারায়ণ উল্লেখিত হইতেছেন, যথা—ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি-নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ", তিনি কিপ্রকার —নিত্য বা অনিত্য? তাহার সমাধান এস্থলে করা হইতেছে—সবিতা দেবের বরেণ্য সেই ভর্গ—'তুরীয়কম্' অর্থাৎ তুরীয় বস্তু। 'তুরীয়' অর্থাৎ চতুর্থ। 'তুরীয়'-শব্দের ব্যাখ্যা এস্থলে এইপ্রকার প্রদত্ত হইয়াছে—'সমষ্টিগতং জাগ্রৎ-স্বপ্নাদ্যতীতং সমাধ্যবস্থায়ামেব গম্যং' অর্থাৎ সমষ্টিগত জাগ্রৎ-স্বপ্ন- সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের অতীত বস্তু, যাঁহা কেবল সমাধি-অবস্থায় মাত্র অনুভূত হন। 'সমষ্টিগতং জাগ্রৎস্বপ্নাদ্যতীতং' অর্থাৎ ব্যষ্টি জীবের কি কথা, সমষ্টি জীব অর্থাৎ আব্রহ্ম-স্তম্ব সমস্ত জীবের সম্মিলিত নিজ চেষ্টাদ্বারাও জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় তাঁহাকে অনুভব করা যায় না—তিনি কেবল সমাধি-অবস্থাতেই তৎকৃপা-সাপেক্ষে গম্য। অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সূরিগণ প্রভৃতি ভগবৎকৃপাবলম্বনেই তাঁহাকে অনুভব করেন—"তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"—ইহা দেবতাগণের প্রতি ভগবানের কৃপার প্রমাণ।

"সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি-নারায়ণঃ"–সূর্য্যমণ্ডল-স্থিত শ্রীবিষ্ণুর যে আবাস- স্থান, সেই বৈকুণ্ঠেরও 'ভর্গ'-সংজ্ঞা, অতএব তাঁহা অবিনশ্বর। ইহা কিরূপে সম্ভব? তাহার শ্রুতিগত প্রমাণ—"স একধা ভবতি, পঞ্চধা ভবতি, সপ্তধা ভবতি, নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদেশ স্মৃতঃ চ দশশ্চৈকশ্চ সহস্রাণি বিংশতি" (ছাঃ ৭।২৬।২); সুতরাং মহাবৈকুণ্ঠস্থ সর্ব্বাশ্রয় নারায়ণ হইতে একরূপ, পঞ্চরূপ, সপ্তরূপ প্রভৃতি অনন্ত রূপ প্রকাশিত হন—অতএব

সূর্য্যান্তবর্ত্তী নারায়ণও তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া অবিনাশী ঐশ্বর্যবান্। পূর্ব্ব শ্লোকে যে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছিল, মহাপ্রলয়ে সূর্য্যমণ্ডল নাশ হইলে সূর্য্যস্থ শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্যের নাশ ঘটে; তদুত্তর এই যে, সেই মহাপ্রলয়-কালে উক্ত শ্রীনারায়ণ মহাবৈকুণ্ঠে মহানারায়ণের সহিত একীভূত হইয়া বিরাজমান থাকেন, সুতরাং তাঁহা কালত্রয়ে যে অব্যভিচারি, ইহা প্রদর্শিত হইল ।।১৬।।

যোঽসাবাদিত্য-পুরুষঃ সোঽসাবহমনুত্তমম্।
জনানাং শুভকর্ম্মাদীন্ প্রবর্ত্তয়তি যঃ সদা।।১৭।।

(অগ্নিপুরাণে ২১৬ অধ্যায়ে)

শ্লোকানুবাদ—যিনি সেই আদিত্য-স্থিত পুরুষ, যিনি সর্ব্বদা জীবগণকে শুভকর্ম্মাদিতে প্রেরিত করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম বস্তু—সেই আমি ।।১৭ ।।

'বিবৃতিঃ'—'অথ তৎসাম্যাদিত্যর্থহংগ্রহোপাসনারূপং ত্রিপদায়া অস্যাশ্চতুর্থস্য অজপা নামধেয়স্যার্থমাহ– যোঽসাবিতি পদেন। স্পষ্টম্।।১৭।।

ইত্যগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রী-ব্যাখ্যা-বিবৃতিঃ শ্রীজীবকৃতা সমাপ্তা।

'বিবৃতি'-অনুবাদ—অনন্তর চতুর্থ 'অজপা' নামধেয় এই ত্রিপদার (গায়ত্রীর) 'তৎসাম্য-হেতু (অর্থাৎ ঈশ্বরের সমান ধর্ম্ম-হেতু) অহংগ্রহোপাসনা- রূপ অর্থ বলা হইতেছে—'যোহসৌ' পদদ্বারা। শ্লোকার্থ স্পষ্ট ।।১৭ ।।

অনুবিবৃতি—এই ত্রিপদা ছন্দবিশিষ্টা গায়ত্রীর তিনটী নাম 'গায়ত্রী', 'সাবিত্রী' ও 'সরস্বতী' প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই অন্তিম শ্লোকের টীকায় তাঁহার অতিরিক্ত চতুর্থ নাম 'অজপা' উল্লেখিত হইল। অজপা অর্থাৎ যাঁহা অজ্ঞানতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা জপ হইয়া থাকে;

'সোহহম্', এই উচ্চারণ আমাদের অজ্ঞাতেই প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে অনায়াসে ঘটে। সেইরূপ অর্থচিন্তা-বিনাও গায়ত্রীর একপ্রকার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত। অতএব গায়ত্রীর একটী নাম—'অজপা'।

এই শ্লোকে জ্ঞানমার্গিগণের জন্য অহংগ্রহোপাসনা-রূপ অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে। 'অহংতয়া গৃহ্যতে যঃ অহংগ্রহঃ, তয়া উপাসনা অহংগ্রহোপাসনা অর্থাৎ উপাস্য বস্তুকে 'অহংতা-বুদ্ধিতে গ্রহণপূর্ব্বক 'আমি সেই' এইরূপে যে উপাসনা করা হয়, তাহাই অহংগ্রহোপাসনা। এই উপাসনা যে-ভিত্তিতে কৃত হয়, তাহা হইল—'তৎসম ধর্ম্মঃ অহম্' অর্থাৎ তাঁহার সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট আমি, এরূপ চিন্তন—ইহা শাস্ত্রবিধান-সম্মত। কিন্তু যদি 'তৎস্বরূপঃ অহম্' অর্থাৎ সেই উপাস্য-স্বরূপ আমি, এইরূপ চিন্তন-যোগে উক্ত উপাসনা করা হয়, তবে "যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তিমানিনঃ" (ভাঃ ১০।২।৩২) শ্লোক- অনুসারে ভগবানের প্রতি ভক্তি নাশ হয়, সুতরাং তৎচরণে অনাদর-ভাব উদয় হইলে অধঃপতন অনিবার্য্য। শ্রীল জীবগোস্বামী এই উপাসনা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন —"অথাহংগ্রহোপাসনং তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর এবাহমিতি চিন্তনম্। অস্য ফলং স্বস্মিংস্তচ্ছক্ত্যাদ্যাবির্ভাবঃ। যা বিষ্ণুপুরাণে নাগপাশাদি-যন্ত্রিতঃ শ্রীপ্রহ্লাদস্তাদৃশমাত্মানং স্মরন্ নাগপাশাদিকমুৎসারিতবান্। অত্রান্তিমফলঞ্চ কীটপেশস্কন্ন্যায়েন সারূপ্য-সাষ্টাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১৬ অনুঃ)। অর্থাৎ, 'ঈশ্বর যেরূপ শক্তিসম্পন্ন, সেরূপ শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি', এরূপ চিন্তা—অহংগ্রহোপাসনা। ইহার ফলে নিজের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। যথা বিষ্ণুপরাণে—শ্রীপ্রহ্লাদ নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া সেইপ্রকারে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই উপাসনায় অন্তিম ফল—যেরূপে পেশস্কারী কীট-দ্বারা আবদ্ধ অন্য কীট সর্ব্বদা ভয়ে ঐ পেশস্কারী কীটের রূপ চিন্তা করিতে করিতে ঐ-রূপ লাভ করে, সেরূপে উক্ত অহংগ্রহোপাসনার ফলরূপে 'সারূপ্য' (ঈশ্বরের সমান ১রূপ) ও 'সার্ষ্টি' (ঈশ্বরের সমান

ঐশ্বর্য্য) বলিয়া জানিতে হইবে। অগ্নি-পুরাণীয় গায়ত্রী-ব্যাখ্যায় 'ভর্গ'-রূপে শ্রীনারায়ণকেই পরম ধ্যেয়রূপে স্থাপনপূর্ব্বক পরিশেষে এই শ্লোকে অহংগ্রহোপাসনা কথিত হইয়াছে। কিন্তু অহংগ্রহ- উপাসনাই অভিধেয়-রূপে শাস্ত্রের চরম-উপদেশ নহে। হরিভক্তিই শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রকার অভিধেয়-মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; যেমন, গরুড়- পুরাণে—"বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে। যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ।।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১৬ অনুঃ ধৃত)—'সম্প্রতি বিষ্ণুভক্তি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণন করিব, যে-ভক্তির দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে; (কারণ) ভক্তিদ্বারা শ্রীহরি যেরূপ তুষ্ট হন, অন্য কিছু দ্বারা সেরূপ তুষ্ট হন না।' সুতরাং 'অহংগ্রহোপাসনা'-অবলম্বনেই কেবল 'গায়ত্রী'র উপাসনা করিতে হইবে, এরূপ তাৎপর্য্য নহে। শুদ্ধভক্তগণ নিজ শুদ্ধভক্তি সংরক্ষণপূর্ব্বকই গায়ত্রীর উপাসনা করিবেন।১৭।।

ইতি 'অনুবিবৃতি' সমাপ্তা।

অগ্নিপুরাণে কৃত 'গায়ত্রী'-ব্যাখ্যা ও শ্রীল জীবগোস্বামীর বিবৃতি-অনুসারে 'গায়ত্রী'র সংক্ষিপ্ত অর্থ—

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।"

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ('স্বয়ং প্রণবার্থ-রূপং কারণাৎ কার্য্যস্য অনন্যত্বাৎ ইতি ভূরাদি-রূপং চ তত্ত্বং') **সবিতুঃ দেবস্য** ('দেবস্য দ্যোতমানস্য সবিতুঃ' সূর্য্যস্য) **বরেণ্যং** ("বরেণ্যং সর্ব্বতেজোভ্যঃ শ্রেষ্ঠং বৈ পরমং পদম্।" "স্বর্গাপবর্গ-কামৈর্বা বরণীয়ং সদৈব হি।" "জাগ্রৎ-স্বপ্ন-বিবর্জ্জিতম্।" "বরেণ্যং হি তুরীয়কম্।") **তৎ** (বিষ্ণুং) **ভর্গঃ** ("তজ্জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতম্।" ইতি তং "ভর্গং") **ধীমহি** ("ধ্যায়েমহি",

"দধাতের্বা ধীমহীতি মনসা ধারয়েমহি।") যঃ (ভর্গঃ "তজ্জ্যোতিভগবান্ বিষ্ণুঃ") নঃ ("অস্মাকং" "সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং") ধিয়ঃ ("বুদ্ধীঃ") ["সর্ব্বকর্ম্মসু"] প্রচোদয়াৎ ("প্রেরয়েৎ")।

বঙ্গানুবাদ—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ (প্রণব-রূপী বিষ্ণু পরব্রহ্ম —'কারণ" এবং 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ'—'কার্য্য'। 'কারণ' হইতে 'কার্য্যে'র অভেদত্ব-হেতু 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ'ও—বিষ্ণু-তত্ত্ব অর্থাৎ অপরব্রহ্ম; সুতরাং পর ও অপরব্রহ্মাত্মক যে ওঁকার-রূপ প্রসিদ্ধ শ্রীবিষ্ণু—ইহার সহিত 'ধীমহি'-পদের অন্বয়) সবিতুঃ দেবস্য (দেবস্য অর্থাৎ প্রকাশমান সূর্য্যের) বরেণ্যং (১ম অর্থ—সর্ব্বপ্রকাশের প্রকাশক বলিয়া শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সর্ব্বাশ্রয়, ২য় অর্থ—স্বর্গ, অপবর্গ, কাম প্রভৃতির হেতু সর্ব্বদাই বরেণীয়, ৩য় অর্থ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বিবর্জ্জিত, ৪র্থ অর্থ—তুরীয় অর্থাৎ জড়-প্রকৃতির অতীত) তৎ ভর্গঃ (ভর্গ অর্থাৎ তেজ, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ জ্যোতি-স্বরূপ পরব্রহ্ম যে বিষ্ণু, তাঁহাকে) ধীমহি (ধ্যান করি, অর্থাৎ মনের দ্বারা ধারণ করি)—যঃ (যে ভর্গ, অর্থাৎ বিষ্ণু) নঃ (আমাদের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণিগণের) ধিয়ঃ (বুদ্ধিসমূহকে) [সকল শুভকর্ম্মে] প্রচোদয়াৎ (অন্তর্যামি-রূপে প্রেরণ করুন)।

সার-অর্থ—**'ওঁ'** অর্থাৎ প্রণব-রূপী পরব্রহ্ম শ্রীবিষ্ণু—তিনি জগৎ-জন্মাদির 'কারণ' বলিয়া তাঁহা হইতে '**ভূঃ ভুবঃ স্বঃ**' প্রভৃতি 'কার্য্য'-রূপ সৃষ্ট জগৎ অভিন্নহেতু 'অপরব্রহ্ম' বলিয়া কথিত। শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বত্র ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত বলিয়া তিনি 'ব্যাপক-ব্রহ্ম' এবং সমগ্র বিশ্ব 'ব্যাপ্য-ব্রহ্ম'। সুতরাং পর ও অপরব্রহ্মাত্মক ওঁকার-রূপ 'তৎ' অর্থাৎ প্রসিদ্ধ যে শ্রীবিষ্ণু, তিনি '**সবিতুঃ দেবস্য**' অর্থাৎ প্রকাশমান সূর্য্যের অন্তর্যামী —"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি-নারায়ণঃ"–এই প্রমাণ-হেতু। সেই সুর্য্যের '**বরেণ্যং ভর্গঃ**' অর্থাৎ সূর্য্যের প্রকাশের প্রকাশক-রূপ স্বপ্রকাশ জ্জ্যোতি-স্বরূপ 'ভর্গ'ই যে পরব্রহ্ম বিষ্ণু, সেই বিষ্ণুকে, অথবা সূর্য্যদেবের বরণীয় (কিহেতু বরণীয়, স্বর্গ-অপবর্গ প্রভৃতি কাম-হেতু সর্ব্বদাই বরণীয়)

শ্রীবিষ্ণুকে ‘ধীমহি’ আমরা ধ্যান করি অর্থাৎ মনের দ্বারা ধারণ করি —‘**যঃ**’ যে-শ্রীবিষ্ণু ‘**নঃ**’ আমাদের ‘**ধিয়ঃ**’ বুদ্ধিসমূহকে সকল শুভকর্ম্মে ‘**প্রচোদয়াৎ’** প্রেরণ করুন। “সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ।” (গীঃ ১৫।১৫)—অর্থাৎ, ‘আমি চরাচর সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামি-রূপে অবস্থিত, আমা হইতেই জীবের স্মৃতি, জ্ঞান লাভ, আবার নাশও ঘটিয়া থাকে।' ভগবান্ অন্তর্যামি-রূপে সর্ব্ব প্রাণিগণকে সর্ব্বকর্ম্মে প্রেরণ করেন, সত্য, কিন্তু ভক্তগণকে তিনি যেরূপে প্রেরণ করেন, তাহা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; উহা ভগবানের নিজ ভাষায়ই ব্যক্ত হইয়াছে, যথা —“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।” (গীঃ ১০।১০)। প্রীতিপূর্ব্বক সতত- যুক্ত ভজনকারিগণকে ভগবান্ অন্তর্যামি-রূপে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন (অর্থাৎ প্রেরণ করেন), যদনুসরণে ভক্তগণ তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন । সুতরাং গায়ত্রীর সর্ব্বশেষ পাদ—'**ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ**’-বাক্যটী প্রার্থনা-মূলক।

(৪)

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য বিষয়ই 'গায়ত্রী'র তাৎপর্য্য

"প্রণবের যেই অর্থ, গাc য়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়।।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৫।৯২)

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচিত এই পয়ারের অর্থ সংক্ষিপ্ত- ভাবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে—'গায়ত্রী'র অর্থ কি, তাহা বুঝিতে হইলে 'চতুঃশ্লোকী'-র অর্থ বিশেষরূপে আলোচ্য। পুনরায়, উক্ত 'চতুঃশ্লোকী'রই বিস্তার—শ্রীমদ্ভাগবত। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য বিষয়ই যে গায়ত্রীর তাৎপর্য্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। সর্ব্বোপরি শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে শ্রীগরুড়- পুরাণে স্পষ্টরূপে "গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোহসৌ" উল্লেখ থাকায়, এ-সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে মুখ্য সম্বন্ধিতত্ত্ব—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। সমগ্র ভাগবতে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস আদি বাক্যসমূহ-দ্বারা মুখ্য-রূপে একটী বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ —পরাৎপরতত্ত্ব। শ্রীগোপালতাপনী-উপনিষদে এক প্রশ্ন দৃষ্ট হয়—"**কঃ পরমো দেবঃ কুতো মৃত্যুর্বিভেতি কস্য বিজ্ঞানেনেদমখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি**"; ইহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে —"**কৃষ্ণো বৈ হরিঃ পরমং দৈবতং গোবিন্দামৃত্যুর্বিভেতি গোপীজনবল্লভ-বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞানং ভবতি।**"

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ এক শ্লোক-মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য বিষয়, যাহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নিত্য আস্বাদনীয় ও প্রচার্য্য বিষয়, ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা এইপ্রকার—

“আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবন
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোমতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।”

সুতরাং এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত ও তদ্বিচারানুকূল শাস্ত্রের আধারে গায়ত্রীর অর্থ অনুধাবনের প্রয়াস করা যাউক্।—

“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।”

ওঁ [“মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ” (ভাঃ ১১।১৬।১২), “ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন।” (গীঃ ৮।১৩) প্রভৃতি প্রমাণানুসারে ‘ওঁ’—বাচ্য-রূপ শ্রীকৃষ্ণের বাচক] **ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুঃ** [‘ভূর্ভুবঃ স্বঃ’ এই উপলক্ষণে সমগ্র বিশ্ব; তাহার স্রষ্টা বলিয়া ‘সবিতা’ (জগতাং প্রসবিতা—সবিতা); ইহাতে “জন্মাদ্যস্য যতঃ” (ভাঃ ১।১।১) শ্লোকের উদ্দিষ্ট বস্তু সূচিত হইয়াছে। ‘তৎ সবিতুঃ' অর্থাৎ সেই জগৎসৃষ্ট্যাদি-কারণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের, এই অর্থ। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,-----তদ্বিজিজ্ঞাস্যস্ব তদ্ব্রহ্ম” (তৈঃ উঃ)—এই জগৎসৃষ্ট্যাদি লক্ষণ-দ্বারা ‘ব্রহ্ম’ বিশিষ্ট হন, শ্রুতি তাঁহারই বিষয় জানিবার উপদেশ করিতেছেন। শ্রুতির এই উপদেশের যথার্থতা গীতা-বাক্যে এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—“অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।।” (গীঃ ১০।৮) — ‘আমি সকলের উৎপত্তির হেতু, আমা হইতে সর্ব্ব কিছু প্রবর্তিত হয়, ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আমাকে ভক্তিসহকারে ভজন করেন।' সুতরাং এইরূপ সকলের যিনি মূলহেতু, (ইহা তাঁহার তটস্থ-লক্ষণাত্মক পরিচয়), সেই শ্রীকৃষ্ণ সকলের ভজনীয়। কিন্তু তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণাত্মক পরিচয় কি, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে—] **দেবস্য** [‘দির্’-ধাতু ক্রীড়ার্থে, সুতরাং ‘দেবস্য’ অর্থাৎ ক্রীড়াপরায়ণস্য;

"দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাচ্যতে শোভতে দিবি। তস্মাদ দেব ইতি প্রোক্তঃ য়তে সর্ব্ব দেবতৈঃ।"—'দিবি' অর্থাৎ পরব্যোম বৈকুণ্ঠে, গোলোক-বৃন্দাবনে ক্রীড়া করেন, শোভিত হন বলিয়া তিনি 'দেব', যাঁহাকে সর্ব্ব দেবতাগণ স্তুতি করেন। শ্রীব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি—"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীভবতস্ত্রিলোক্যাম্। ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন ক্রীড়সি যোগমায়াম্।।" (ভাঃ ১০।১৪।২১)—'হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরাত্মন্, হে যোগেশ্বর, এই ত্রিভুবনে আপনি কোথায়, কিরূপে, কখন যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহা কে জানিতে পারে?' এস্থলে 'ত্রিভুবন' অর্থাৎ 'অন্তরাবাস'—গোলোক-বৃন্দাবন, 'মধ্যমাবাস'–অনন্ত বৈকুণ্ঠ, ও 'বাহ্যাবাস' —এই দেবীধাম (প্রমাণ—চৈঃ চঃ মধ্য ২১পঃ ৪৩-৫৩)। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরাবাস-রূপ গোলোক-বৃন্দাবনে তাঁহার নিত্য ক্রীড়াপরায়ণতা বা লীলা- পরায়ণতা এইপ্রকার—"চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু কল্পবৃক্ষ-লক্ষাবৃতেষু সুরভী-রভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মী-সহস্রশত-সম্ভ্রম-সেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" (ব্রহ্মসংহিতা)। সুতরাং এইরূপ 'দেবস্য' "সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলাকল্লোল-বারিধিঃ" যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য—অর্থাৎ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের] বরেণ্যং ভর্গঃ [শ্রেষ্ঠা শক্তিকে; ভর্গ—তেজ অর্থাৎ শক্তি "শক্তিরূপং বদন্তি চ" (অগ্নিপুরাণ); শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা (পরা) শক্তি—স্বরূপশক্তি অর্থাৎ শ্রীরাধিকা—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা।।" (বৃহীেতমীয় তন্ত্র); অতএব 'বরেণ্যং ভর্গঃ' অর্থাৎ স্বরূপশক্তি পরদেবতা সগণ শ্রীরাধিকাকে] ধীমহি [আমরা ধ্যান করি; এস্থলে বিচারণীয় যে, এই ধ্যান শ্রীকৃষ্ণ-বিহীন কেবল শ্রীরাধিকার ধ্যান নহে; মূলতত্ত্ববস্তু যে-শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারই স্বরূপশক্তির ধ্যান অর্থাৎ উক্ত শক্তি-সমন্বিত মূলতত্ত্ববস্তুর ধ্যান—ইহাতে শ্রীগোপাল-তাপনী উপনিষদে কথিত 'গোপীজনবল্লভ-বিজ্ঞান' প্রকাশিত হয়, অন্যথা নহে।]—**যঃ** [যে গোপীজনবল্লভ] **নঃ** [তদীয়-সেবাকাঙ্ক্ষী আমাদের] **ধিয়ঃ** [বুদ্ধিসমূহকে প্রচোদয়াৎ ['প্রেমা পুমর্থো

মহান' তস্মিন্ প্রেরয়েতু অর্থাৎ পরম-পুরুষার্থ যে শ্রীগোপীজনবল্লভের প্রতি অবিকৃত আত্মার প্রেমা, তৎপ্রতি প্রেরিত করুন।]।

দ্বিতীয় বিভাগ

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র

(১)

প্রাক্কথন

শ্রীব্রহ্মার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র লাভ

ব্রহ্মসংহতিায় উক্ত আছে যে, শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা উদিত হইলে পর তিনি সর্ব্বদিকে যখন অন্ধকার দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যা সরস্বতী (বাণী) শ্রবণ করিলেন,–"হে ব্রহ্মন্! "**ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা**"–এই মন্ত্রই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করাইবে। তুমি এই মন্ত্রের দ্বারা তপস্যা কর, ইহাতে তোমার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে।' তদনুসারে শ্রীব্রহ্মা বেণুবাদনশীল গোপীগণ-পরিবৃত গোলোক-বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করিতে লাগিলেন (ব্রহ্মসংহিতা ৫।২২-২৬)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৫।২১৮-২২১) ইহার বর্ণনা এইপ্রকার—

"বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্ন-মণ্ডপ তঁহি রত্ন-সিংহাসনে।
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগত মোহন ।।
বাম পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে।
যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন।"

শ্রীগোপালতাপনীতে (১।২৭-২৮) উক্ত আছে যে, ব্রহ্মা সনকাদি মুনিগণকে বলিলেন,—'আমি আমার পরমায়ুঃ দ্বিপরার্দ্ধ-কালের প্রথমভাগে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি ও স্তব করি; দ্বিতীয় পরার্দ্ধে অর্থাৎ নিশাকাল অতীত হইলে সেই পরমপুরুষ গোপবেশ ধরিয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। আমি জগৎসৃষ্টি করিবার অভিলাষী ছিলাম। শ্রীভগবান্ অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র মধ্যেই যে সূক্ষ্মরূপে জগৎ বর্ত্তমান, তাহা তিনি স্বয়ং আমার বুদ্ধিগোচর করিলেন। আমি 'ক্লী'-বীজের অন্তর্গত ক-কার হইতে জল, ল-কার হইতে ভূমি, ঈ-কার হইতে তেজ, নাদবিন্দু হইতে চন্দ্র ও সমগ্র 'ক্লী' হইতে সূর্য্য সৃষ্টি করিলাম। পরে 'কৃষ্ণায়' হইতে আকাশ, 'গোবিন্দায়' হইতে বায়ু, 'গোপীজন-বল্লভায়' হইতে কামধেনু ও চতুর্দ্দশ বিদ্যা, 'স্বাহা" হইতে স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি এই সমগ্র জগৎ প্রকাশ করিলাম।' ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রীব্রহ্মাই সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে লব্ধ কামবীজ তথা অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ও কামগায়ত্রী-দ্বারা শ্রীশ্রীরাধা- গোবিন্দের উপাসনার আদি আচার্য্য। এমনকি তিনি 'চতুঃশ্লোকী ভাগবত যাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তিনি নন্দনন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই—ইহা শ্রীজীব-গোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্ব-কৃত 'তন্ত্রসার-সংগ্রহে' অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

"কৃষ্ণো গোবিচ্চ কামেতঃ সোদ্দেশো বল্লবীজনঃ।
প্রিয়শ্চ তাদৃশঃ স্বাহা-যুগষ্টাদশ-বর্ণকঃ।
পদৈরঙ্গানি সম্প্রীতি-কাম-মোক্ষপ্রদো মনুঃ।"

এস্থলে ‘গোবিৎ’—গোবিন্দ, ‘বল্লবীজনঃ’–গোপীজনঃ, প্রিয়ঃ—বল্লভঃ, একত্রে ‘গোপীজনবল্লভঃ। তাহা সম্প্রদান-কারকে অর্থাৎ ৪র্থী-বিভক্তি যোগে ‘স্বাহা’-যুক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র। ইঁহা ‘সম্প্রীতি’ (কৃষ্ণপ্রেম), কাম (ত্রিবর্গ) ও মোক্ষ-প্রদানে সমর্থ। এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত।

হরিভক্তিবিলাসে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন

“মন্ত্রাপ্ত কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতার-বীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবর্ত্তমাঃ।।
তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষ্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ।।”

(হঃ ভঃ বিঃ ১।১৫৫, ১৫৯)

সকল অবতারের বীজস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্ত্রসকল সমস্ত মন্ত্র হইতে অতিশয় বীর্য্যবান্। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানাথ প্রভৃতি বহুবিধ মূর্তিসমূহের মধ্যে যে-মূর্ত্তিতে তিনি গোপলীলা দ্বারা নিজ ভগবত্তা অতিশয় বিস্তার করিয়াছেন, সেই গোপলীলা-সম্বন্ধিত মন্ত্রসমূহ শ্রেষ্ঠ। আবার তন্মধ্যেও অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র শ্রেষ্ঠতম। এইজন্য এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রকে ‘মন্ত্ররাজ’-রূপে বলা হইয়া থাকে।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের ঋষি প্রভৃতির পরিচয়

“ওঁ অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রস্য শ্রীনারদ-ঋষিঃ, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সকললোক- মঙ্গলো নন্দতনয়ো দেবতা, ক্লী বীজং, স্বাহা শক্তি, কৃষ্ণঃ প্রকৃতিঃ দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতাঽভিমতার্থে বিনিয়োগঃ।” (হঃ ভঃ বিঃ ৫। ১৪৬)।

শ্রীনারদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দ, সকল লোকের মঙ্গল- দাতা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা, ক্লী বীজ, স্বাহা শক্তি, কৃষ্ণ প্রকৃতি ও যোগমায়া দুর্গা ইহার অধিষ্ঠাত্রী। বাঞ্ছিত প্রাপ্তির জন্য ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র-সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক

“গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সেব্য অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের নির্দিষ্ট কৃষ্ণই ‘মদনমোহন’, গোবিন্দই ‘গোবিন্দ’ এবং গোপীজন-বল্লভই ‘গোপীনাথ’। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই ‘সম্বন্ধ’। গোবিন্দ-সেবাই ‘অভিধেয়’ এবং গোপীজন-বল্লভ-কর্তৃক আকৃষ্টিই ‘প্রয়োজন’। শ্রীমন্মহাপ্রভু-উপদিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন- তত্ত্বত্রয়াশ্রয় ভগবদ্বিগ্রহ এই তিন ঠাকুর–বৃন্দাবনের অধিদেব।” (চৈঃ চঃ আদি ১।১৯ পয়ারের শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত ‘অনুভাষ্য’)।

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই সকল গোপাল-মন্ত্রের বীজ

“এতস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্ গোবিন্দস্য মনবো মানবনাম্ ।
দশার্ণাদ্যাস্তেঽপি সক্রন্দনাদ্যৈরভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবৎ।”

(গোপালতাপনী উঃ ১।২৬)

অর্থাৎ ‘এই পঞ্চপদ মন্ত্র (ক্লী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) হইতে অন্য ‘দশাক্ষর-মন্ত্র' প্রভৃতি গোবিন্দের মন্ত্রগুলি [সনকাদি] মুনিগণের নিকট প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যকামী ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুক্তিকামী সনকাদি মুনিগণ এবং ভক্তিকামী শ্রীনারদাদি ভক্তগণ সেই মন্ত্রের যথাবিধি উপাসনা করিয়া থাকেন।' অতএব অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র—দশাক্ষর-মন্ত্রাদি সকল গোপাল-মন্ত্রের মূল বলিয়া তাহা ‘মন্ত্ররাজ’-রূপে খ্যাত। শ্রীল ঈশ্বর-পুরীপাদ শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ী বলিয়া সাম্প্রদায়িক অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের অধিকারী হওয়ায় স্বতঃই দশাক্ষর-মন্ত্রেরও অধিকারী। সুতরাং তিনি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে তাঁহার দীক্ষালীলা-

নির্ব্বাহের জন্য ও তাঁহার অবতরণের মূল-উদ্দেশ্য বুঝিয়া কেবল প্রয়োজনাত্মক দশাক্ষর-মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

(২)

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র সম্বন্ধে

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"কৃষ্ণলীলা—প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ-মানব-নয়নগোচর যে বৃন্দাবন-লীলা, তাহাই 'প্রকট কৃষ্ণলীলা' এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই 'অপ্রকট'। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট এবং গোকুলে অপ্রকট-লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক চক্ষে প্রকট হন । কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব বলিয়াছেন—"অপ্রকট-লীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকটলীলায়া- মভিব্যক্তিঃ।" অর্থাৎ অপ্রকট-লীলার অভিব্যক্তিই প্রকট-লীলা। কৃষ্ণসন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন,–"শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষো গোলোকত্বম্; তত্র প্রাপঞ্চিকলোক-প্রকটলীলাকাশত্বেনাবভাসমানঃ প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্।" অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-লোকে প্রকট-লীলা হইতে যে অবকাশ, তাহাতে যে লীলার অপ্রকটভাবে অবভাস হয়, তাহাই 'গোলোক-লীলা'। সুতরাং শ্রীরূপের ভাগবতামৃত-বচনই এই কথার সমাধান—"যত্তু গোলোক-নাম স্যাত্তচ্চ গোকুল-বৈভবম্। তাদাত্ম্য-বৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ।।" অর্থাৎ গোকুলের তাদাত্ম্য-বৈভবই তাহার মহিমার উন্নতি। অতএব গোলোক — গোকুলের বৈভব মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অখিল লীলা গোকুলে অপ্রকট হইলেও গোলোক ধামে নিত্য প্রকট। সেই গোকুলের বৈভব-রূপ গোলোকে বদ্ধজীব- সম্বন্ধে অপ্রকট-লীলার যে প্রকটতা, তাহাই আবার দুইপ্রকার, অর্থাৎ মন্ত্রোপাসনাময়ী এবং স্বারসিকী। শ্রীজীব বলিয়াছেন যে, তত্তদেকতর স্থানাদি—নিয়ত-স্থিতিক ও তত্তন্মন্ত্রধ্যানময়। একটী মাত্র

লীলার উপযুক্ত স্থানেই নিয়ত-স্থিতিভাবে মন্ত্রধ্যান হইয়া থাকে, সেই ধ্যানগত গোলোক-প্রকাশই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা। আবার নানা ক্রীড়া বিহারে নানা স্থান-ব্যাপিনী যে লীলা, তাহা বিবিধ স্বেচ্ছাময়ী, অতএব 'স্বারসিকী'। এই শ্লোকে দুই প্রকারই অর্থ আছে। এক অর্থ এই যে,— অষ্টাদশাক্ষরময়ী লীলায় মন্ত্রগত পদ স্থানে স্থানে ন্যস্ত হইয়া কৃষ্ণের একটী মাত্র লীলা প্রকাশ করে; যথা—"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা।" এই মন্ত্রকে ষড়ঙ্গ ষটপদী মন্ত্র বলে —(১) কৃষ্ণায়, (২) গোবিন্দায়, (৩) গোপীজন, (৪) বল্লভায়, (৫) স্বা, (৬) হা—এই ষড়ঙ্গ পদী উত্তরোত্তর ন্যস্ত করিয়া দেখাইলে মন্ত্রের অবস্থিতি হয়।

ষকোণ মহাযন্ত্র এইরূপ—বীজ অর্থাৎ কামবীজ 'ক্লীং'যন্ত্র-কীলক-স্বরূপে অভ্যন্তরস্থিত। এইরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া চিন্ময়তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রধ্বজের (চন্দ্রধ্বজ নামক রাজা অথবা চন্দ্রশেখর মহাদেবের) ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান হয়। "স্বা-শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎপ্রকৃতিঃ পরা" ইতি গৌতমীয়- তন্ত্রোপদেশে। এইপ্রকার অর্থদ্বারা মন্ত্রোপাসনাময়ী একস্থান-স্থিতা লীলানুভূতি হয়—ইহাই মন্ত্রোপাসনার তাৎপর্য্য। সাধারণ তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণের চিন্ময় - লীলায় প্রবেশ করিবার যাঁহার নিতান্ত বাসনা, তিনি ভক্তিরস-জনিত সম্বন্ধ- জ্ঞানের আলোচনার সহিত স্বীয় চিৎস্বরূপগত কৃষ্ণসেবা বিধান করিবেন। (১) কৃষ্ণস্বরূপ, (২) কৃষ্ণের চিন্ময় ব্রজলীলাবিলাস-স্বরূপ, (৩) তৎপরিকর গোপীজন-স্বরূপ, (৪) তদ্বল্লভ অর্থাৎ গোপীর অনুগতভাবে কৃষ্ণে আত্মনিবেদন-স্বরূপ, (৫) শুদ্ধজীবের চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপ এবং (৬) চিৎপ্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-স্বভাব—এই স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে সম্বন্ধ-স্থাপন হয়। তাহাতে আত্মসংযোগ-স্বরূপ অভিধেয়-নিষ্ঠাক্রমে পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পুরুষ ও শ্রীরাধার দাসীরূপা 'অহং' প্রকৃতি—এই ভাবগত সেবাসুখই একমাত্র রস—ইহাই অর্থ। সাধনাবস্থায় গোলোকে বা গোকুলে মন্ত্রোপাসনা-ধ্যানময়ী লীলা, এবং সিদ্ধাবস্থায় অসঙ্কোচিত বিহাররূপ লীলার উদয়—ইহাই গোলোক বা

গোকুলের স্থিতি। (শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত শ্রীব্রহ্মসংহিতার ৩য় শ্লোকের তাৎপর্য)

(৩)

শ্রীগোপালতাপনী উপনিষৎ-অনুসারে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র-ব্যাখ্যা

“ক্লী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।”

“তদু হোচু কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দশ্চ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ, কা স্বাহেতি।” (শ্রীগোঃ তাঃ ১।৭)।

সনকাদি মুনিগণ মন্ত্রের গূঢ়ার্থ জানিবার জন্য শ্রীব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন –হে ব্রহ্মন্! ‘কৃষ্ণ’ কে? ‘গোবিন্দ’ কে? ‘গোপীজন-বল্লভই’ বা কে? এবং ‘স্বাহা' কে?

“তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ পাপকর্ষণো গো-ভূমি-বেদ-বিদিতো বিদিতা গোপীজনাবিদ্যাকলা-প্রেরকস্তন্মায়া চেতি।” (শ্রীগোঃ তাঃ ১।৮)।

শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃতা এই শ্রুতির ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ —

শ্রীব্রহ্মা সেই সকল প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে প্রদান করিতেছেন; প্রথমে ‘কৃষ্ণঃ’-পদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে—‘কৃষ্ণ’ অর্থাৎ ‘পাপকর্ষণঃ’; এস্থলে ‘কর্ষতি সর্ব্বাপরাধান্’, ইহা ‘কৃষ্ণ’-শব্দের নিরুক্তি; অর্থাৎ যিনি সকল পাপ এমনকি অসুর-কৃত পাপ পর্য্যন্ত কর্ষণ (নাশ) করিয়া থাকেন। এইপ্রকারত্ব-হেতু শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-দ্বারা যিনি “প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং” (ভাঃ ১০।৩১।৭) অর্থাৎ শরণাগতের পাপকর্ষণ-কারিরূপে

প্রসিদ্ধ, পুনরায় “অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং” (ভাঃ ৩।২।২৩) অর্থাৎ জিঘাংষু পূতনাকে যিনি ধাত্রীপ্রাপ্য গতি প্রদান করিয়াছিলেন, এইরূপে যিনি ‘পূতনারি’‘অঘারি’ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই উক্ত ‘কৃষ্ণ’-শব্দের বাচ্য।

[“কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।।” (মহাভারত)—কৃ-ধাতুর অর্থ সত্তা, ণ–নির্বতি (আনন্দ)- বাচক; এই উভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ-শব্দে পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয়। “নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ” (পদ্মপুরাণ)—‘আমার সকল নামসমূহের মধ্যে ‘কৃষ্ণ’-নাম মুখ্যতম।' “তমাল-শ্যামল-ত্বিষি শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয়ে। কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ।।” (নামকৌমুদী) অর্থাৎ ‘তমাল-শ্যামল-বর্ণ ও যশোদা-স্তনপায়ী—এই দুইটী ‘কৃষ্ণ'-নামের সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণীত মুখ্য অর্থ।]

গোবিন্দ—এস্থলে গো-শব্দের গৃহীত ১ম অর্থ—প্রসিদ্ধ পশুজাতি-বিশেষ, ২য় অর্থ—ভূমি (অর্থাৎ ভুবন), ৩য় অর্থ—বেদ; সেই ত্রিবিধ ‘গো’তে যিনি ‘বিদিতঃ’ অর্থাৎ বিখ্যাত, এবং উক্ত ত্রিবিধ গো-কে যিনি ‘বিদিতা’ (বিদ্-ধাতু লাভার্থে) অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি ‘গোবিন্দ’। ১ম ‘গো’-শব্দে নন্দ-গোকুলস্থ গাভীগণ লক্ষিত—সেই গাভীগণ-মধ্যে তাঁহার লীলা সুপ্রসিদ্ধ এবং ২য় ও ৩য় অর্থ-স্থলে—তিনি তাঁহার সর্ব্বাকর্ষক রূপ, গুণ ও সর্ব্বাকর্ষিণী স্বেচ্ছাচারিতাময়ী লীলাহেতু ত্রিভুবনে ও সমগ্র বেদে সর্ব্ববিদিত বলিয়া তিনি ‘গোবিন্দ’। ইহা ‘কৃষ্ণ’-নাম হইতে ‘গোবিন্দ’-নামের বৈশিষ্ট্য।

গোপীজন-বল্লভ—পূর্ব্বে উক্ত শ্রীগোপালতাপনীতে বলা হইয়াছে—“গোপীজনবল্লভ-জ্ঞানেন তজ্জ্ঞাতং ভবতি।” (১।৫) —গোপীজনবল্লভের স্বরূপ-বিজ্ঞান লাভ করিলে সকল বিজ্ঞাত হয়। এস্থলে সেই ‘গোপীজন’-শব্দের অর্থ বলা হইল—‘আবিদ্যা-কলাঃ' অর্থাৎ সম্যক্

বিদ্যা অর্থাৎ প্রেমভক্তি-বিশেষরূপা মূর্ত্তিসমূহ। তাহাই শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বিশেষ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, যথা—"আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এর নিজরূপতয়া কলাভিঃ।" অর্থাৎ আনন্দ-চিন্ময়াত্মক রসদ্বারা প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপতা-হেতু প্রসিদ্ধা, হ্লাদিনী-শক্তিরূপা যে ব্রজসুন্দরীগণ, তাঁহারাই 'গোপীজন'-শব্দের বাচ্য। "গোপী তু প্রকৃতী রাধা জনস্তদংশ-মণ্ডলঃ।" অর্থাৎ গোপী—মূল-শক্তি শ্রীরাধিকা এবং জন—তাঁহার অংশমণ্ডল বা কায়ব্যূহ-রূপা সখীগণ। তাঁহাদের 'বল্লভ'। এস্থলে 'বল্লভ'-শব্দের অর্থ বলা হইল—'প্রেরক', অর্থাৎ স্বলীলা-সমূহে প্রবর্ত্তক (প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা) অর্থাৎ রমণ। অতএব'গোপীজন-বল্লভ' বলিতে স্বতঃই সগণ শ্রীরাধা-সহ শ্রীকৃষ্ণ অথবা 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ' যুগল লক্ষিত হন (এহেতু এই অষ্টদশাক্ষর-মন্ত্রকে যুগল-মন্ত্রও বলা হইয়া থাকে)। সুতরাং গোবিন্দত্ব-জ্ঞান-সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকে এস্থলে পরমপ্রেমাত্মক-বিশিষ্টরূপে জ্ঞানের দ্বারাই সুষ্ঠু 'তজ্ঞান' লাভ হইয়া থাকে।

স্বাহা—এস্থলে 'স্বাহা'-শব্দের অর্থ বলা হইল—'তন্মায়া'। মায়া বলিতে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের 'যোগমায়া' অর্থাৎ স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি লক্ষিত হন; তিনি ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পণ করেন, অর্থাৎ যোগযুক্ত করেন। এস্থলে মন্ত্রোক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'কৃষ্ণ', বৈশিষ্ট্য-পূর্ণতর 'গোবিন্দ' ও বৈশিষ্ট্য-পূর্ণতম 'গোপীজন-বল্লভ'-চরণের সহিত সাধক-সাধিকাগণকে যিনি যোগযুক্ত করেন, সেই 'স্বাহা' মন্ত্রের সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হইলেন ("এ দাসে জননি! করি অকৈতব দয়া। বৃন্দাবনে দেহ স্থান তুমি যোগমায়া ।। তোমারে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।" ইত্যাদি।)

["স্বাহা-পদের—'স্বাহা চাত্মসমর্পণমিতি'—এইরূপ অর্থ কথিত হইয়া থাকে। যাঁহার সাহায্যে আত্মসমর্পণ করা যায়, তিনি হইতেছেন 'স্বাহা"। এই 'স্বাহা'-পদের উচ্চারণে বা স্মরণ-দ্বারা গোপীজন-বল্লভের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তগণের সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করা হয়। সেইজন্য এইরূপ চিন্তা করতঃ 'স্বাহা'-পদের উচ্চারণ বা স্মরণ করিতে হইবে যে,

আমি যেন গোপীজনবল্লভের শ্রীপদারবিন্দে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক তদ্দাসত্বে নিযুক্ত হইতেছি।”]

তৃতীয় বিভাগ

শ্রীকাম-গায়ত্রী

(১)

প্রাক্কথন

বেদমাতা গায়ত্রী—কামগায়ত্রী-রূপে প্রকটিতা

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, বেদমাতা গায়ত্রী গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবা লাভের জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিলেন; তখন তিনি কামগায়ত্রী-রূপে পরিচিতা হন। অনাদিকাল-সিদ্ধা গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রী-রূপে প্রকট ছিলেন, পরে অন্যান্য উপনিষদ্‌গণের সৌভাগ্য আলোচনা করিয়া সাধনা-দ্বারা গোপাল-উপনিষদের সহিত ব্রজে আবির্ভূত হন।

কামগায়ত্রী—সকল গায়ত্রী মধ্যে শ্রেষ্ঠা

"কামগায়ত্রী—সমস্ত গায়ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কেননা, তাহাতে যে ধ্যান ও প্রার্থনা আছে, তাহা সম্পূর্ণ চিদ্বিলাসময়; সেরূপ আর কোন গায়ত্রীতে নাই। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের পর যে গায়ত্রী লাভ হয়, সে–কামগায়ত্রী। এই গায়ত্রীতে শ্রীগোপীজন-বল্লভের পরিপূর্ণ ধ্যানানন্তর তদীয় লীলার অধ্যাস এবং সেই অপ্রাকৃত অনঙ্গ-লাভের প্রার্থনা উদ্দিষ্ট। চিজ্জগতে ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট রসাশ্রিত প্রেমচেষ্টা নাই।" (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।২৭ শ্লোকের 'তাৎপর্য্য')।

কামগায়ত্রী-সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক

"কামদেব বা মদনমোহন-কৃষ্ণই সম্বন্ধাধিদেবতা, পুষ্পবাণ বা গোবিন্দই অভিধেয়াধিদেবতা এবং অনঙ্গ বা গোপীজনবল্লভই

প্রয়োজনাধিদেবতা। কামগায়ত্রী—অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত-অনুভূতিতে অপ্রাকৃত-বচনালম্বন-দ্বারা সাধক কৃষ্ণের উপাসনা করেন।” (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩৭ পয়ারের শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত ‘অনুভাষ্য’)।

প্রাকৃত কাম ও অপ্রাকৃত কাম-মধ্যে পার্থক্য

“জড় বা প্রাকৃত ও তদ্বিপরীত চিন্ময় বা অপ্রাকৃত—উভয় অবস্থাতেই ‘কাম’ বর্ত্তমান বটে, তবে জড়-কাম কালদ্বারা ক্ষুব্ধ হয় অর্থাৎ প্রকাশকালেই ইহার অনুভূতি হয় এবং পরক্ষণেই মলিন হয় ও থাকে না। আর অপ্রাকৃত কাম—নিত্য নব-নবায়মান অর্থাৎ কালে তাহার সমাপ্তি নাই, সর্ব্বদাই উজ্জ্বল থাকে। জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কাম—জড়দেহ-মনোবৃত্তি এবং উহা ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর প্রত্যেক কৃষ্ণবিমুখ জীবের নিসর্গে বর্ত্তমান, কিন্তু তাৎকালিক মাত্র। আর চিদিন্দ্রিয়ের সেব্য মদন—মন্মথ-মন্মথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র; তিনি নিত্য নবীন, স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ।” (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩৭ পয়ারের শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত ‘অনুভাষ্য')।

সম্বন্ধ-তত্ত্ব জ্ঞান হইলে কামগায়ত্রী-দ্বারা কৃষ্ণোপাসনা

“কৃষ্ণসম্বন্ধ-তত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থাতে অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুইপ্রকার—‘স্বরূপগত’ ও ‘বস্তুগত’। তত্ত্বপ্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ এখনও জড়সম্বন্ধ বিগত হয় নাই, এমত অবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্বের কথঞ্চিৎ উদয় হইলে ‘স্বরূপতঃ’ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়, কিন্তু ‘বস্তুতঃ’ হয় না। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছা-ক্রমে সম্বন্ধ রহিত হইলেই ‘বস্তুতঃ’ বৃন্দাবনে অবস্থিতি হয়। স্বরূপাবস্থিতিতে সাধনা আছে, সেই সময় চিন্ময়ী কামগায়ত্রী ও চিন্ময়ী কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে।” (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩৭ পয়ারের শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃত ‘অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য’)।

(২)

মন্ত্রার্থ-দীপিকা

[শ্রীশ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-কৃতা]

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রসাদেন বীজস্য হ্যর্থদীপিকা।
বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-নাম্নাপি ক্রিয়তে ময়া।।১ ।।

বঙ্গানুবাদ—১। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর কৃপায় 'বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী' নাম-বিশিষ্ট আমার দ্বারা কামবীজের অর্থ-প্রকাশিকা 'মন্ত্রার্থদীপিকা' রচিত হইতেছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োবীজাভিধানম্—রাসোল্লাস-তন্ত্রে যথা—

কামবীজাত্মকঃ কৃষ্ণো রতিবীজাত্মিকা রাধা।
তয়োঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ।।২।।

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বীজ-স্বরূপত্ব

২। 'শ্রীরাসোল্লাস'-নামক তন্ত্রে শ্রীরাধাকৃষ্ণ দুইয়ের কামবীজ-স্বরূপ বর্ণিত আছে, যথা—শ্রীকৃষ্ণ কামবীজাত্মক (ক্লী) এবং শ্রীরাধা রতিবীজাত্মিকা (শ্রী)। তাঁহাদের বীজের সঙ্কীর্ত্তন-দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রসন্ন হন।

তত্রাদৌ কামবীজার্থঃ—

কামানাং স্বাভিলাষাণাং চ বীজং যদ্বা কামোদ্দীপনস্য বীজং অথবা কামৈঃ পূর্ণং বীজং কামবীজম্ ।।৩।।

কামবীজের অর্থ

৩। প্রথমে কামবীজের অর্থ বলা হইতেছে—কামসমূহের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক নিজ অভিলাষসমূহের বীজই ‘কামবীজ’। অথবা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক যে কাম, অর্থাৎ অভিলাষ, তাহার উদ্দীপক বীজকে ‘কামবীজ' বলা হয় । কিংবা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বিষয়ক কামসমূহ-দ্বারা পরিপূর্ণ যে বীজ, তাহাই ‘কামবীজ’-নামে কথিত ।

কামবীজ-লক্ষণম্—গৌতমীয়-তন্ত্রে যথা—

বিনা বীজেন মন্ত্রাণাং বিফলং জায়তে ফলম্।
পঞ্চালঙ্কার-সংযুক্তং বীজন্তু পরমাদ্ভূতম্॥
ককারশ্চ লকারশ্চ ঈকারশ্চার্দ্ধচন্দ্রকঃ।
চন্দ্রবিন্দুশ্চ তদ্যুক্তং কামবীজমুদাহৃতম্॥৪॥

কামবীজের লক্ষণ

৪। কামবীজের লক্ষণ গৌতমীয়-তন্ত্রে এইরূপে ব্যাখ্যাত আছে, যথা—বীজ বিনা মন্ত্রসমূহের (জপ-) ফল বিফল হয়। পঞ্চ অলঙ্কার-দ্বারা সংযুক্ত এই কামবীজ পরম অদ্ভুত (অপূর্ব্ব, অলৌকিক)। ক-কার,ল-কার, ঈ-কার, অর্দ্ধচন্দ্র ও চন্দ্রবিন্দু—এই পঞ্চ অলঙ্কার। ইঁহাদের একত্র যোগ কামবীজ নামে কথিত হয় ।

ক্লীমিতি, কামবীজমেকাক্ষরম্। গৌতমীয়-তন্ত্রে অস্যার্থো যথা—

ক্লীঙ্কারাদজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিরঃ।
লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জল-সম্ভবঃ।।
ঈকারাদ্বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত।
বিন্দোরাকাশ-সম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকো মনুঃ।।৫।।

কামবীজ হইতেই বিশ্বসৃষ্টি

৫।‘ক্লীং’—ইহা একাক্ষর কামবীজ। গৌতমীয়-তন্ত্রে ইহার অর্থ এইপ্রকারে বর্ণিত আছে, যথা—শ্রীব্রহ্মা ক্লীং-কার হইতে বিশ্ব সৃজন

করিয়াছেন বলিয়া উপনিষদ্ভাগে (যথা গোপাল-তাপনী উপনিষদে) বলা হইয়াছে। ল-কার হইতে পৃথিবী, ক-কার হইতে জল, ঈ-কার হইতে অগ্নি, নাদ হইতে বায়ু ও বিন্দু হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই মন্ত্র (বা বীজ) পঞ্চভূতাত্মক।

বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রে—

ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ঈকারঃ প্রকৃতী রাধা নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী।
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেমসুখং তয়োশ্চ কীর্ত্তিতম্।
চুম্বনানন্দ-মাধুর্য্যং নাদবিন্দুঃ সমীরিতঃ।৬।।

কামবীজ-প্রেমময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-স্বরূপ

৬। বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রে উক্ত আছে—ক-কার দ্বারা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, ঈ-কার দ্বারা পরমা প্রকৃতি নিত্যস্বরূপা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকা বুঝায় । ল-কার—উভয়ের আনন্দাত্মক প্রেমসুখ-রূপে কথিত এবং নাদবিন্দু—চুম্বনানন্দ-মাধুর্য্যরূপে লক্ষিত হন। অথ কামবীজস্য শ্রীবিগ্রহাত্মকত্বম্—সনৎকুমার-সংহিতায়াম্—

অথ শ্রীকামবীজস্য শরীরং বিগ্রহাত্মকম্।
শ্রীকৃষ্ণশরীরাভিন্নান্যক্ষরাণি ক্রমাৎ শৃণু।
ককারেণ শিরো ভালো ভ্রূর্নাসা নেত্র-কর্ণকৌ।
লকারেণ ভবেদ্গাণ্ডস্তদন্তো হনুরূপকঃ ।।
চিবুকোহথ গ্রীবা চৈব কণ্ঠঃ পৃষ্ঠঞ্চ সুব্রত।
ঈকারঃ স্কন্ধো বাহুশ্চ কফোণিরঙ্গুলীনখঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রো বক্ষস্তন্দঃ পার্শ্বৌ নাভিঃ কটিস্তথা।
চন্দ্রবিন্দাবূরু-জানুজংঘা গুল্ফশ্চ পাদকঃ।।
পার্ফিশ্চাপ্যঙ্গুলী চৈব নখেন্দুরপি নারদ।
ইতি বিগ্রহরূপশ্চ কামবীজাত্মকো হরিঃ।।৭।।

কামবীজ—শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-স্বরূপ

৭। অনন্তর কামবীজের শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাত্মক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে, যথা সনৎকুমার-সংহিতায়—অতঃপর শ্রীকামবীজের অবয়ব শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহাত্মক, সেই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে অভিন্ন যে কামবীজের অক্ষর-সমূহ, তাহা ক্রমান্বয়ে শ্রবণ কর । ক-কার দ্বারা—মস্তক, ভাল (ললাট), ভ্রূ, নাসিকা, নে ও কর্ণ; ল-কার দ্বারা—গণ্ড, গণ্ডের অন্তভাগস্থ হনু, চিবুক, গ্রীবা, কণ্ঠ, পৃষ্ঠদেশ, ঈ-কার—স্কন্ধ, বাহু, কনুই, অঙ্গুলি, নখরাজি; অর্দ্ধচন্দ্র–বক্ষ, উদর, পার্শ্বদ্বয়, নাভি, কটি এবং চন্দ্রবিন্দু—উরু, জানু, জঙ্ঘা, গুল্ফ (পদের গ্রন্থি), পদ, পার্ষ্ণি (গুল্ফের নিম্নভাগ), অঙ্গুলি ও নখচন্দ্র স্বরূপ। হে নারদ! এইপ্রকারে শ্রীহরি-বিগ্রহ কামবীজাত্মক-রূপে বিরাজিত ।

তত্রৈব—

বীজাক্ষরং পঞ্চ পুষ্পবাণ-তুল্যং ক্রমাৎ শৃণু।
ককারশ্চাত্রমুকুলো লকারশ্চাশোকঃ স্মৃতঃ।
ঈকারো মল্লিকাপুষ্পং মাধবী চার্দ্ধচন্দ্রকঃ।
বিন্দুশ্চ বকুলপুষ্পমেতে বাণাঃ স্যুরের চ॥৮॥

কামবীজ—পঞ্চ পুষ্পবাণ-স্বরূপ

৮। উক্ত সনৎকুমার-সংহিতায় আরও বলা হইতেছে যে, এই কামবীজ-এর অক্ষরসমূহ পঞ্চ পুষ্পবাণ-তুল্য; তাহা ক্রমে শ্রবণ কর। ক-কার— আম্রমুকুল, ল-কার—অশোক পুষ্প, ঈ-কার—মল্লিকা-পুষ্প, অর্দ্ধচন্দ্র—মাধবী এবং নাদবিন্দু—বকুল পুষ্প-স্বরূপ।

অথ কামগায়ত্র্যর্থঃ-

গায়ত্রী সা মহামন্ত্রঃ কামপূর্ব্বার্থ কথ্যতে।
সাধকা যাং গৃহীত্বৈব জায়ন্তে ব্রজমণ্ডলে॥৯॥

কামগায়ত্রীর পরিচয়

৯। কামগায়ত্রীর অর্থ—এই কামপূর্ব্বা গায়ত্রী অর্থাৎ ‘কামগায়ত্রী’মহামন্ত্র- রূপে কথিত হন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সাধকগণ ব্রজমণ্ডলে গমন করেন।

কামবীজেন সহ সংযুক্তা যা গায়ত্রী সা কামগায়ত্রী। যদ্ধা কামবীজস্য যা গায়ত্রী সা কামগায়ত্রী। অস্যাঃ উপাস্যঃ (সাধ্যঃ) দেবঃ শৃঙ্গার রসরাজ- স্বরূপাভিন্নো মদনঃ শ্রীকৃষ্ণো নন্দাত্মজঃ। অস্য ধাম বৃন্দাবনমেব ।।১০ ।।

১০। কামবীজের সহিত সংযুক্তা যে গায়ত্রী, তাঁহা ‘কামগায়ত্রী’। অথবা কামবীজের যাঁহা গায়ত্রী, তাঁহা কামগায়ত্রী। ইঁহার উপাস্য দেব- শৃঙ্গার- রসরাজ-স্বরূপ হইতে অভিন্ন যে ‘মদন’ অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণ, নন্দনন্দন। ইঁহার ধাম—বৃন্দাবনই।

কামগায়ত্রী-লক্ষণম্—সনৎকুমার-সংহিতায়াম্—

আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেব-পদং বদেৎ।
আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদঃ ততঃ।
ধীমহীতি তথোক্ত্বাথ তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।। ১১ ।।

কামগায়ত্রীর লক্ষণ

১১। কামগায়ত্রীর লক্ষণ বলা হইতেছে, যথা সনৎকুমার- সংহিতায় —প্রথমে মন্মথ অর্থাৎ ‘কামবীজ’ক্লী-শব্দকে উদ্ধৃত করিয়া তদনন্তর ‘কামদেব’-পদ ও উহার সহিত ‘আয়’ (অর্থাৎ ‘কামদেবায়’)- শেষে ‘বিদ্মহে’ যোগপূর্ব্বক ‘পুষ্পবাণায়’ ও ‘ধীমহি' পদদ্বয় কহিয়া তৎপশ্চাৎ ‘তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ’ বলিতে হইবে; (অর্থাৎ “ক্লীঁ কামদেবায়

বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ”—এই হইল সম্পূর্ণ কামগায়ত্রী)।

ক্লীমিতি বেণুমাধুর্য্যেণ শ্রীরাধিকাদীনাং মনো হরণাৎ। কামদেবায়েতি লীলা-মাধুর্য্যেণ শ্রীরাধিকাদীনাং বিবেকহরণাৎ। পুষ্পবাণায়েতি লাবণ্যগুণ- মাধুর্য্যাদিভিঃ শ্রীরাধিকাদীনাং সম্ভোগ-রসোদ্দীপনাৎ ।।১২ ।।

কামগায়ত্রীর অর্থ

১২। **‘ক্লীঁ’**—ইহা শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্য্য-দ্বারা শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীগণের মনোহরণ- সূচক পদ; **‘কামদেবায়’**—ইহা লীলামাধুর্য্য-দ্বারা উক্ত ব্রজগোপী-গণের বিবেকহরণ-সূচক পদ; **‘পুষ্পবাণায়’**—ইহা লাবণ্য গুণমাধুর্য্য-দ্বারা ব্রজগোপীগণের মধ্যে সম্ভোগ-রস-উদ্দীপন সূচক পদ।

কামসম্বন্ধানুগয়োঃ কামানুগায়ামেবানয়া গায়ত্র্যা উপাস্যতে। কামান্ স্বাভিলাষান্ দীব্যতি প্রকাশয়তি। যদ্বা কামেন স্বাভিলাষেণ দীব্যতি ক্রীড়তি যঃ স কামদেবস্তস্মৈ কামদেবায় বিদ্মহে জানীমহি। কিম্ভুতায় ? পঞ্চ পুষ্পাণ্যেব পঞ্চ কামবীজাক্ষরাণি পঞ্চ বাণা অস্ত্রাণি শার্ঙ্গধনুর্গুণ-পঞ্চকে যস্য স পুষ্পবাণস্তস্মৈ পুষ্পবাণায় বয়ং ধীমহি ধ্যায়েম; গৌরবার্থে বহুবচনম্। এবং স্বরূপো যস্মাত্তস্মাদনঙ্গঃ ব্রজস্থিতো নবোঽপ্রাকৃতঃ কন্দর্পো নবীনমদনঃ, কামবীজ-কামগায়ত্রীভ্যাং যস্যোপাসনা তয়োর্য এবোপাস্যঃ স এবাত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষকোঽসমোর্দ্ধরূপঃ শ্যামো রসময়মূর্ত্তিঃ, শৃঙ্গার- রসরাজ-বিগ্রহো নো অস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রকর্ষেণ চোদয়াৎ প্রসীদতু— নিজদাস্যে নিযোজয়তু ইতি।।১৩।।

১৩। কামানুগা ভক্তি ও সম্বন্ধানুগা ভক্তি*—এই উভয়ের মধ্যে কামানুগা ভক্তিতেই এই গায়ত্রীর দ্বারা উপাসনা হইয়া থাকে।

(এক্ষণে কামগায়ত্রীর সকল পদের অর্থ বলা হইতেছে—) 'কামদেব' —কামসমূহ অর্থাৎ কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপর নিজ অভিলাষ-সমূহকে যিনি 'দীব্যতি' অর্থাৎ প্রকাশ করেন; অথবা যিনি কাম-বশে অর্থাৎ নিজ অভিলাষ-বশে 'দীব্যতি' অর্থাৎ ক্রীড়া করেন, তিনি কামদেব। 'কামদেবায়'– সেই তাঁহাকে, 'বিদ্মহে'অর্থাৎ জানি (তত্ত্বতঃ জানি)। কিপ্রকার কামদেবকে জানি ? 'কামবীজ'- এর পঞ্চ অক্ষর-রূপ পঞ্চ পুষ্প ('ক'—আম্রমুকুল, 'ল'–অশোক, মল্লিকা, অর্দ্ধচন্দ্র—মাধবী, নাদবিন্দু–বকুল)— পঞ্চবাণ-রূপ অস্ত্রসমূহ, তাহারা যাঁহার 'শার্স'-নামক ধনুষের গুণ-পঞ্চকে স্থিত থাকে, তিনি 'পুষ্পবাণ'; সেই 'পুষ্পবাণায়'—পুষ্পবাণকে আমরা 'ধীমহি' অর্থাৎ ধ্যান করি—গৌরবার্থে এস্থলে বহুবচন হইয়াছে। যেহেতু তাঁহার এইপ্রকার পুষ্পবাণ-স্বরূপ, সেহেতু তিনি —'**অনঙ্গ**', অর্থাৎব্রজ-স্থিত নিত্য নব, অপ্রাকৃত কন্দর্প, নবীনমদন—যাঁহার উপাসনা কামবীজ, কামগায়ত্রী-দ্বারা হইয়া থাকে, সেই উপাস্য বস্তু; তিনি নিজের পর্য্যন্ত সর্ব্ব চিত্তের আকর্ষণ করেন, সেই অসমোর্দ্ধ-রূপবান্ শ্রীশ্যামসুন্দর—রসময়মূর্ত্তি, শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহ* 'নঃ প্রচোদয়াৎ'

---

* ভক্তি—'বৈধী' ও 'রাগানুগা-ভেদে দুইপ্রকার। রাগাত্মিকার অনুগতা বলিয়া রাগানুগা ভক্তিকেও তদনুসারে কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা—এই ২ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সম্বন্ধানুগা ভক্তির অনুষ্ঠানে 'আমি শ্রীকৃষ্ণের পিতা, মাতা, সখা, দাস'ইত্যাদি সম্বন্ধ নিহিত থাকে। কামানুগা ভক্তিতে 'আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী বা দাসী' এইরূপ সম্বন্ধ নিহিত থাকিলেও (অর্থাৎ এইজন্য ইহাকে সম্বন্ধানুগা বলা গেলেও) ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে নিজ সুখানুসন্ধান-রহিত হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগ-সুখ বিধানের তৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকে, যাহা প্রথম ৪টী সম্বন্ধের ক্ষেত্রে থাকে না। এইজন্য ইহা কামানুগা ভক্তি; তাহা পুনরায় দুইপ্রকার—(১) শ্রীকৃষ্ণের নায়িকাভাব-প্রসূতা 'সম্ভোগেচ্ছাময়ী'ও (২) "সখ্যায় তে মম নমোহস্তু নমোহস্তু নিত্যং, দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্", এই বিচারে নিত্যসিদ্ধা ব্রজগোপীর অধীনে শ্রীকৃষ্ণের ভাব-মাধুর্য্য কামনাময়ী 'তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা'।

* "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন। কামগায়ত্রী, কামবীজে যাঁর উপাসন ।। পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।। শৃঙ্গার

অর্থাৎ আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে অনুগ্রহ করুন অর্থাৎ নিজদাস্যে নিযুক্ত করুন।

এতানি সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিরক্ষরাণি সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিশ্চন্দ্রা ভবন্তি। তে চ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গে উদিতাঃ সন্তঃ ত্রীণি জগন্তি কামময়ানি কুর্ব্বন্তি। ককারাদি তকারান্তানি তান্যক্ষরাণি মুখ-গণ্ড-ললাটাদি—কর-চরণান্তান্যঙ্গানি দক্ষিণাদি- ক্রমরূপেণ জ্ঞেয়ানি ।।১৪।।

কামগায়ত্রীর অক্ষরসমূহের চন্দ্র-স্বরূপতা

১৪। কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষর-সাড়ে চব্বিশ সংখ্যক চন্দ্র স্বরূপ। সে-সকল চন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে উদিত হইয়া সমগ্র ত্রিভুবন কামময় করিয়া থাকে ("কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্রচয়, কৃষ্ণে করি' উদয়, ত্রিজগৎ কৈলা কামময় ।।"—চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১২৫)। মন্ত্রস্থ ক-কার হইতে আরম্ভ করিয়া ত-কার (৫) পর্য্যন্ত অক্ষরসমূহ—শ্রীকৃষ্ণের মুখ-গণ্ড-ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া কর-চরণ পর্য্যন্ত অঙ্গসমূহ দক্ষিণাদি-ক্রম-রূপে জানিতে হইবে ।

অথ গায়ত্র্যক্ষরাণাং চন্দ্রত্ব-নিরূপণং—

এযামপ্যক্ষরাণাং তু চন্দ্রত্বে নির্ণয়ং শৃণু।
মুখেঽপ্যেকং বিজানীয়াগুয়োর্দ্বৌ তথৈব চ।
ললাটে চার্দ্ধচন্দ্রং বৈ তিলকং পূর্ণচন্দ্রকম্।
পাণ্যোর্ণখা দশ প্রোক্তাস্বক্ষরাণি মনোভুবঃ।
পাদাজয়োস্তথা জ্ঞেয়া নখচন্দ্রা দশ ক্রমাৎ।

রসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্যন্ত সর্ব্ব চিত্ত-হর।। লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ।।"—চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩৭-১৪৪)। অর্থাৎ এই 'অনঙ্গ'—স্বর্লোক-বাসী প্রাকৃত কামদেব বা, দ্বারকাস্থ চতুর্ব্যহান্তর্গত 'প্রদ্যুম্ন'বা, এমনকি দ্বারকাধিপতি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণও নহেন; তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্যামসুন্দর।

অর্থো বিজ্ঞেয় ইত্থং বৈ গায়ত্রাশ্চ মনীষিভিঃ ॥
ক্রমাচ্চন্দ্রান্ বিজানীয়াৎ কাদিতান্তাক্ষরাণি তু।
দক্ষিণাদি-ক্রমেণৈব ক্রমস্তেষাং সুসম্মতঃ॥১৫ ॥

কামগায়ত্রীর প্রতি অক্ষরের চন্দ্র-স্বরূপত্ব বর্ণন

১৫। অনন্তর কামগায়ত্রীর অক্ষরসমূহের চন্দ্রত্ব নিরূপণ করা হইতেছে —এই অক্ষর সমূহের চন্দ্রত্ব বিষয়ে যেরূপ বিচার নির্ণীত আছে, তাহা শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ—একটী চন্দ্র বলিয়া জানিতে হইবে। তদ্রূপ দুই গণ্ড—দুইটী চন্দ্র; ললাট—অর্দ্ধচন্দ্র; তিলক—একটী পূর্ণচন্দ্র; দুই হস্তের দশ নখ—দশ অক্ষর-রূপ চন্দ্রসমূহ। সেইরূপে ক্রমে দুই চরণপদ্ম-যুগলের দশ নখ—দশ চন্দ্র রূপে জানিতে হইবে। মনীষিগণ গায়ত্রীর অর্থ এইপ্রকারে অবগত হইবেন—ক-কার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ত-কার (৽) পর্য্যন্ত অক্ষরসমূহকে চন্দ্ররূপে জানিবেন। উক্ত চন্দ্রসমূহের ক্রম শ্রীঅঙ্গের মধ্যে প্রথমে দক্ষিণাঙ্গ ও পরে বামাঙ্গ, এই ক্রমে বিচার করা সুসম্মত।

অত্রাপি ভো বৈষ্ণবাঃ! মম লেখন-বৃত্তান্তং যূয়ং শৃণুত। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিনা প্রাকৃত-বর্ণানুক্রমেণ কামগায়ত্রা বর্ণসংখ্যা সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিরিতি যল্লিখিতং তন্মতানুসারেণ ময়াপি তল্লিখ্যতে। তদ্‌যথা—"**কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে-অক্ষর চন্দ্রচয়, কৃষ্ণে করি' উদয়, ত্রিজগত কৈল কামময়॥"** ইত্যেতৎ প্রমাণমবলম্ব পূর্ব্বমতানুসারেণানুক্রম্য সংস্থাপ্যতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামী পঞ্চবিংশতি পরিত্যজ্য কেন প্রমাণেন কেন বাভিপ্রায়েণ সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশতিমক্ষরসংখ্যা গদতি তত্রাপি মম ধীগোচরাভাবঃ। নানা-পাঠ্য-শ্রাব্য-শাস্ত্রবিচারে চার্দ্ধাক্ষর-সম্ভাবনা নাস্তি। অতো মহাসন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন আসমিতি যূয়ং বিচারয়ত। যদি কেচিদ্ বদন্তি মাত্রাহীন-তকারোহর্দ্ধাক্ষরং তদা মাত্রাহীনান্যক্ষরাণ্যত্র তদিতরাণ্যপি সন্তি। ইত্যপি ন

ঘটতে। যতো ব্যাকরণ-পুরাণাগম-নাট্যালঙ্কারাদি-শাস্ত্রেষু স্বর-ব্যঞ্জন-ভেদেন পঞ্চাশদ্বর্ণনির্ণয় এবাস্তি তত্রার্দ্ধাক্ষরং নাস্তোব। তদ্ যথা শ্রীহরিনামামৃত- ব্যাকরণে সংজ্ঞাপাদে "নারায়ণাদুদ্ভুতোইয়ং বর্ণক্রমঃ" ইতি পঞ্চাশদকার ককারদয়ঃ । এবমন্যেস্বপি ব্যাকরণেষু চ। পুনঃ বৃহন্নারদীয়-পুরাণে শ্রীরাধিকা- সহস্রনাম-স্তোত্রে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণীত্যপি। এবমেব শাস্ত্রান্তরেস্বপি মাতৃকাদি-প্রকরণে চ কুত্রাপি সার্দ্ধপঞ্চাশদ্বর্ণক্রমো ময়া ন দৃশ্যতে। এতেষু শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিনঃ কিং ধীগোচরাভাবঃ। । এতদপি ন সংভাব্যতে। যতঃ স সর্ব্বং জানাতি ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষ- রাহিত্যাৎ ॥১৬॥

কামগায়ত্রীর অর্দ্ধাক্ষর-তত্ত্ব অনুসন্ধান

১৬। হে বৈষ্ণবগণ, আমার এই 'কামগায়ত্রী'র ব্যাখ্যার লিখন-বৃত্তান্ত আপনারা শ্রবণ করুন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রাকৃত বর্ণানুক্রমে কামগায়ত্রীর বর্ণসংখ্যা সাড়ে চব্বিশ বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, সেই মতানুসারে আমিও তাহা লিখিতেছি। তাহা যথা —"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্রচয়, কৃষ্ণে করি' উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়।।"—এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া কোন্ প্রমাণে বা কি অভিপ্রায়ে সার্দ্ধ-চতুর্ব্বিংশতি বলিলেন, তাহা আমার বুদ্ধিগোচরের অভাব। পাঠ্য ও শ্রাব্য নানা শাস্ত্রবিচার (অর্থাৎ যাহা এতাবৎ আমার দ্বারা পঠিত ও শ্রুত হইয়াছে), তাহাতে অর্দ্ধাক্ষরের সম্ভাবনা নাই, অতএব মহাসন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। যদি কেহ বলেন, মাত্রাহীন 'ত'কার (ৎ)—অর্দ্ধাক্ষর, তাহা হইলে মাত্রাহীন অক্ষরসমূহ এস্থলে এবং অন্যত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে, (অথচ তাহারা অর্দ্ধাক্ষর-রূপে গণ্য হয় না) অতএব ইহাও নহে। যেহেতু ব্যাকরণ, পুরাণ, আগম, নাট্যশাস্ত্র, অলঙ্কার-শাস্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রে স্বর ও ব্যঞ্জন-ভেদে ৫০টী বর্ণই নির্ণীত আছে, সে-সেস্থানে অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া কিছু নাই। তাহা যেমন,— শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে সংজ্ঞাপাদে "নারায়ণাদুদ্ভুতোইয়ং

বর্ণক্রমঃ”–এইরূপে অ-কারাদি ও ক-কারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ; এইপ্রকার অন্য ব্যাকরণেও। পুনরায় বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীরাধিকা-সহস্রনাম- স্তোত্রে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা—পঞ্চাশৎ-বর্ণরূপিণী। এইপ্রকারে অন্য শাস্ত্রেও এবং মাতৃকাদি-প্রকরণেও কোথাও আমি সার্দ্ধ-পঞ্চাশৎ বর্ণক্রম দেখিলাম না । তাহা হইলে এইসকল শাস্ত্র কি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বুদ্ধিগোচর হয় নাই? ইহাও সম্ভব নহে, যেহেতু তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষশূন্য বলিয়া সকলই জ্ঞাত আছেন।

পুনশ্চ যদ্যপি তকারোহদ্ধাক্ষরং নিশ্চীয়তে তদা কিং শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামিনা ক্রমভঙ্গং বিলিখ্যতে? যতো মুখ-গণ্ডাদি-চরণান্ত-বর্ণক্রমেণ চরণং পরিত্যজ্য ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রঃ সংস্থাপ্যতে। তদ্ যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়ামেকবিংশ-পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষা-প্রসঙ্গে সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচারে—

“সখি হে, কৃষ্ণমুখ—দ্বিজরাজ-রাজ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি' রাজ্য-শাসনে, করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ।
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি' মণি-সুদর্পণ, সেই দুই পুর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু, সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি।
করনখ চন্দ্রের হাট, বংশী-উপর করে নাট, তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন, নূপুরের ধ্বনি যার গান।
নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্র–লীলাকমল, বিলাসী রাজা সতত নাচায় ।
ভ্রূ-ধনু, নেত্র-বাণ, ধনুর্গুণ দুই কান, নারীমন-লক্ষ্য বিন্ধে তায় ।।
এই চান্দের বড় নাট, পসারি' চান্দের হাট, বিনিমূলে বিলায়
নিজামৃত। কাঁহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত।।”

ইত্যনুবাদ-দ্বয়েন বহুবাদানন্তরমপি অত্র সিদ্ধান্তো ন ঘটতে। তদা সর্ব্বোপায়ং ত্যক্ত্বান্নপানাদিকঞ্চ বিহায় মনোদুঃখেন দেহত্যাগাভিপ্রায়েণ

রাধাকুণ্ড-তটেঽভিপপাতোঽহম্। যদা মন্ত্রাক্ষর-গোচরো ন ভবেত্তদা কথং দেবতা-গোচরো ভবিষ্যতীতি দেহত্যাগ এব কর্ত্তব্যঃ।।১৭।।

১৭। পুনরায়, যদি মাত্রাহীন ত-কার (অর্থাৎ সর্ব্বশেষ 'প্রচোদয়াৎ'-এর "ৎ")-কেই অর্দ্ধাক্ষর-রূপে নিশ্চয় করা হয়, তাহা হইলে কি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ক্রমভঙ্গ করিয়া (অর্দ্ধচন্দ্র) লিখিয়াছেন? যেহেতু উক্ত বর্ণক্রমানুসারে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-গণ্ড-চরণান্ত এইক্রমে সর্ব্বশেষ যে শ্রীচরণ হয়, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। তাহা যথা—"সখি হে, কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ। কৃষ্ণবপ-সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ।। দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ, সেই দুই পূর্ণচন্দ্র মানি ।। * * সব লোক করে আপ্যায়িত ।।" এইরূপে দ্বিবিধ অনুবাদ-দ্বারা বহু বাদানন্তরেও এস্থলে কোন মীমাংসা হইল না। তখন সকল উপায় ত্যাগ করিয়া অন্নপানাদি ছাড়িয়া আমি মনোদুঃখে দেহত্যাগের অভিপ্রায়ে রাধাকুণ্ড-তটে গমন করিলাম। যখন মন্ত্রাক্ষর অবগতি না হয়, তখন কিরূপে মন্ত্রদেবতা গোচর হইবেন, অতএব দেহত্যাগই কর্তব্য, (স্থির করিলাম)।

ততো রাত্রেদ্বিতীয়-প্রহরে গতে সতি তন্দ্রাং প্রাপ্য ময়া দৃশ্যতে স্ম। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আগতা ব্রবীতি—ভো বিশ্বনাথ! হরিবল্লভ! ত্বমুত্তিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজেন যল্লিখিতং তদেব সত্যম্। স চ মম নর্ম্মসহচরী, মমানুগ্রহেণ মমান্তরং সর্ব্বং জানাত্যেব। তদ্বাক্যে সন্দেহং মা কুরু, এষ মমোপাসনা-মন্ত্রঃ, অহমপি মন্ত্রাক্ষরৈর্ব্বেদ্যা। মদনুকম্পাং বিনা নান্যঃ কোঽপ্যেতদ্বিজ্ঞাতুমর্হতি। অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণং "বর্ণাগম-ভাস্বদি" যদস্তি, যদ্দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজেন লিখিতং তৎ শৃণু। তদনন্তরং ত্বমিমং গ্রন্থং দৃষ্ট্বা সর্ব্বোপকারার্থমত্র প্রমাণং সংগ্রহং কুরু। এতচ্ছুথ্বন্ চৈতন্যাবস্থায়াং শীঘ্রমুত্থায় নিঃসন্দেহেন হাহেতি মুহুর্ম্মুহুর্ব্বিলপ্য তদাজ্ঞাং হৃদি নিধায় তৎপালনার্থং যত্নবানভবম্। অর্দ্ধাক্ষর-নির্ণয়ে শ্রীরাধিকা-বাক্যং যথা—

"ব্যন্তযকারোঽর্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽর্দ্ধচন্দ্রবিম্বঃ তদিতরং পূর্ণাক্ষরং পূর্ণচন্দ্র" ইতি।।১৮।।

মন্ত্রদেবতা শ্রীরাধিকা-কর্তৃক অর্দ্ধাক্ষর-রহস্য প্রকাশ

১৮। তাহার পর রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর গত হইলে আমি তন্দ্রা লাভ করিয়া দেখিলাম যে, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আসিয়া বলিতেছেন,——হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উঠ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছে, তাহাই সত্য। সে আমার নাসখী—আমার অনুগ্রহে আমার অন্তর সকলই জানে। সুতরাং তাহার বাক্যে সন্দেহ করিও না। ইহা আমার উপাসনা মন্ত্র –আমিও এই মন্ত্রাক্ষর-দ্বারা বেদ্যা। আমার অনুগ্রহ বিনা কেহই তাহা জানিতে পারে না। 'বর্ণাগমভাস্বৎ'-গ্রন্থে অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণ যাহা আছে, যাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। তৎপর তুমি এই গ্রন্থ দেখিয়া সকলের উপকার- জন্য প্রমাণ সংগ্রহ কর।" ইহা শ্রবণ করিয়া চেতনা লাভ করত শীঘ্র জাগ্রত হইলাম। সন্দেহ মোচন হওয়ায় 'হা রাধে! হা রাধে!' এইরূপ মুহুর্মুহুঃ বিলাপ করত তাঁহার আদেশ হৃদয়ে ধারণ- পূর্ব্বক পালনের জন্য যত্নবান হইলাম অর্দ্ধাক্ষর-নির্ণয়ে শ্রীরাধিকা-বাক্য—'অন্তে 'বি'-যুক্ত যে 'য'-কার, তাহা অর্দ্ধাক্ষর (অর্থাৎ 'কামদেবায়'-পদের 'য'-কারের পর 'বিদ্মহে'-পদের 'বি'- অক্ষর থাকায় উক্ত 'য'-কার—অর্দ্ধাক্ষর); উহাই ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র-স্বরূপ, এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ণাক্ষর এবং পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ।'

শ্রীরাধিকোপদেশ-সম্মতমর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণং যথা বর্ণাগম-ভাস্বদি—

"বিকারান্ত-যকারেণ চার্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্।।"১৯।।

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত-মন্ত্রার্থদীপিকায়াং
কামগায়ত্র্যর্থঃ সম্পূর্ণঃ।

অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপক শাস্ত্র-বাক্য

১৯। শ্রীরাধিকার উপদেশ-সম্মত অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণ—যথা ‘বর্ণাগম- ভাস্বত্’-এ–“<u>বিকারান্ত-যকারেণ চার্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্।</u>” অর্থাৎ, অন্তে ‘বি’-যুক্ত যে ‘য’-কার, তাহা অর্দ্ধাক্ষর বলিয়া কথিত।

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-পাদ-বিরচিতা মন্ত্রার্থ-দীপিকায়
‘কামগায়ত্রী’র অর্থের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

(৩)

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃতা কামগায়ত্রী-ব্যাখ্যা*

"কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।"

অস্যার্থঃ—কামেন অভিলাষেন স্ববিষয়-প্রীতিদার্ঢ্যেণ দীব্যতি ক্রীড়তি 'দিবু ক্রীড়ায়াং' নিত্যবিষয়ত্বাৎ তস্মৈ কামদেবায় বিদ্মহে 'বিদ্৯ লাভে বিদু জ্ঞানে বা'। 'ধীমহি' ধ্যায়েমঃ কামদেবায়, কথম্ভূতায়? পুষ্পবাণায় পুষ্পমেব বাণে যস্য তস্মৈ, তন্নোহনঙ্গঃ সোহনঙ্গঃ কন্দর্পঃ; নোঽস্মান্ প্রচোদয়াৎ (প্রকর্ষেণ) প্রকৃষ্টরূপেণ উদয়াৎ উদয়ং কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ। চকারঃ সমুচ্চয়ার্থে ইতি। 'ক্লী' ইতি পদেন মূর্ত্তিমান্ পুরুষঃ, 'কাম'-পদেন গণ্ডদ্বয়ং, 'দেব'-পদেনাত্র আস্য- ভাল উচ্যেতে। অভিলাষেণ স্ববিষয়-প্রীতিদার্ঢ্যেন চন্দ্রমণ্ডলেন দীব্যতি ক্রীড়তি, য-কারেণ অর্দ্ধচন্দ্রো ভালে তিলকচন্দ্রঃ সার্দ্ধচন্দ্রচতুষ্টয়ঃ ইতি। অঙ্ঘ্রি- শিরোবধিক্রমাৎ ক্রমরূপেণ বিংশত্যক্ষরেণ বিংশতিচন্দ্রা উচ্যন্তে ।।১ ।।

'কামো গণ্ডদ্বয়ে স্নেহে বিলাসে স্পর্শ-তৃষ্ণয়োঃ' ইতি ভাস্বদি। 'ককারঃ কৌশলে চন্দ্রে বিলাসে স্রগ্-রসালয়োঃ'ইতি ব্যোপানঃ। 'মকারো মধুরে হাস্যে বিকাশে ছবি-তৃষ্ণয়োঃ'ইতি ঋষভঃ। 'দে'ইতি দা দানে ঔনাদিকত্বাদেকারঃ; 'দা-মা-স্মা-ঘ্রোঃ স্নায়াম্' ইতি এ- প্রত্যয়ঃ। 'দেশ্চন্দ্রে বিলাসে অন্নেহহনে মণ্ডলেঽপি চ'ইতি দেবদ্যোতিঃ। 'দেশ্চন্দ্রমণ্ডলে হাস্যে হবির্দান-বিলাসয়োঃ' ইতি ব্যাঘ্রভূতিঃ। 'ব'ইতি 'বনষণ

* শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃতা কামগায়ত্রী-ব্যাখ্যা শ্রীরাধাকুণ্ড-সন্নিকটস্থ কুসুম-সরোবর-বাসী শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ-সঙ্কলিত 'গ্রন্থরত্নষম্'-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। ইহা শ্রীহরিদাস-দাস মহাশয়-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্'-গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশেও কিঞ্চিৎ পাঠান্তর-সহ দৃষ্ট হয়।

সংভক্তৌ’বনধাতোঃ ঔনাদিকত্বাৎ পঞ্চম্যন্তাদ্ ভাবে ড-প্রত্যয়ঃ। ‘বকারো লাস্য-লাবণ্যে ইন্দ্রায়ুধে শশধরে' ইতি ভাস্বদি। বিকারান্ত-যকারেণ অর্দ্ধচন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ, লক্ষণানুরোধাৎ । ‘যং চন্দ্রার্দ্ধং বৈভবঞ্চ বিলাসং দারুণং ভয়ম্’ইতি ব্যাড়িঃ। বি-শব্দাদি পঞ্চাক্ষরেণ দক্ষিণাবর্ত-ক্রমেণ পঞ্চচন্দ্রা উচ্যন্তে, তদ্্যথা—‘**বিদ্মহে পুষ্প**' ইত্যাদি। বাণাদি-পঞ্চাক্ষরেণ বামবর্ত্তাদি-ক্রমেণ পঞ্চচন্দ্রা উচ্যন্তে, তদ্যথা—‘বাণায় ধীম’ ইত্যাদি। তত্র কৌস্তুভস্য মণেরধস্তাৎ বাম-দক্ষিণরূপেণ দশাক্ষরেণ দশ চন্দ্রা উচ্যন্তে । তত্র দক্ষিণাদিক্রমেণ ‘হি’-শব্দাদি-পঞ্চাক্ষরেণ পঞ্চ চন্দ্রা উচ্যন্তে, তদ্যথা —'**হি তন্নোহনঙ্গঃ**’ ইতি। ‘প্র’-শব্দাদি-পঞ্চাক্ষরেণ পঞ্চ চন্দ্রা উচ্যন্তে, তদ্্যথা —‘প্রচোদয়াৎ’ইতি ।।২।।

‘বি-শব্দো বিবিধে প্রাজ্ঞে হিঙ্গুলে চ শশধরে’ ইতি বিশ্বঃ। ‘ডুধাঞ ধারণ-পোষণয়োঃ’ইতি ধা-ধাতোঃ ঔণাদিকো মঃ প্রত্যয়ঃ, নিপাতশ্চেতি স্মঃ। “দ্মকারো বিবিধে নৃত্যে তেজোরাশৌ শশধরে’ইতি ভাস্বদি। ‘হে-শব্দো হেতুকে বিজ্ঞে ইন্দ্রৌ পুন রসালয়োঃ' ইতি কামতন্ত্রে ।।৩ ।।

‘পু-শব্দো রসনা-জ্যোৎস্না-নৃত্য-চন্দাঙ্কুশেঽম্ভুজে' ইতি দেবদ্যোতিঃ। ‘ষ্প-কারো বিকলে প্রাজ্ঞে বিধৌ মৌক্তিকদামনি' ইতি রত্নহাসঃ। ‘বা-শব্দো বিষমাধারে চন্দ্রজ্যোস্নাপবৃদ্ধয়োঃ' ইতি বামনপুরাণে। ‘ণ-কারো বিষমাবিষ্টে নৃত্যচন্দ্র-রসায়নে’ইতি স্বভূতিঃ। ‘য-কারশ্চন্দ্র- বিম্বে চ বিশালাক্ষে রসাকরে ইতি ব্যাঘ্রভূতিঃ।।৪।।

‘ধী-শব্দো বুদ্ধৌ প্রাজ্ঞে চ বিধৌ চন্দ্রাভিবাদয়োঃ' ইতি চন্দ্রমৌলিঃ। ‘ম-কারো মারুতে বুদ্ধৌ প্রভাকর-নিশাকরে' ইতি স্বভূতিঃ। ‘হি-শব্দো হি রসাবেশে হিঙ্গুলে চন্দ্রমণ্ডলে' ইতি রভসঃ ॥৫॥

‘তৎ-সাদৃশ্যে বিভাবে চ তকারশ্চন্দ্রমণ্ডলে' ইতি ব্যাঘ্রভূতিঃ। ‘ন-শব্দো নৌ-স্ত্রিযানৌ বা নকারশ্চন্দ্রমণ্ডলে' ইতি দেবদ্যোতিঃ ।।৬।।

‘অনঙ্গো মদনে বিশ্বেহনঙ্গশ্চন্দ্রে বিভাবনে' ইতি চন্দ্রমৌলিঃ ।।৭।।

'প্র-শব্দো বিবিধে নৃত্যে প্রহৃষ্টে চন্দ্রমণ্ডলে' ইতি ব্যাঘ্রভূতিঃ। 'চ-কার- শ্চলনে চন্দ্রে চঞ্চলে চ বিভাবনে' ইতি স্বভূতিঃ। 'দ-কারো বিবিধে নৃত্যে চন্দ্রবিম্বেধরেঽপি চ'ইতি ভাস্বদি। 'য আসনে বিধানে চ য-কারশ্চন্দ্রমণ্ডলে' ইতি চন্দ্রমৌলিঃ। 'স্তবস্তোত্র-বিকাশেষ ত-কারশ্চন্দ্রমণ্ডলে'ইতি দেবদ্যোতিঃ। ইতি।।৮।।

ভাবার্থ—"ক্লী'–এই পদে মূর্ত্তিমান্ অপ্রাকৃত পরমপুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) লক্ষিত হন। সেই তিনি—'কামদেব'; ইহার ব্যাখ্যা এই যে, 'কাম' (অভিলাষ)-হেতু অর্থাৎ নিজ বিষয়ক প্রীতি-সামর্থ্য-হেতু 'দেব' অর্থাৎ যিনি (দীব্যতি) ক্রীড়া করেন,—যেহেতু তিনি নিত্য 'বিষয়বিগ্রহ'; এইরূপ '**কামদেবায়**'- কামদেবকে; '**বিদ্মহে**'–আমাদের ইষ্টবস্তু-রূপে জ্ঞাত হই। সেই শ্রীকামদেব পুনঃ কিপ্রকার? তিনি '**পুষ্পবাণ**'—পুষ্পই যাঁহার বাণ-স্বরূপ, সেই '**পুষ্পবাণায়**'—পুষ্পবাণকে; '**ধীমহি**'–আমরা ধ্যান করি। '**তন্নোহনঙ্গঃ**'- সেই অনঙ্গ অর্থাৎ কন্দর্প (কামদেব) 'নঃ'অর্থাৎ আমাদিগের নিকট '**প্রচোদয়াৎ**'—প্রকৃষ্টরূপে উদিত হউন।

সেই 'ক্লী'—অপ্রাকৃত পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) সর্ব্বদা ক্রীড়াপরায়ণ—নিজ অঙ্গভূত চন্দ্রমণ্ডল-দ্বারা ক্রীড়া করেন। নিজ অঙ্গভূত সেই চন্দ্রমণ্ডলের বর্ণনা এইপ্রকার —'কাম'—এই দুই অক্ষরে দুই গণ্ড-রূপ দুই চন্দ্র, 'দেব'—এই দুই অক্ষরে মুখ ও ভাল (ললাট)-রূপ দুই চন্দ্র এবং 'কামদেবা-য়'-এর য-কারদ্বারা ললাটে তিলক-রূপ অর্দ্ধচন্দ্র লক্ষিত। যাহার অন্তে বি-কার থাকে, এরূপ য-কার অর্দ্ধচন্দ্র-রূপে কথিত হয়। সুতরাং এইরূপে সাড়ে চার চন্দ্র নিরূপিত হয়।

বি-শব্দ আদি করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত-ক্রমে পঞ্চচন্দ্র কথিত হয়, যথা—'বি-স্ম-হে পু-ষ্প'– এই পঞ্চ অক্ষর পঞ্চচন্দ্র-স্বরূপ। 'বাণ'আদি করিয়া বামাবর্ত্ত-ক্রমে পঞ্চচন্দ্র হয়, যথা—'বা-ণা-য় ধী-ম'–এই পঞ্চ অক্ষর পঞ্চচন্দ্র-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে কৌস্তুভ-মণির নীচে বাম-দক্ষিণ-রূপে দশাক্ষর-দ্বারা দশ হস্ত-নখে দশ চন্দ্র কথিত হয়। দক্ষিণাদি-ক্রমে 'হি'-শব্দ

আদি করিয়া পঞ্চাক্ষর পঞ্চচন্দ্র হয়, যথা——হি ত-ন্নো-ন-ঙ্গ’। প্র-শব্দ আদি করিয়া পঞ্চাক্ষর পঞ্চচন্দ্র হয়, যথা—‘প্র-চো-দ-য়া-ৎ'। এই দশটী চন্দ্র দশ পদ-নখচন্দ্র স্বরূপ। এইরূপে এস্থলে অপর বিংশতি চন্দ্র নিরূপিত হইয়া সর্ব্বমোট সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের বর্ণনা করা হইল।

তদনন্তর প্রতিটি অক্ষরের চন্দ্রত্ব-বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে । তাহা মূল ব্যাখ্যা-মধ্যে দ্রষ্টব্য। সাড়ে চব্বিশ অক্ষরাত্মক এই গায়ত্রী মন্ত্রে সাড়ে চব্বিশ অক্ষর-গণনা মধ্যে যদ্যপি শেষ ‘ৎ’-অক্ষর গণিত হয় নাই, কিন্তু চন্দ্রত্ব-নিরূপণ ক্ষেত্রে উহাকে চন্দ্র-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। অপরদিকে ‘ক্লী’–সাড়ে চব্বিশ অক্ষর-মধ্যে গণিত হইলেও উহাকে অঙ্গভূত কোন চন্দ্ররূপে নির্ণয় করা হয় নাই। এস্থলে ‘ক্লী’—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং অপর অক্ষরসমূহ—তাঁহার অঙ্গভূত চন্দ্রমণ্ডল-স্বরূপ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত কামগায়ত্রীর বর্ণনা-মধ্যে ‘ললাট’কে অর্দ্ধচন্দ্র-রূপে ও ললাটস্থ তিলক-বিন্দুকে পূর্ণচন্দ্র-রূপে ধরা হইয়াছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও তদ্রূপ বিচার করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-কৃতা ব্যাখ্যায় ‘ললাট’কে পূর্ণচন্দ্র-রূপে ও ললাটস্থ তিলককে অর্দ্ধচন্দ্র-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীল সরস্বতী-পাদ তাঁহার কৃত ব্যাখ্যায় মন্ত্রের প্রতিটি অক্ষর-সম্বন্ধে কোন্ অক্ষর কোন্ অঙ্গস্থ চন্দ্র-স্বরূপ, তাহা স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন ।

(৪)

জপ-প্রক্রিয়া

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২১।১২৬-১৩১) শ্রীসনাতন-গোস্বামীর নিকট শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ং যে ‘কাম-গায়ত্রী’র স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উক্ত গায়ত্রী-জপবিষয়ক ধ্যানের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং এরূপ বর্ণনা-সহিত উক্ত গায়ত্রী-জপ করিলে তাহা ভজনে সুপারিপাট্য বিধান করে। উহা নিম্নরূপে করা যাইতে পারে; এক-একটী পয়ার স্মরণান্তে গায়ত্রী-জপ, যথা—

১। “সখি হে, কৃষ্ণমুখ—দ্বিজরাজ-রাজ।

কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি' রাজ্য-শাসনে, করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ।।
“ক্লীँ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গ প্রচোদয়াৎ”

(জপ)

২। দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি' মণি-সুদর্পণ, সেই দুই পুর্ণচন্দ্র জানি।

“ক্লীँ কামদেবায় বিদ্মহে ....(গায়ত্রী-জপ)

৩। ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু, সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি।

“ক্লীँ কামদেবায় বিদ্মহে .... (গায়ত্রী-জপ)

৪। করনখ চন্দ্রের হাট, বংশী-উপর করে নাট, তার গীত মুরলীর তান ।

“ক্লীँ কামদেবায় বিদ্মহে .... (গায়ত্রী-জপ)

৫। পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্তন, নূপুরের ধ্বনি যার গান ।।

“ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে .... (গায়ত্রী-জপ)

৬। নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্র–লীলাকমল, বিলাসী রাজা সতত নাচায় ।

“ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে .... (গায়ত্রী-জপ)

৭। ভ্রূ-ধনু, নেত্র-বাণ, ধনুর্গুণ দুই কান, নারীমন-লক্ষ্য বিন্ধে তায়।।

“ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে .... (গায়ত্রী-জপ)

৮।

এই চান্দের বড় নাট, পসারি' চান্দের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥

“ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে .... (গায়ত্রী-জপ)

৯। বিপুলায়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন, মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।

“ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে .... (গায়ত্রী-জপ)

১০।

লাবণ্য—কেলি-সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,

সুখময় গোবিন্দ-বদন॥”

“ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে .... (গায়ত্রী-জপ)

পরিশিষ্ট

(১)

শ্রীগুরু-মন্ত্র ও শ্রীগুরু-গায়ত্রী

শ্রীগুরু-মন্ত্র :— **ঐং গুরবে নমঃ।**

'ঐং'—বাগ্‌বীজ অর্থাৎ বিদ্যাবীজ; "বাগ্‌ভবেনাপি পুটিতং যদি জপ্যেৎ সমাহিতঃ। বেদবেদাঙ্গ-পারজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ধ্রুবম্।" (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১৭১)—অর্থাৎ, বাগ্‌বীজ (ঐং) দ্বারা পুটিত মন্ত্র সমাহিত চিত্তে জপ করিলে নিশ্চয়ই জপকারী ব্যক্তি বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন।

গুরবে নমঃ—শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার। 'নমঃ'-পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য এইপ্রকার—

"অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥"

(পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ, 'ম'-কারের অর্থ—অহঙ্কার; সেই অহঙ্কার-নিষেধবাচক শব্দ হইতেছে—'ন'-কার। অতএব নমস্কারের দ্বারা নমস্কার স্বতন্ত্রতা নিষিদ্ধ হইতেছে।' শ্রীগুরুদেবকে এরূপ তাৎপর্য্য-পূর্ণ নমস্কার।

শ্রীগুরুমন্ত্র জপ করিবার সময় শ্রীগুরুতত্ত্ব-বিষয়ক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (attributes) স্মরণ-পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে মানসে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ-সূচক 'ঐং গুরবে নমঃ' জপ করা বিশেষ মঙ্গলকারক। উদাহরণ-স্বরূপ যথা—

১। শ্রীমুকুন্দ-প্রেষ্ঠ ‘ঐং গুরবে নমঃ'।
২। “সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ” ‘ঐং গুরবে নমঃ'।
৩। ভগবৎকৃপাশক্তি ‘ঐং গুরবে নমঃ'।
৪। আশ্রয়বিগ্রহ ভগবান্ ‘ঐং গুরবে নমঃ'।
৫। বিপদুদ্ধার-বান্ধব ‘ঐং গুরবে নমঃ’।
৬। সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-প্রদাতা ‘ঐং গুরবে নমঃ’।
৭। মহামহাবদান্য, পরদুঃখদুঃখী ‘ঐং গুরবে নমঃ’।
৮। শ্রীরূপের গণ ‘ঐং গুরবে নমঃ'।
৯। ঠাকুরাণীর অন্তরঙ্গা সেবিকা 'ঐং গুরবে নমঃ'।
১০। গুরুরূপা সখী—মদীশ্বরী ‘ঐং গুরবে নমঃ'।

শ্রীগুরু-গায়ত্রী—

“ঐং গুরুদেবায় বিদ্মহে কৃষ্ণানন্দায় ধীমহি
তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ।”

অর্থ—“আমি গুরুদেবকে জানিতে চাহি, তাঁহাকে ‘কৃষ্ণানন্দ’-স্বরূপে ধ্যান করি, সেই গুরুপাদপদ্ম আমার হৃদয়ে তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করুন —যাহাতে আমি উহা বাস্তবরূপে অবগত হইতে পারি।” (শ্রীবামন-গোস্বামি-পত্রামৃত)।

ঐং—বিদ্যাবীজ;

গুরুদেবায়—‘গুরুদেব’ অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহ ভগবান্—যাঁহার পৃথক্ গৃহ, পৃথক্ সম্পত্তি, পৃথক্ আত্মীয়-স্বজন, পৃথক্ সংসার, পৃথক্ উল্লাস, পৃথক্ দুঃখ, পৃথক্ বিরহ, পৃথক্ মিলন, পৃথক্ কার্য্য, পৃথক্ অভিনিবেশ নাই—যাঁহার সকলই স্বাভাবিক অদ্বয়জ্ঞান—যাঁহার সকলই কৃষ্ণকে লইয়া —অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই যাঁহার উল্লাস-আনন্দের বিষয়

ও দুঃখ-বিরহ- লীলার বিষয়; এবপ্রকার যাঁহার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত, যাঁহার ইচ্ছাই কৃষ্ণের ইচ্ছা, যাঁহার কৃপাই কৃষ্ণের কৃপা, যাঁহার আশ্রিত হইলেই কৃষ্ণাশ্রয় লাভ হয়, যে-আশ্রয়হীন হইলে "কৃষ্ণকৃপা দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।"—"নারায়ণোঽপি বিকৃতিং যাতি গুরোঃ প্রচ্যুতস্য দুর্বুদ্ধেঃ। কমলস্য জলাদপৈতি রবিঃ শুষ্যতি নাশয়তি চ॥* সেই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'বিদ্মহে'–আমাদের ইষ্টবস্তু-রূপে জানি।

কৃষ্ণানন্দায়—সেই শ্রীগুরুদেব পুনঃ কিপ্রকার? তিনি 'কৃষ্ণানন্দ'-স্বরূপ। "রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। 'স্বরূপশক্তি' 'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার॥ হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।" (চৈঃ চঃ আদি ৪।৫৯-৬০)। অতএব 'কৃষ্ণানন্দ'-স্বরূপিণী—মূলতঃ শ্রীরাধিকা। তাঁহার গণে যাঁহারা গণিত, ("শ্রীরাধারাণী তাঁহার নিজজন বলিয়া মানিয়া লইলেই গুরুবৈষ্ণব-গণের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্তি।"—শ্রীবামন-গোস্বামি-পত্রামৃত), তাঁহারাও তৎপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করাইতে সামর্থ্য লাভ করেন। সেই 'কৃষ্ণানন্দ'-স্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে 'ধীমহি'–আমরা ধ্যান করি [সেই ধ্যানের তাৎপর্য্য কি, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথায় এরূপ দৃষ্ট হয়—"যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ-পর্যটন দেখতে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়, তবেই এইসকল কথা স্ফূর্ত্তিলাভ করে।" ইত্যাদি] ।

তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ—'তৎ গুরুঃ'—সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শ্রীগুরুদেব অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া 'নঃ' আমাদিগের নিকট (হৃদয়ে) 'প্রচোদয়াৎ' প্রকৃষ্টরূপে উদিত হউন।

---

* শ্রীগুরুদেব হইতে চ্যুত দুর্বুদ্ধি-সম্পন্ন জনের প্রতি শ্রীনারায়ণও পর্যন্ত বিকৃত- স্বভাব হন—যেরূপ জল-রূপ আশ্রয়-চ্যুত পদ্মকে সূর্য্য শুষ্ক ও নাশ করিয়া থাকে।

(২)

শ্রীগৌর-মন্ত্র ও শ্রীগৌর-গায়ত্রী

শ্রীগৌর-মন্ত্র—**"ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।"**

"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গোরম্" অর্থাৎ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া '**ক্লীঁ**'-পদবাচ্য, '**গৌরায় নমঃ**'—শ্রীগৌরসুন্দর-চরণে নিজ সর্ব্ব জড়াহঙ্কার ও স্বাতন্ত্র্য সমর্পণপূর্ব্বক নমস্কার ।

শ্রীগুরু-মন্ত্র জপের ন্যায় শ্রীগৌর-মন্ত্র জপ করিবার সময় শ্রীগৌরসুন্দরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে মানসে স-তুলসী পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ-সূচক 'ক্লী গৌরায় নমঃ' জপদ্বারা ভজনে বিশেষ সুষ্ঠুতা বিধান হয়। যথা—

১। "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।" (চৈঃ চঃ)

"ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।"

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

২। "অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ।।"

(তত্ত্বসন্দর্ভ)

"ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।"

২। যিনি অন্তরে অর্থাৎ স্বরূপতঃ কৃষ্ণ, কিন্তু বাহিরে পীতবর্ণ কান্তিবিশিষ্ট, যিনি অঙ্গ-উপাঙ্গাদি বৈভব-বিভূষিত, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবকে কলিযুগে নাম-সঙ্কীর্ত্তন-রূপ যজ্ঞ-অবলম্বনে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

৩। “রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।” (চৈঃ চঃ)

“ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।”

৩। শ্রীরাধা-ভাব ও শ্রীরাধা-কান্তি দ্বারা সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

৪।

“শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানৈয়বা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যাঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।”

(চৈঃ চঃ)

“ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।”

৪। 'শ্রীরাধার প্রণয়ের কিরূপ মহিমা? আস্বাদয়ে রাধা মোর কি সে মধুরিমা ?? আমা অনুভবি হয় তাঁর কি সুখ জাত?' এ-লোভে তদ্ভাবে কৃষ্ণ হন শচীসুত ।।

৫।

“অনর্পিত-চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু মে শচীনন্দনঃ।।”

(চৈঃ চঃ)

"ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।"

৫। যে-সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগতে কখনও প্রদত্ত হয় নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কৃপাবশে কলিযুগে অবতীর্ণ সুবর্ণকান্তি শচীনন্দন শ্রীহরি আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন।

৬।

"নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ।"

(চৈঃ ভাঃ)

"ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।"

৬। যিনি ত্রিকাল সত্য বাস্তব বস্তু, ভৃত্য-পুত্র-কলত্রাদি বিলাস-পরিকরগণের সহিত সেই জগন্নাথ-সুত শ্রীগৌরসুন্দরকে নমস্কার।

৭।

"শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানা-মত-গ্রাহ-ব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত-সাগরম্।।"

(চৈঃ চঃ)

"ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।"

৭। যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞ-ব্যক্তিও নানা মতবাদ-রূপ কুম্ভীরাদি-দ্বারা পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

৮।

“মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামর-তরুঃ স্বয়ম।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে।।”

(চৈঃ চঃ)

“ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।”

৮। যিনি স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেম-রূপ অমর-তরু এবং স্বয়ং মালাকার (উদ্যানরক্ষক), যিনি সেই বৃক্ষফলের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবকে আমি আশ্রয় করি।

৯।

“কৃপাসুধা-সরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়তাপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ।”

(চৈঃ)

"ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।”

৯। যাঁহার কৃপাসুধা-রূপা নদী সমগ্র বিশ্বকে নিমজ্জিত করিয়া দীনহীন-জন-গামিনী রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

১০।

“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যায় নাম্নে গৌর-ত্বিষে নমঃ।।”

(চৈঃ চঃ)

"ক্লীঁ গৌরায় নমঃ।”

১০। মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা, শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামা গৌরাঙ্গ- রূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।

শ্রীগৌর-গায়ত্রী— **"ক্লীঁ চেতন্যায় বিদ্মহে বিশ্বভরায় ধীমহি তন্নো গৌরঃ প্রচোদয়াৎ।"**

চৈতন্যায়—"যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া। করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া। এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হইল ধন্য।।" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৮। ১৭৫-১৭৬)। এরূপ শ্রীচৈতন্যদেব, যাঁহাকে জানিলে জীবের যথার্থ চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে '**বিদ্মহে**'-আমরা ইষ্টবস্তু-রূপে জানি।

'বিশ্বম্ভরায়'—"প্রথমলীলায় তাঁর 'বিশ্বন্তর' নাম। ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম।। ডুভৃঞ-ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ। পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন।।" (চৈঃ চঃ আদি ৩।৩২-৩৩)। এরূপ প্রেম দ্বারা ত্রিভুবনকে পোষণ-ধারণকারী 'শ্রীবিশ্বম্ভর'কে '**ধীমহি**'—আমরা ধ্যান করি।

'তন্নো গৌরঃ প্রচোদয়াৎ'–'তৎ গৌরঃ'—সেই শ্রীগৌরসুন্দর যিনি ব্রজের "প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।।" অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি 'নঃ' আমাদিগকে ব্রজের সেই প্রেমভক্তি-প্রতি 'প্রচোদয়াৎ'—প্রেরিত করুন; "মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।।" (শ্বেতাশ্বঃ উপঃ)—সেই পুরুষই মহান প্রভু অর্থাৎ মহাপ্রভু, তিনি বুদ্ধি-বৃত্তির প্রবর্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মলা শান্তি লাভ হয়। তিনি জ্যোতিঃ-স্বরূপ অর্থাৎ কনক-কান্তিবিশিষ্ট এবং অব্যয় (হ্রাস-বৃদ্ধিশূন্য প্রেমময়)। এইরূপ শ্রীগৌরসুন্দর অন্তর্যামি-রূপে আমাদের মতিকে তাঁহার আস্বাদ্য ও দাতব্য সেই ব্রজপ্রেম-প্রতি কৃপাপূর্ব্বক প্রেরিত করুন।

(৩)

মন্ত্রজপ ও মানস-অর্চ্চন

সাধক-জীবের অর্জন-মাধ্যমেই ভজনে প্রবেশাধিকার লাভ হয়। সুতরাং ‘অর্চনে’র আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। এই অর্চ্চন কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র- রূপে নহে, মানসেও প্রতিদিন সাদরে অনুষ্ঠেয়। মনের ধর্ম্ম যে জড়-মনন, তাহা নিজ হইতে দূরীভূত হইবার নহে। মনকে নিয়মপূর্ব্বক চিদনুশীলনে নিযুক্ত করিতে হয়। বস্তুতঃ মানসে অর্চ্চন-অনুশীলনই সাধক-জীবের পক্ষে আভ্যন্তরীণ ভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-রাধা-গোবিন্দের সহিত সংযোগ-কারক চিদনুশীলনের প্রথম সোপান। ইহা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে উত্তরোত্তর অন্তরঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ সাধক-সাধিকাকে উচ্চাধিকারে উপনীত করাইতে পারে। “**যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেব-সমচিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।**” (হঃ ভঃ বিঃ)।

এই মানস-অর্চ্চন প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্রীগুরু-প্রদত্ত মন্ত্রসমূহের জপ- কালেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। শ্রীগুরুমন্ত্র প্রভৃতি জপের পূর্ব্বে অর্জনবিধি- অনুসারে ক্রমে ‘ভূতশুদ্ধি'-মন্ত্র, ‘আত্মধ্যান-মন্ত্র' ও সেই সেই মন্ত্রাধিদেবের ধ্যান-মন্ত্র প্রথমে স্মরণপূর্ব্বক অর্চ্চন-প্রক্রিয়ার এক এই অনুষ্ঠান (step) মানসে সম্পন্ন করত মন্ত্র জপ ক্রমানুসারে সাধন করা যাইতে পারে। ইহাতে জপ-কালে মনের বিক্ষেপ ক্রমশঃ দূর হইতে থাকে ও শ্রীবিগ্রহের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়া শ্রীনামভজনেও প্রভূত উন্নতি ঘটিতে থাকে।

উদাহরণ-স্বরূপে নীচে শ্রীগুরুমন্ত্র জপের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মানস- অর্চ্চন প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইতেছে—

শ্রীগুরুধ্যান-মন্ত্র— “প্রাতঃ শ্রীমন্নবদ্বীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্।।”

তদনন্তর মানসে শ্রীগুরুদেবকে আসন-প্রদান, আবাহন, পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনাদি প্রদান, অভ্যঞ্জন (তৈলাদি-মর্দ্দন) সেবা, স্নান প্রভৃতির সাথে সাথে মন্ত্রজপ করণীয়।

১। ইদম্ আসনম্; কৃপয়া স্বাগতং কুরু 'ঐং গুরবে নমঃ'।

২। এতৎ পাদ্যং, ইদম্ অর্ঘ্যং, ইদম্ আচমনীয়ম্ 'ঐং গুরবে নমঃ'।

৩। অভ্যঞ্জন-সেবাপূর্ব্বক ইদং স্নানীয়ম্ 'ঐং গুরবে নমঃ'।

৪। বস্ত্রদ্বারা অঙ্গ-নির্ম্মঞ্জনপূর্ব্বক ইদং বস্ত্রম্ 'ঐং গুরবে নমঃ'।

৫। ইদম্ উপবীতম্ 'ঐং গুরবে নমঃ'।

৬। ইদং তিলকম্ 'ঐং গুরবে নমঃ'।

৭। ইদং আভরণম্, এষ গন্ধঃ 'ঐং গুরবে নমঃ'।

৮। ইদং সগন্ধপুষ্পম্ (চরণে),
এতং তুলসীপত্রম্ (হস্তে) 'ঐং গুরবে নমঃ'।

৯। ইদং নৈবেদ্যম্ 'ঐং গুরবে নমঃ'।

১০। ইদম্ আচমনীয়ম্ 'ঐং গুরবে নমঃ'।

এইরূপে ১০বার মন্ত্র-জপে মানসে সম্পূর্ণ অর্চ্চন সাধিত হইতে পারে। ইহা এক সহায়িকা (guide line) মাত্র। সাধক-সাধিকা নিজ নিজ সুবিধা- অনুসারে ক্রম সাজাইতে পারেন। তদনন্তর ‘শ্রীগুরু-গায়ত্রী' যেরূপে অর্চ্চনান্তে করণীয়, সেরূপে এস্থলেও জপ করিতে হইবে। এইপ্রকার, অন্য ‘শ্রীগৌরমন্ত্র’ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও করণীয়। এইরূপে প্রতিদিন

মন্ত্রজপের সহিতই শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-রাধাগোবিন্দের মানস-অর্চ্চন অপতিত-রূপে সাধিত হইতে পারে।

সমাপ্ত